নটনন্দিনী

নাম্নী

উপন্যাস।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

——o——

"That virtue which requires to be ever guarded is scarcely worth the sentinel"

Goldsmith's Vicar of Wakefield.

——o——

"সতীত্ব সোনার নিধি বিধি দত্ত ধন ;
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন ॥"

নীলদর্পণ।

"পরমেশ পিতা দত্ত সতীত্ব জীবন।
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন ॥"

লীলাবতী।

——o——

CALCUTTA :

The New Sanskrit Press.

1872.

Printed By Harimohan Mookerjee
12 Fukeer Chand Mitter's street.

অনুক্রমণিকা।

স্বীয় অবস্থানুযায়ী আমি এই নটনন্দিনীকে নিতান্ত দীনবেশে লোকালয়ে প্রকাশ করিতে উদ্যত ছিলাম, আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে কথঞ্চিৎ সঙ্গত-ভুষণে ভুষিত করণো-পলক্ষে আমাকে যথেষ্ট বাধিত করিয়াছেন। বন্ধুবর যিনি এতদ্বিষয়ে আমার একমাত্র সহায়স্থল, যিনি প্রস্তুত কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অপরিমেয় প্রয়াস স্বীকার করি-য়াছেন, তিনিই বা কত দূর কৃতকার্য্য হইলেন, বলিতে পারি না; কেন না, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ সন্ততিও পিতা মাতার স্নেহ নেত্রের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। আধুনিক সভ্যমণ্ডলীতে ইনি যে আদরণীয়া হইবেন এরূপ প্রত্যাশা অত্যাশা মাত্র, কেবল বঙ্গভুমির বিশুদ্ধ রীতি নীতির উন্নতাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সম্যক্ স্বাধীনতার প্রাবল্য এবং এই নিরলঙ্কৃতা নটনন্দিনীর প্রাকৃতিক প্রসাধন সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতিত্বেই ইহাকে ঈদৃশ বেশে

প্রকাশ করণোৎসাহ প্রদানের মূলীভূত, ফলতঃ ইহার গুণভাগ সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত হইলে, ইনি সদাশয় গণের অনুকম্প্যা হইবেন ইহা স্বপ্নেরও অননুভুত। সদনুষ্ঠান বলিয়াই হাস্যাস্পদের ভয় করিলাম না। এইটীই আমার প্রথম চেষ্টা, উদার বিদ্যোৎসাহীগণ সমীপে উদ্যমে উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়াও মানস বটে, সাফল্য সজ্জন সমূহের অনুগ্রহে নিহিত করিলাম ইত্যলং বিস্তরেণ।

মুঙ্গের
৬ই কার্ত্তিক ১২৭৮

শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।

অস্মৎ সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী

প্রিয়তমা সমীপেষু।

প্রিয়ে! আমি তোমার অবলাসুলভ বিশুদ্ধ প্রকৃতির বশম্বদতার নিরতিশয় পরিতোষের সহিত পারিতোষিক স্বরূপ এই নবীনা "নটনন্দিনী"কে তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। নটনন্দিনী চিরকালের জন্য তোমার সঙ্গিনী হইলেন, তোমার আদেশ ব্যতীত কেহই ইঁহার স্বামীত্বে বরণীয় হইবেন না, কিম্বা ইঁহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিরেন না ইতি।

মুঙ্গের
৬ই কার্ত্তিক ১২৭৮

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নটনন্দিনী

প্রথম অধ্যায়।

গ্রন্থানুষ্ঠান।

দুষ্প্রাপ্য প্রাপ্তি।

একদা যৎকালে দিনমণিকে রক্তিমা বিভা বিকাশ করণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিক অলক্তাক্তের ন্যায় শোভিত করণোন্মুখ দর্শনে কুমুদিনী-নায়ক স্বীয় সকলঙ্ক করনিকর সংযত করত অস্তাচলাভিমুখ হয়েন, যৎকালে নলিনীকুল ঈষদ্বিকশিত হয়, ও কহ্লার সমূহ দলাবগুণ্ঠন অবলম্বন করে, যৎকালে মৃগগণ মৃগধরের অদর্শনে আনন্দাতিশয় সহকারে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করে, যৎকালে পেচকাদির দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ বিলোকনে নিরীহ বিহঙ্গম সকল আপনাপন শাবক সমূহকে স্ব স্ব রবে আশ্বাস প্রদান করিয়া ভোজনানুসন্ধানে গমনোদ্যত হয়, এবং প্রভাতানিল মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা জীবলোকের আনন্দ সম্পাদন করে, এমত সময়ে বঙ্গভূমির অন্তর্বর্ত্তী হস্তা-

গড় নিবাসী বিশ্বনাথ নামক একজন নট ঐ গ্রামের অনতি-দূরস্থ কোন অরহর ক্ষেত্র মধ্যে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটী সদ্যঃ প্রসূতা কন্যা সন্দর্শনে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া সহসা বস্ত্রো-দ্ঘাটন করণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মনোমধ্যে এরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভূত হইল, যেন সেই কন্যাটী বহুক্ষণ স্তন্যপান বিরহে শুষ্ককণ্ঠ ও রোদনাক্ষম হওয়ায় তাহার উৎসঙ্গকে আহ্বান করিতেছে। তৎকালে মনুষ্য সমাগমোচিত কোন লক্ষণ তথায় লক্ষিত না হওয়ায় বিশ্বনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, কন্যাটী অতি সুদৃশ্য। আহা! এবম্বিধ অসুলভ রূপ নিধান অচির জাত কন্যানিধান কোন্ প্রসূতি স্নেহ শূন্যা হইয়া ঈদৃশ বিজন স্থানে নিক্ষিপ্ত করণ পূর্ব্বক পাষাণ হৃদয়াবলম্বনে গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছেন। হায়! ইহার হৃদয়াকর্ষণী প্রতিমা কি নিক্ষেপ-কারিণীর নয়ন পথের পথবর্ত্তিনী এক কালেই হয় নাই? অথবা ভীষণ কুললজ্জা বিভীষিকা অপনোদনার্থে কুল কালিমা-গণের অকর্ম্ম কি আছে? এই কন্যাটী কোন অভাগিনী কুলকজ্জ-লার কলঙ্কিত সন্ততি হইবেক, সন্দেহ নাই। আমারও সন্তা-নাদি নাই, আমি ইহাকে কন্যার ন্যায় পালন করিব, আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব না। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, ইহা ভাবিয়া কন্যাটীকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় গৃহাভি-মুখে গমন করিল, ও আপন মহিলাকে তত্তাবৎ পরিচিত করিয়া যথা নিয়মে রাজাধিকারে বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক সপরিবারে অবিচ্ছিন্ন মমতা ও স্নেহাতিশয় সহকারে কন্যাটীকে লালন-পালন করিতে সমধিক উৎসুক হইল, এবং তদবস্থ লব্ধোচিত

কন্যাটীর নাম দুঃখিনীই সঙ্গত বিবেচনা স্থিরতায় জাতীয় ব্যবহার অনুসারে নাম করণ সংস্কারাদি সম্পন্ন করিল।

উল্লিখিত হস্তাগড় গ্রামে কতকগুলি নট জাতি বাস করিত, তাহারা সদ্বৃত্তিসাধন তৎপরতার নাম জানিত না, ব্যায়াম-নিপুণতা ও ঐন্দ্রজালিক কৌশল তাহাদের প্রকাশ্য জীবনোপায় এবং দস্যুবৃত্তিকে অপবৃত্তি জ্ঞান করিত না। নট-জাতির মহিলাগণ অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। তাহাতে কেহই লোকাপবাদিতা বা লজ্জাবনতা হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বয়ঃপ্রাপ্ত।

কালক্রমে দুঃখিনী গতকিশোর হইলেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তরুণীসুলভ অযত্নসিদ্ধ প্রসাধন সকল যথার্হ স্থানে বিন্যস্ত হইলে তিনি লোকাতীত সৌন্দর্য্য ও শোভাশালিনী হইলেন। তৎকালে বিশ্বনাথের স্ত্রী কমলমণি, আপনার চিরসিক্ত আশালতা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দর্শনে দুঃখিনীকে কথঞ্চিৎ সম্ভবিত বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিতা করিয়া তাহাদিগের জাতীয় ব্যবহারানুযায়ী ব্যভিচার ধর্ম্মানুগত প্রবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিত।

কমলমণি দুঃখিনীকে বালিকাবস্থায় তাহার স্বামীর ভ্রাতৃ-পুত্রদ্বয় রাম ও শ্যামের সহিত ভিক্ষা করিতে নগরাভ্যন্তরে প্রেরণ করিত, তথায় কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাটীতে একটী পাঠশালা ছিল। দুঃখিনী ভিক্ষাচ্ছলে পাঠশালাস্থ বালক বালিকাগণের নিকটস্থা হইয়া কেবল বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করিতেন, অথচ মনোগত অভিপ্রায় কাহাকেও প্রকাশ করিতেন না। তাহাতে দুঃখিনী জিতাক্ষরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল বালক-বালিকাগণের নিকট স্বীয় পাঠোপযোগী পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া নিয়ত পাঠ ও বিদ্যালয়স্থ অধ্যাপকগণের নীতিগর্ভ উপদেশ সকল অনন্যমনে শ্রবণ ও সংকলন করিতেন, তজ্জনিত মহিলাসুলভ অমূল্য সতীত্বধর্ম্ম যে অবশ্য রক্ষণীয় এই সংস্কারটী তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ রূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

একদিবস দুঃখিনী ও কমলমণি এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক আপনাপন মনোগত অভিলাষ পরস্পরে ব্যক্ত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে দুঃখিনী সমধিক বিনয় সহকারে কমলমণিকে কহিলেন, মা! আপনি আমার জননীস্বরূপ, আমাকে সন্তানের ন্যায় বাৎসল্য ভাবে লালন-পালন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহাতে আপনার নিকট চিরঋণী থাকিব। কিন্তু মাগো! আমি এই ভিক্ষা চাই যে, অসতীপনা ভিন্ন কোন উপায়ে আমি আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারি, এমন উপদেশ আমাকে দিন। কমলমণি উত্তর করিল "কি বলিলে? আমাদের জাতিতে সকলেই যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম করিতে তোমার মত নয়? তবে আমি তোমাকে লইয়া কি করিব?

তোমার বিবাহ দিতেও পারিব না। তোমার জাতির ঠিকানা নাই, তবে তোমাকে প্রতিপালন করিয়া আমার উপকার কি হইল? বাছা! ও সকল কথা ছাড়; এখন আমার মতে চল, যাতে তোমার ভাল হয়, আমার সেই চেষ্টা; এতে আমাদের কোন পাপও নাই, আমাদের জাতের কর্ম্মইত এই।” তখন দুঃখিনী কহিল “মাগো! স্ত্রীলোকের সতীত্বধনের চেয়ে আর ধন নাই, এধন একবার গেলে আর ফিরে আইসে না, এই অমূল্য রত্ন নষ্ট করা যদিও তোমার মতে অকর্ম্ম বোধ না হয়, কিন্তু কোন মতে স্ত্রীলোকের উচিত নহে। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও সতীত্ব রক্ষা করা উচিত, যদি এমন হয় যে তোমাদের জাতিতে নিন্দা কিম্বা পাপ নাই, যাহার তোমাদিগের বংশে জন্ম হইয়াছে, তাহার পক্ষে হইলেও হইতে পারে, আমার জন্মের কোন স্থিরতা নাই বটে, কিন্তু পাপ অংশে নহে, ইহাও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, অতএব আমার অবশ্যই অধর্ম্ম হইবে সন্দেহ নাই।”

অনন্তর যে সতীত্ব বলে সাবিত্রী অন্ধের চক্ষু প্রদান ও স্বীয় মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া চিরস্বামিনী ও পুত্রবতী হইয়া পরম সুখে লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত করণান্তর সশরীরে দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন, নলসিমন্তিনী দময়ন্তী যে সতীত্ব বলে বন্য হিংস্রজন্তুসমূহের করাল গ্রাস তথা দুর্নিবার নৃশংশ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র নিষাদ হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া পুনর্ব্বার স্বামীপুত্র সহিত নিষধাধিকারিণী হইয়াছিলেন, শ্রীবৎসপ্রিয়া চিন্তা যে সতীত্ব প্রভাবে স্বীয় লোকাতীত সৌন্দর্য্য প্রতিমা পরিবর্ত্তে কুষ্ঠ ও জরাযুক্ত দেহে কিয়ৎকাল

অতিবাহন করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্যশালিনী এবং সভর্ত্তৃকা সসাগরা ধরণীর অধিকারিণী হইয়াছিলেন, অনতি-পূর্ব্বে বঙ্গকুলাঙ্গনাগণ যে সতীত্ব রক্ষার কোন ভাবিবিপদা-শঙ্কায় মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে প্রবেশ করণ-পূর্ব্বক ইহলোকে অক্ষত যশ ও চরমে পরম পদলাভ করিতেন, এবম্বিধ দুর্লভ সতীত্বধর্ম্মানুগত নীতিগর্ভ উপদেশ সকল কমল-মণিকে দুঃখিনী সাধ্যানুসারে প্রদান করিলেন, "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" যেমন বৈদেহী দশাননকর্ত্তৃক হৃতা হইয়া দুষ্টের দুষ্টাভিপ্রায় নিবারণ জন্য অবিরত কাতরোক্তি প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু তাহাতে সেই দুর্ব্বৃত্তের মনোবৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্ত হইত না ; তদ্রূপ দুঃখিনীর বিনয়ে কমলমণির দৃঢ় অধ্য-বসায় খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল না।

কমলমণি—সরোষে "কি ছেলেমুখে বুড়ো কথা? তোমার ধর্ম্ম নিয়ে ধুয়ে খেতে হবে? আ—মর ভাল কথার কেউ নয় বটে? এতদিন বুকপুরে খেতে দিলেম, এখন ধানেভাতে খাওয়াব, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল ভোগো। এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

পলায়ন।

তখন দুঃখিনী স্বধর্ম্মরক্ষণার্থে অন্যত্র পলায়নপরতাই শ্রেয়ঃ সাধিনী জ্ঞানে তদুপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় কিছুদিন যাপন করিয়া পরিশেষে তমোময়ী তমস্বিনী সহায়িনী হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। একাকিনী অজ্ঞাত অদৃষ্ট পূর্ব্বপথে গমন করিতে সমধিক ভীতা হইলেন, এবং মনে মনে করিলেন যে বিধাতা আজ অবধিই বুঝি আমার পরমায়ুর শেষ করিয়াছেন, অথবা ধর্ম্মপথে নানাবিধ বিঘ্ন দেখিতে হয়। যাহা হউক এসময়ে ভীত হইলে সকল দিক নষ্ট হইবেক কিন্তু কোথাইবা যাই? কাহারইবা শরণাগত হই, একালে এমন সজ্জনইবা কে কোথায় আছে, যে আমাকে অকারণ স্থান দিয়া আমার প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিবেক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটী সামান্য বনে প্রবেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যগত অনতি পরিসর পথ অবলম্বনে যথাশক্তি দ্রুতগামিনী হইলেন। কিয়ৎ দূর গমন করিলে সেই আয়তন সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বস্থিত কণ্টকাকীর্ণ ভূমিতে তাঁহার পদদ্বয় বিক্ষিপ্ত হইয়া উভয় পদেই দৃঢ় কণ্টক সকল বিদ্ধ হইল, আহা! একে কোমলাঙ্গী, প্রাণ ভয়ে ব্যাকুলা আবার বিদ্ধ কণ্টকের অসহ্য বেদনানুভবে একেবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া উঠিলেন, অগত্যা এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে করিতে পদবিদ্ধ কণ্টক সকল নিষ্কাশিত করিতে

ছিলেন, এমত সময়ে "ওরে! কে কাঁদে? সেই না?" এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র সচকিত হইলেন এবং বিশ্বনাথের অনুচরগণ তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিতেছে ইহা মনে করিয়া সেই ব্যথিত পদদ্বয় বেগে ও নিঃশব্দে সঞ্চালন দ্বারা সেই বন উত্তীর্ণ হইয়া এক গৃহস্থের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও গৃহপতিকে বারম্বার আহ্বান করিয়া কাতরতার সহিত বলিতে লাগিলেন "এই দুঃখিনী ও অনাথিনীকে ত্বরায় গৃহ মধ্যেস্থান দান করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করুন"। গৃহপতি নিশীথ সময়ে অভাবনীয় মহিলা সুলভ কাতরোক্তি শ্রবণে কৌতকাবিষ্ট চিত্তে দ্বারদেশে আগমন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে দুঃখিনী স্বীয় পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতগামী মনুষ্যের পদসঞ্চারোচিত শব্দ শুনিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহসিক তস্কর।

কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত দেশাধিকার শান্তিরক্ষকের প্রধান বিচারপতি দেশ পরিক্রমণোদ্দেশে বিশ্বনাথের বাসস্থানের অনতিদূরবর্ত্তি এক সুরম্য আম্রোদ্যানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিত্য-

ব্যবহার জন্য প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত যে সকল তৈজস-সাদি সমভিব্যাহারে ছিল, বিশ্বনাথ একদা তাহার কিয়দংশ সন্দর্শনে লোলুপ হইয়া কেবল কিরূপে তাহা আত্মসাৎ করিবে, নিরন্তর তাহারই অভিসন্ধি অনুসন্ধান করিত। বিচারপতি মহোদয়ের বাসস্থানের চতুর্দ্দিক মহাবল পরাক্রান্ত শস্ত্র-বিশারদ প্রহরিগণ পরিবেষ্টিত থাকায় অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়াও যথাসাধ্য যত্ন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আম্রোদ্যানের নিকটে এক অনতিবৃহৎ গোধূম বীথিকাযুক্ত ক্ষেত্র ছিল, ঐ ক্ষেত্র মধ্যে বিশ্বনাথ দিনযামিনী শয়ান হইয়া অনুক্ষণ আপন অধ্যবসায় সাধনের সোপানানুসন্ধানে অনন্য-কর্ম্মা হইয়া কালযাপন করিত।

একদা তিমিরাবৃত নিশীথিনীতে নভোমণ্ডল জলদ পট-লাকীর্ণ হইল ও ক্ষণকাল মধ্যে বারিবিন্দু পতিত হইবার সম্ভাবনা সন্দর্শনে প্রহরিগণ একত্র হইয়া বস্ত্রগৃহের সম্মুখস্থ বৃক্ষমূলে আপনাপন অগ্ন্যস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষণমাত্র বিন্দুপাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল. এই অবসরে বিশ্বনাথ স্বীয় কৃতসংকল্পে কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সুযোগ জ্ঞানে বৃক্ষনিকরের গলিত ও শুষ্কপত্র সমূহ বায়ু সংযোগে সঞ্চালিত ও ধ্বনিত হওয়ায় তন্নিস্বনাবলম্বনে ধরাবলুণ্ঠিত কুষ্মাণ্ডগতির ন্যায় গতিধারণ করিয়া শিবির সন্নিহিত হইল। স্বীয় কক্ষস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বস্ত্র-গৃহের এক পার্শ্ব আপন অভিপ্রেতানুযায়ী ছেদন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং ইচ্ছামত সমুদায় দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া তাদৃশ গতিতে তথা হইতে নিষ্কা-সিত ও নিজগৃহে সমাগত হইল। রজনী অবসান হইলে

স্ত্রী ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় ও দুঃখিনী সমভিব্যাহারে দেশান্তরে যাত্রা করিল।

কতিপয় দিবস মধ্যে বিশ্বনাথ সপরিবারে ঢাকা সহরে উপস্থিত হইয়া সুযোগক্রমে অপহৃত দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করণ দ্বারা তদ্বিনিময়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

এদিকে প্রহরিগণ ক্ষণকাল মধ্যেই আপন আপন নিয়োজিত স্থানে প্রতিগমন করত পূর্ব্ববৎ সতর্কতায় দিক্ সমূহ রক্ষা করুক। এখন "রোঝার ঘাড়ে বোঝা" প্রধান বিচারপতির ঘরে চুরি। পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে শান্তিরক্ষকগণের প্রতি কিরূপ বিপদ জনক হইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে বিচারপতি মহাশয় সুপ্তোত্থিত হইয়া ও সমস্ত চৌর্য্য ব্যাপার অবলোকনে হৃতযুক্ত ঘৃতদ্বীধিভির ন্যায় নয়নভঙ্গি ও গিরিগহ্বরস্থ গিরিমা রিপুর সকর কবলিত গিরিপ্রিয়া শার্দ্দূলাদি দ্বারা অপহৃত হইলে মৃগরাজের যেরূপ বিসদৃশ মুখভঙ্গি লক্ষিত হয়, তদ্রূপ মুখভঙ্গিযুক্ত ও কোপাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শান্তিরক্ষকের প্রধান সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

অনুচরগণ আজ্ঞা মাত্র দারোগার নিকট গমন করিয়া আদ্যোপান্ত পরিচয় প্রদান করিল এবং কহিল "মহাশয়! ত্বরায় চলুন, নতুবা সকলের প্রাণ রক্ষা করা ভার হইবেক।" দারোগা মহাশয় এতদ্বিষয়ক কোন সংবাদ পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, সুতরাং শ্রুত মাত্র বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্দিহান হইলেন এবং দণ্ডার্হ কৃতাপরাধিগণ চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া বধ্যভূমিতে

গমন করিবার সময়ে যেরূপ হতাশ, নিরুৎসাহ, ছিন্নচিত্ত ও বিকলিত হয়, আমাদিগের প্রশংসনীয় দারোগা মহাশয়ও তদবস্থা সম্পন্ন হইয়া বিচারপতির সন্নিহিত হইলেন।

বিচারপতি মহোদয় সেনাপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া অন্য কোন কথা কহিলেন না, কেবল বলিলেন যে, "আগর তিন রোজকা বীচ্‌মে টোম চোর গ্রেপ্তার কর্‌কে নহি লাবেগা টো চৌঠা রোজ আপনা পাওমে বেড়ি পেহেন কর, হাজীর আও।"

তখন দারোগা মহাশয় বদ্ধাঞ্জলিপুটে বিচারপতিকে বারম্বার ধন্যবাদ করণান্তর তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তর্হিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইনিত অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ স্বরূপ ধনঞ্জয় জয়দ্রথের মস্তকচ্ছেদন করিতে যেরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, অপহৃত দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে তদনুরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, দেখিতেছি। কিরূপেই বা এবম্বিধ ক্রোধাগ্নি হইতে অব্যাহতি পাইব, অথবা ভবিতব্য অবশ্যই সম্ভব যথা,—'ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি' ষষ্ঠদিনে বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডনীয় নহে ; কর্ম্মটা অতি গর্হিত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে উপায়ান্তরে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ইহা ভাবিয়া দয়াল নামক একজন দরিদ্রকে গোপনে আপনালয়ে আদরে আনয়ন করিয়া সমধিক যত্ন ও বিনয় সহকারে কহিলেন, "বাপুহে! আমি অতি বিপদগ্রস্থ হইয়াছি, কিন্তু আমি এস্থানে তোমার যথেষ্ট ভরসা করিয়া থাকি, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে এই উপস্থিত দায় হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" তখন দয়াল কহিল "মহাশয়! আমি অতি দীন

আমা হইতে আপনার কি উপকার হইবে আজ্ঞা করুন, আমি প্রাণান্তে উহা লঙ্ঘন করিব না।” ইহা শুনিয়া সেনাপতি কহিলেন, “না হবে কেন? ভাল গাছে কি কখন মন্দ ফল ফলিতে পারে? তোমার পিতা পিতামহ অতি পুণ্যবান ও পরোপকারী ছিলেন, তুমিও তাঁহাদিগের সমান হইয়াছ। তবে সাংসারিক ক্লেশ চিরদিন থাকে না, আমা হইতে তোমার যতদূর উপকার সম্ভব, আমি জীবদ্দশায় তাহার অনুষ্ঠান করিতে ক্রটি করিব না।” এই কথা বলিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, “বাবা! তুমি যদি এই চুরির বিষয়টী স্বীকার কর, তবে আমি এযাত্রা রক্ষা পাই, নতুবা তোমরা সকল সহায় থাকিতে আমি যে কারাবদ্ধ হই, ইহা উচিত নহে, বরং এসম্বন্ধে দণ্ডার্হ হইয়া তুমি যতদিন রাজকারাগারে আবদ্ধ থাকিবে, আমি ততদিন পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধারণ করিব।”

দয়াল এই কথা শ্রবণে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া স্বগত এই দুরূহ ব্যাপার সম্বন্ধে নানাবিধ বিতর্ক করিতেছিল, ইত্যবসরে দারোগা মহাশয় সহসা তাহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন “বাবাজি! তুমি আমার সন্তান তুল্য, যদি অপযশের আশঙ্কা কর, তাহাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হইবে না, খোলাসা হইবা মাত্র তোমাকে এমন একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিব যে তদ্দ্বারা তোমার যাবজ্জীবন সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে।”

তখন দয়াল স্থিরচিত্ত হইয়া অগত্যা সম্মতি প্রদান করিল ও বিচারস্থলে আনীত হইয়া শান্তিপতির উপদেশানুসারে সমুদায় চৌর্য্যব্যাপার স্বীকার করিল, এবং প্রস্তাবমতে “অপহৃত

দ্রব্যাদি সমস্তই ভয় প্রযুক্ত গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি,” কহিলে বিচারপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ় শৃঙ্খলযুক্তে কারারুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দারোগা মহাশয় এবম্প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া দয়ালের পরিবারগণের প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিলেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

আশ্রয়।

ইতি পূর্ব্বে যে গৃহস্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গৃহস্বামী সহসা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দুঃখিনীকে মূর্চ্ছাপন্ন দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর দুঃখিনীর গাত্র স্পর্শ করিতেই দুঃখিনী ঈষৎ চেতনা পাইয়াছেন, দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলে, দুঃখিনী কহিলেন “মহাশয়! আমার অবস্থার পরিচয় কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিবেন, এক্ষণে ত্বরায় আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া চলুন ও পূর্ব্ববৎ দ্বাররুদ্ধ করুন।”

গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ দুঃখিনীকে আপন পুরীস্থ করণানন্তর দ্বারাবরোধ করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র বিশ্বনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় রাম ও শ্যাম দুঃখিনীর অনুসরণে সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গর্ব্বিত

স্বরে কহিতে লাগিল "রে ভণ্ড গৃহস্থ! আমাদের পরিবারকে বাটীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছিস? শীঘ্র তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আপনাদিগের প্রাণ ও জাত কুল রক্ষা কর? বিলম্ব হইলে এখনই প্রতিফল দেখাইব, অধিক কি, তোমাদিগের ঘর পোড়া আগুণে তোমাদিগকে পোড়াইয়া ছার খার করিব।"

দুঃখিনী এতৎ শ্রবণে সভয়ে গৃহপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক "মহাশয়! আমাকে যেমন আশ্রয় দিয়াছেন, পুনরায় উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। আমাকে পাইলে উহারা এখনই আমার প্রাণ নাশ করিবে, উহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, উহারা ডাকাইত," এই বলিয়া পুনর্মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন গৃহস্বামী কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কি করি, উভয় সঙ্কট, যদি স্ত্রীলোকটীকে উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করি, তাহা হইলে স্ত্রী হত্যার পাতকী হই, আর এরূপ অবস্থায় থাকিয়াই বা কি রূপে দুষ্টগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই, যাহা হউক যাহাতে উভয়দিক বজায় থাকে এমত উপায় স্থির করিতে হইবেক "এতাবতা স্বীয় প্রাকারভিত্তির উপরিভাগে অধিরোহণী সহকারে অধ্যারোহিত হইয়া দুঃখিনীকে প্রকারান্তরে গৃহান্তরে অবরোহিতা করণানন্তর নিঃশঙ্কচিত্তে দ্বার মোচন করিয়া দস্যুদ্বয়কে বাটীর সমুদায় বিজনস্থান নিরীক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং বিপত্তির মুক্তি হেতু মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করা অবিধেয় নহে, ইহা স্মরণ করিয়া কহিলেন "হাঁ একটী মেয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সে কোথায়, তাহা বলিতে পারি না।"

তখন রাম ও শ্যাম গৃহস্থের বাক্যে সন্দিহান হইয়া সেই গৃহের সমুদায় নিভৃতভাগ অন্বেষণ দ্বারা দুঃখিনীকে না দেখিতে পাওয়ায় অগত্যা বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং সেই মহোদয়কে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক "এখন তাহাকে দেখিলাম না বটে, কিন্তু যদি কখন তোমার বাটীতে দেখিতে পাই, তবে তোমার পক্ষে ভাল হইবে না," বলিয়া উভয়ে তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিল, তৎপরে রাম শ্যামকে কহিল, "ভাইরে! দুঃখিনী এখানেই আছে, কেন না আমরা এই মাত্র তাহার কান্না শুনিয়াছি, আরও বলি সে এই অন্ধকার রাত্রে এ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোথায় যায় নাই, আমরা দুই এক দিবস এখানে অন্য বেশে থাকিলে তাহাকে ধরিতে পারিব।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুনারাশ্রয়।

প্রাগুক্ত গৃহস্বামী আপনালয় হইতে দুঃখিনীকে যে গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই গৃহাধিপতি রমণ বাবু (এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সন্তান) তাঁহার সহধর্ম্মিণী অনঙ্গমোহিণী ও কতক গুলিন দাস দাসী সমবেত তথায় বাস করিতেন। অনঙ্গমোহিনী পরম রূপবতী সুশীলা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। রমণ

বাবু যদিও অনঙ্গমোহিনীর অনুরূপ রূপ ও যৌবন-সম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু যৌবন ধনসম্পত্তি স্বাতন্ত্র্য ও অনভিজ্ঞতা এ চতুষ্টয়েরি আধার স্বরূপ গণনায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বভাব-সুলভ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত পরকীয় রসাস্বাদনে তিনি বিপুল প্রীত ও কৌতুকযুক্ত হইতেন, অধুনা সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্যশালিনী দুঃখিনীকে ঈদৃশাবস্থায় স্বয়ং সমাগতা দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং স্বাগত প্রস্তাবনা দ্বারা দুখিনীর অবস্থান্তরের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বগত "ইহার প্রতিজ্ঞাটী ত আমার পক্ষে শুভ-সূচক নহে, অথচ ইহাকে নয়ন পথের পথবর্ত্তিনী কারবামাত্র আমার শরীরে মনোভবের আবির্ভাব হইল, কিন্তু যদি ইনি আমার মনে আনন্দদায়িনী না হয়েন, তবে না জানি কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে।" অথবা "বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ" প্রকাশে "তুমি সচ্ছন্দে ও নিরাপদে আমার অন্তঃপুরে থাক। তোমার কোন শঙ্কা বা চিন্তা নাই আমিও তোমাকে কস্মিন্-কালে অনাদর করিব না।" এই বলিয়া সেই বাটীর মধ্যে তাঁহার বাস গৃহ নির্ণয় ও তদুপযোগী তৎকালোচিত শয্যা-দিতে সম্পন্ন করিয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি অদ্যাবধি এই ঘরের অধিকারিণী হইলে, ইহাতে আর অন্য কোন ব্যক্তির সত্ব রহিল না, তুমি যাবজ্জীবন অনঙ্গমোহিনীর প্রিয়সঙ্গিনী হইয়া অসং-কুচিত চিত্তে এই স্থানে কাল যাপন কর।"

দুঃখিনী অনঙ্গমোহিনীর সমীপবর্ত্তিনী ও আজ্ঞানুগামিনী হইয়া প্রিয় কর্ম্মসাধন দ্বারা এমন প্রীতিপন্না হইলেন, যে, অনঙ্গমোহিনী তাঁহার সহিত একত্র ভিন্ন স্নান ভোজন

উপবেশনাদি কিছুই করিতেন না কেবল জাতিগৌরবাধীন পরস্পরে সংকুচিত হওয়া বিধেয় জানিয়া সংস্কারোচিত কার্য্য বিশেষে উভয়েই এরূপ সাবধান হইতেন যে, তাহা অপরের বোধাধিকারে প্রতীয়মান হইত না এবং আপন পতি-প্রণয়গর্ভ প্রমোদ বা প্রমাদ সূচক অভিপ্রায় মনোমধ্যে অনুভূত হইলে অনঙ্গমোহিনী তৎক্ষণাৎ তাহা দুঃখিনীকে ব্যক্ত করিতেন, অথচ দুঃখিনীকে সর্ব্বদা অপত্য নির্ব্বিশেষে ব্যবহার ও দুঃখিনীর যুক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেন, ফলতঃ উভয়ে উভয়ের প্রতি এরূপ অনুরক্তা হইয়াছিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও প্রভুত্ব বা অধীনত্বের প্রভেদ ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়।

উপদ্রব।

একদা অপরাহ্লে অনঙ্গমোহিনী নিদ্রিতা, দুঃখিনী একাকিনী কর্ম্মান্তরব্যপদেশে গৃহান্তরে আছেন, এমত সময়ে রমণবাবু আপন অভিলষিত সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ জ্ঞান করিয়া সহসা সেই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দুঃখিনীর মুখারবিন্দে প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষ-ক্ষেপণ করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার

লোকাতীত মোহিনীমূর্ত্তি সন্দর্শনাবধি লোচনেন্দ্রিয়ের সাফল্য লাভ করিয়াছি, এক্ষণে স্পর্শসুখানুভবের অনুমতি প্রদান কর, এবং চরিতার্থ সাধনাভিলাষী হৃদয়ারূঢ় হইয়া প্রেমাম্বু সেচনে চিররোপিত আশালতাকে ফলবতী কর।"

যখন রমণবাবুর মুখনিঃসৃত "সুন্দরী" শব্দ ও তদনুগত বাক্য সকল দুঃখিনীর কর্ণকুহরে অশনি-নিস্বন রূপে প্রবেশ করিতেছিল, তখন দুঃখিনী নিমীলিতনয়না কর্ণদ্বয়ে করাচ্ছাদিনী ও অবনতাননী হইয়া স্বগত জৈমিনি ধ্বনি করিতেছিলেন, তদবসানে বিচেতনা, এবং পুনরবনতমুখী হইলেন, রমণবাবু "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বিবেচনা করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে!—

ফুটেছে কুসুম তব যৌবন লতায় হে।
ঢাকিয়ে রাখিতে চাও কেন আর তায় হে॥
মধুকর মধু আশে যেতে চায় তায় হে।
কিফল পাইবে বল প্রতিফল তায় হে॥"

দুঃখিনী দীনবচনে "মহাশয়! আমি অতি দীনা, অনাথিনী এবং আপনকার দাসের দাসীর যোগ্যা নহি, আমাকে এমত ব্যঙ্গ করা আপনার উচিত হয় না, পথ ছাড়িয়া দিন, আমি গৃহিণীর নিকট যাই" এই বলিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমনোদ্যতা হইলে, রমণবাবু হস্ত প্রসারণ দ্বারা দ্বাররোধ করিয়া পুনরায় আপন অভিপ্রেত বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন যথা,—

"কি প্রাণেশ্বরি! তুমি দুঃখিনী? না বলিবে কেন অমৃতধার

হইতে গরল প্রস্রবণ কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, তোমার যে মনোহারিণী কান্তি. তাহা বিনয়ালঙ্কার ব্যতীত শোভনীয় হয় না, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি এখন দুঃখিনী নহ, যে চক্রবর্ত্তী চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছ. তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণও কর প্রদান করিতে সমুৎসুক হয়েন।"

"প্রিয়ে!—

অতনু তাড়নে তনু হতেছে ব্যথিত।
প্রতিকার কর তার যে হয় উচিত॥
বিফল কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
প্রিয়ভাবে দেহ প্রিয়ে প্রেম আলিঙ্গন॥"

তখন দুঃখিনী সজল নয়নে রমণবাবুকে কহিলেন "প্রভো! আমি আপনার সামান্যা পরিচারিণী, আমাকে এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন কেন?" রমণবাবু উত্তর করিলেন, "না প্রেয়সি! তুমি পরিচারিণী নহ, তুমি আমার প্রধান প্রণয়িণী এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার সম্পত্তি সমুদায়ের অর্দ্ধাধিকারিণী হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিবে।"

অনন্তর রমণবাবুর তদানীন্তন অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন ও বাক্‌চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিনী স্বগত "সর্ব্বনাশ এ আবার কি বিপদ! আমি কি রমণবাবুর কপট সমাদরে সামান্য জলপিপাসা নিবারণ আশয়ে বিষকুণ্ডে পতিতা হইলাম, ইহাঁর ত ব্যঙ্গ করা বোধ হইতেছে না, ইনি আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিতেছি।" প্রকাশে "হে মহাভাগ! আপনি আর

আমাকে এরূপ ব্যঙ্গ করিবেন না, আমি অত্যন্ত লজ্জিতা হই-তেছি” বলিয়া অধোমুখী হইলেন।

তদুত্তরে রমণবাবু “বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপণ করা আমারও ইচ্ছা নাই, অনুমতি হইলেই অসুলভ স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই” এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসরে দুঃখিনীর নিকটস্থ এবং স্মরদশা জনিত ব্যগ্রতাশিয় সহকারে তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন দুঃখিনী তাঁহার স্পর্শায়ত্ত হইতে বহির্ভূত হইয়া করযোড়ে কহিলেন “মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, এবং আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার পক্ষে অতি-নীচ আমার প্রতি অনুরাগী হইয়া আপনাকে বিফল কলঙ্কিত করিতেছেন কেন? আমিও প্রাণান্তে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। দেখুন যেমন পাত্রবিশেষে জলের আস্বাদন ভিন্ন ভিন্ন হয় না, সেইরূপ আপনি যে লজ্জা ও ঘৃণাকর প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, স্ত্রীবিশেষে ইহার কিছুমাত্র তারতম্য নাই, তবে অজ্ঞানী লোকেরা মনের ভ্রমে পাপ সঞ্চয় করে, বিশেষত আপনি আমার প্রাণ ও জাতি কুলের রক্ষা কর্ত্তা হইয়া স্বয়ং তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে” রমণবাবু “আমি তোমার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতে আসি নাই” বলিয়া সহসা দুঃখিনীর হস্ত ধারণ করিলেন, দুঃখিনী অপর হস্ত যোগে, ধৃতহস্ত তৎক্ষণাৎ মোচন করিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ও দ্রুতবেগে তথা হইতে গমন করিয়া অনঙ্গ-মোহিনী যে স্থানে আছেন, সেই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন, রমণবাবু বিষণ্ণমুখে স্থানান্তরে গমন করিলেন, কিন্তু এবম্প্র-

কারে নৈরাশ হইয়াও তদ্বিষয়ক দুশ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।

দুঃখিনী "আর এখানে থাকিলে স্বধর্ম্মের হানি হইবেক" এই রূপ চিন্তায় উপায়ান্তর চেষ্টা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পুনঃ পলায়ন।

একদা ত্রিযামাবসানে দুঃখিনী বিজন পন্থাবলম্বিনী হইয়া তথা হইতে প্রস্থানাশয়ে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমনে এক তটিনী সন্নিকর্ষিণী তন্নিষ্ঠ অভূত পূর্ব্ব শোভা কলাপ সন্দর্শনে বিমোহিতা ও প্রলুব্ধ রমণবাবুর নিয়োজিত অনুচর কর্ত্তৃক লক্ষিত ও অববাধিত হইবার আশঙ্কাযুক্ত হইয়া বিমনা গমন করিতে করিতে হঠাৎ বোধ করিলেন যেন তাঁহার পদদ্বয় কম্পিত হইয়া অবনী প্রবেশ করিতেছে। তখন সত্বরা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করণাশয়ে বিচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিমেষ মধ্যে সেই সিকত পুলিনে তাঁহার জানুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত গ্রাসিত হইলে অগত্যা চলৎশক্তিহীনা হইলেন এবং ক্ষণমাত্রেই সর্ব্বাঙ্গ বালুকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দর্শনে জীবনাশায় নৈরাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক

নিপতিতা হইলেন ও হতাস্মি জ্ঞানে সকরুণে করুণাময়কে স্মরণ ও রোদন করিতে লাগিলেন, যথা "হে দয়াময়! এই জন-শূন্য প্রদেশে আমি আশু মৃত্যুর অধীন হইলাম, নাথ! আমি কি এত পাপিনী যে, আমার পক্ষে এই ভয়ানক মৃত্যু আপনি রচনা করিয়াছেন? হে ভগবান! আমাকে রক্ষা কর কিম্বা অচিরাৎ আমার শঙ্কা হরণ করিয়া নির্ভয় করিয়া দেহ। হে নাথ! আমি জ্ঞান কৃত কোন অপরাধে অপরাধী নহি, এ পৃথিবীতে কি জন্য প্রেরণ করিয়া এবম্প্রকার নানাবিধ কষ্ট দিয়া আমার প্রাণ নাশ করিতেছ। নাথ! কেবা আমার পিতা, কেবা আমার মাতা, আমি তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না, তাঁহারা জীবিত আছেন কি না, তাহাও জ্ঞাত নহি, আমার বন্ধুবান্ধব সকলি তুমি। নাথ! তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই; তুমি সকলের অন্তরের অন্তর ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কি আমার কষ্ট এবং দুঃখ দেখিতে পাইতেছ না? নাথ! যদি আমার জন্মান্তরের কোন পাপ থাকে, তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া আমাকে এ সমূহ বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর? নাথ! আমি শুনিয়াছি যে, অতি কাতরে যে ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করে, তুমি তাহাকে মহা মহা বিপদ হইতে রক্ষা কর। শুনিয়াছি যে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে নানা বিপদ হইতে যথা হলাহল পান, ক্রোধী দুর্বাসা মুনির ছলনা ও রাক্ষসী হস্তে পতিত ইত্যাদি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ ও দৈত্য পুত্র প্রহ্লাদকে অস্ত্রাঘাত বিষপান ও তপ্ত তৈল ইত্যাদি বধ হইতে উদ্ধার, ও তস্য পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া দেবতা-দিগকে নিরাপদ করিয়াছ ও সুনীতিনন্দন ধ্রুবের প্রতি সদয়

হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে পরিত্রাণ করিয়াছ, নাথ! আমি এত ডাকিতেছি, আমার অনুনয় বাক্য কি কিছুই শুনিতে পাইতেছ না? হা দীননাথ! তোমার দীননাথ নামের প্রতি কলঙ্ক রহিবে, আমার অপেক্ষা দীনা আর কেহই নাই। হে লোকেশ্বর! ঐ দেখ শ্মশানবাসী শৃগাল কুকুর সকল আমাকে গতিহীনা দেখিয়া আমার মাংস ভক্ষণ লোভে দলবদ্ধ ভীষণ দশন বিস্তার করিতে করিতে নিকটস্থ হইল। প্রভো! উহাদিগকে নিবারণ করিতে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। হে পিতঃ! আমাকে আজন্ম এতাবৎ দুঃখ সহায়িনী করিয়াও কি আপনার তৃপ্তি হইল না? হা হতবিধে! আমার প্রাণান্ত যদি জন্মান্তরীণ পাপের প্রায়শ্চিত্তই হয়, তবে অজ্ঞানাবস্থায় কেন মৃত্যু সাধন করিলে না। হা হতভাগিনী জননি! তুমি এখন কোথায়? এইবার তোমার দুঃখিনীর দুঃখের অন্ত হইল, তুমি কি এই নিমিত্ত আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে, যে জীবদ্দশায় শৃগালাদির উদরস্থ হইলাম, জন্মাবধি তোমার স্নেহ রস আস্বাদন কি তোমার স্নেহময়ি কক্ষারোহণের সুখভোগ করি নাই, এক্ষণে তোমার দুঃখিনী জনমের মত গেল, আর কখন তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশা থাকিল না। হে দীননাথ! তোমার মনে কি এই ছিল? প্রভু আপনি আমার উপর নির্দ্দয় হইলেন, কিন্তু আমার পাপ প্রাণ যতক্ষণ দেহ হইতে নির্গত না হইবে, ততক্ষণ আমি তোমার স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইব না।”

এবম্প্রকারে দুঃখিনী ঐশ্বরিক স্তুতিবাদন ও বিলাপ করিয়া পরিশেষে অতি ক্লান্তা হইলেন; বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও প্রায়

অশক্তা, কিন্তু যৎকালে বালুকায় পতিতা ও গতি শক্তি বিহীনা হইয়াছিলেন, তৎকালে হস্তদ্বয় ও মস্তক চালনা দ্বারা তৎপার্শ্ববর্ত্তী সৈকতোপরি দৃঢ় আঘাত করত যে আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক পার্শ্বস্থ বালুকা সকল কিঞ্চিৎ কঠিনত্ব ও অচলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদাদি দুই দিবসে দুঃখিনীর মধ্যভাগের অধিক গ্রাসিত হয় নাই।

নবম অধ্যায়।

দস্যুবৃত্তি।

এদিকে বিশ্বনাথ তাদৃশ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও আপন সংস্কারোচিত কুপ্রবৃত্তি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নিবর্ত্তিত হইল না, সম্প্রতি আপন স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে গৃহান্তরে রাখিয়া স্বয়ং মণিপুর গ্রামের মধ্যে এক শূন্য দেবালয়ে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী রূপে কতকগুলি পারদর্শী দস্যু সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া তাহাদিগের চৌর্য্য বস্তু সকল ক্রয় করত তাহা অবস্থান্তরিত করণপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং ঐ সকল দস্যুগণকে একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে দেশান্তরে যাইতে আদেশ করিল, তাহারা তদারোহণে দিগ্‌দিগন্তে জনপদে ও জলপথাদিতে চৌর্য্যবৃত্তি সাধন পূর্ব্বক প্রচুর বহুমূল্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিত।

একদা ভাগীরথী-তীরস্থ কোন ধনাঢ্য মহোদয়ের বাটীতে বিশ্বনাথের অনুচর দস্যুগণ আপনাদিগের অভীষ্ট সাধনার্থ প্রবেশোন্মুখ হইয়া তৎকালোচিত ভীষণ-হুঙ্কার-ধ্বনি সহকারে গৃহদ্বার ছেদন পূর্ব্বক সদলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কেহ বা কোষদ্বার ভগ্ন করত তন্নিষ্ঠ বিপুলার্থ আত্মসাৎ করিতেছিল, কেহ বা মহিলাগণকে স্বামী সহিত শয্যা হইতে উত্তোলিত ও বিবসনা করিয়া তাহাদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া লইতেছিল, এমত সময়ে "জাল গুড়রে! মাচি ঘন" এই শব্দ শুনিবামাত্র সকলে শশব্যস্তে অপহৃত দ্রব্যাদি সকল সংগ্রহ করিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল, তথায় দুই জন ঘাঁটির পাইক ছিল, তাহারা নির্ভয়ে ঘোর নিনাদ ও আপন আপন শস্ত্র-বিক্রম বিকাশ করণ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত প্রহরী ও প্রতিবাসীগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া গৃহদ্বার রক্ষা করিতেছিল। অনন্তর কতকগুলি হস্তি কর্ত্তৃক বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইল ও তথা প্রকৃত-রণবাদ্য বাদন পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী দুর্গ হইতে গৌরাঙ্গ সেনানী নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং পশ্চাতে সৈন্যাধ্যক্ষগণও ভুরি সঙ্কেত দ্বারা চোরগণকে ধৃত ও নিহত করিতে আদেশ করিতেছেন, ইত্যনুধাবনে দস্যুগণ এককালে হতাশ ও যথোচিত শঙ্কিত হইল, "কি করি, কিরূপেই বা প্রাণ রক্ষা হয়" এরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঐ দুইজন ঘাঁটির পাইক সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই তিনটী হস্তির শুণ্ডোপরি করস্থিত যষ্টি দ্বারা এবম্বিধ দৃঢ় আঘাত করিল যে তৎকর্ত্তৃক ব্যথিত করিগণ অঙ্কুশক্ষত প্রায় ব্যস্ত হইয়া তত্তদারোহী হস্তিপগণকে ভূমিতে

নিক্ষিপ্ত করত বীথি ভঙ্গ হইল, ইত্যবসরে দাবানল-বেষ্টিত হরিণীগণ দিগন্তর অবলম্বনীয় পথ দর্শনে যেরূপে একাগ্র ও সত্বরতার সহিত যূথ বদ্ধ গমন করে, তদ্রূপ সমুদয় দস্যুগণ পলায়ন করিয়া ক্ষণমাত্রেই দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইল।

সেনানী সমভিব্যাহারে সৈন্যাধ্যক্ষগণ তথায় আগমন করিয়া আক্ষেপের একশেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে দারোগা বক্সী, জমাদার এবং অসংখ্য চৌকিদার তথায় উপস্থিত হইলেন, মহাজনবর, মুরগী, খাসি, হাঁস, পাঁটা, দুগ্ধ, ঘৃত, পেঁয়াজ ও রসুন ইত্যাদির ঢেরি হইল, ঘটার সীমা নাই—"মহীধরের প্রসব-বেদনা" পরিশেষে মূষিক প্রসূত হইলেন, ফলের মধ্যে কতকগুলিন নিরীহ, নীচ-জাতিস্থ পরিশ্রমোপজীবি লোক যথোচিত পীড়িত তাড়িত ও অকৃতাপরাধে কৃতপরাধীর ন্যায় বিচারালয়ে প্রেরিত হইল।

দশম অধ্যায়।

মুক্ত।

তৃতীয় দিবসে লোকপ্রকাশক লোকপ্রকাশক-রশ্মি বিতরণে জীবলোকের মূর্দ্ধা তাপিত করিতেছিলেন, তপন-তাপিত মহিষগণ মহিষী সমবেত পল্বলাবগাহনে স্নিগ্ধতা লাভ করি-

তেছিল, মৃগয়ুতাতনে আক্রান্ত মৃগগণ তরুচ্ছায়াবলম্বনে রোমন্থনাশ্রয়ী হইয়া বিশ্রাম বিলাসে মগ্ন ছিল, দ্বিজগণ নিজনীড়ে প্রবিষ্ট হইয়া শিশু শাবকগণকে আপন আপন ক্রোড়স্থ ও চঞ্চুপুট দ্বারা তাহাদিগের গাত্র কণ্ডু নিবারণছলে স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল।

এবম্ভুত মধ্যাহ্ন সময়ে ভগবান্ মরিচীমালীর প্রচণ্ড করনিকরে প্রতাপিত লোচন বিহীন অশীতপর এক প্রবৃদ্ধ, "হে ভগবন্! ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ যন্ত্রনায় আর জীবন ধারণ দুষ্কর হইল। এই বিজন স্থানে যদি এমত কোন মহাত্মা থাক আমার এই কাতরোক্তিতে কর্ণাতিপাত করিয়া জনপদের পদবী প্রদর্শন দ্বারা আমার মৃত শরীরে প্রাণদান কর? আমি অদ্য দুই দিবসাবধি পথ দ্রান্তে হতাশ ও অনশনে প্রাণান্ত প্রায় হইয়াছি" এবম্প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যখন দুঃখিনীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন দুঃখিনী তদবস্থাপন্ন অন্ধকে অনতি দূরবর্ত্তী অবলোকনে জগৎ কর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় মহিমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্বগত "হে হৃদয়! তুমি অতঃপর নিঃশঙ্ক ও আশ্বাসিত হও? আর ভয় নাই বুঝি বিপদভঞ্জন আমার এই বিপদ ভঞ্জনের সোপান স্বরূপ হইয়া প্রবৃদ্ধ বেশে স্বয়ং সমাগত হইলেন" অনন্তর অন্ধকে সম্বোধন করিয়া অতিদীন ও মৃদুস্বরে বলিলেন "হে পিতঃ! আমি অনাথিনী আমি আপনার ন্যায় পথ হারা ও বিপদাপন্ন হইয়া চোরা বালিতে পড়িয়া রহিয়াছি যদি আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিতে শক্ত হয়েন তবে কৃতোপকারের পরিশোধের নিমিত্তে যাবজ্জীবন আপনার আজ্ঞানুগামিনী

হইয়া থাকিব"। অন্ধ দুঃখিনীর বাক্যশব্দ লক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও প্রাণপণে বালুকা খনন করিয়া দুঃখিনীকে মুক্ত করিলেন। দুঃখিনী গতবিপন্ন হইয়া প্রথমতঃ বিপদমুক্তির প্রধান কারণ সেই অনাথের নাথ ত্রিলোকী নাথকে ধন্যবাদ করিয়া আশুমুক্তি হেতু অন্ধের পদাবলুণ্ঠিত হইলেন, পরিশেষে তাহার যষ্টি ধারণ করিয়া তথা হইতে অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ।

রাম ও শ্যাম ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম ভিক্ষুক দ্বিতীয় ক্ষিপ্তবেশে যথায় দুঃখিনী গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের আয়ত্তের বহির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই নগর মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে এইরূপ স্থির করিয়া কিয়দ্দিন তথায় অবস্থিতি করিল, পরিশেষে এক দিবস রাম শ্যামকে বলিল যে "আমার বোধ হয় দুঃখিনী এখানে নাই, তাহা না হইলে কোন সুযোগে তাহাকে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম, যাহা হউক একবার তাহার সাক্ষাৎ পাইলে আমি যে তাহার কেমন বন্ধু তাহা তাহাকে দেখাইতাম।"

শ্যাম "কি ?" তুমি তার "বন্ধু" না "শত্রু" বলিতে ভূলে "বন্ধু" বলিলে! অমন্ বজ্জাত ত আর নাই, দেখ আমরা ত তাহার মন্দ চেষ্টা কখন করি নাই তবে সে কেন এরূপে পলাইল ? যে তাহাকে এতকাল প্রতিপালন করিল তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোথায় গেল তাহার ঠিকানা নাই ?

রাম "ভাই তুমি এখন বালক তাহার মনের কথা কি জানিবে দুঃখিনী অতি সুমতী, আমি তাহার চরিত্র কিছু কিছু জানিতাম তাহার দুষ্কর্ম্মে মতি ছিল না, কেবল আমাদিগের খুড়ি ইদানীং সর্ব্বদা তাহাকে পর পুরুষে রত করিবার জন্য তাড়না করিতেন, আমরা যদি তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে সে কখনই আমাদিগের অবাধ্য হইত না, বরং সে এমনও বলিয়াছিল যে কোন অন্য প্রকার কায়িক পরিশ্রম করিয়াও আমাদিগের উপকার করিবে, কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মের হানি হয়, তাহা করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, অতএব আমি যদি কোনমতে একবার দুঃখিনীকে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে বিভীষণ যেমন ধার্ম্মিক রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া আপন মহোদয় রাবণের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, বোধ করি আমিও সেইরূপ করিতাম। এক্ষণে আর উপায় নাই কিন্তু প্রাণপণে এখন তাহার অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইব না"।

এতদবসানে শ্যাম কহিল "তবে তুমি কি এখন ঘরে যাইবে না ?" রাম উত্তর করিল "না আমি দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, আর দুঃখিনীর অনুসন্ধান করিব, প্রাণান্তেও আর তোমাদিগের দুষ্কর্ম্মের সঙ্গী হইব না।"

তদনন্তর শ্যাম অনন্যবক্তা হইয়া স্বদেশে গমন করিল, রাম কিরূপে দুঃখিনীর অনুসন্ধান পাইবে ইহাই চিন্তা করিতে করিতে ভ্রাতৃ সঙ্গ পরিত্যাগ করিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রঙ্গ রস।

এখানে দুঃখিনী অন্ধের যষ্টি ধারণ করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করত ভিক্ষায় কিয়দ্দিন যাপন করণান্তর একটী নগরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজবর্ত্মের অনতিদূরবর্ত্তী এক আম্র বৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন, অন্ধ বাহু প্রসারণ দ্বারা "হে ভগবন্! ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ যন্ত্রণায় জীবন ওষ্ঠাগত।" "হে মহাত্মাগণ! কৃপা বিতরণে এই দীনহীন অভুক্ত অন্ধকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় কর।" ইত্যাকার রব করিতে লাগিল, তৎপথবর্ত্তী গতাগতজন সমূহের মধ্যে যে মহাত্মাগণ অন্ধের কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইলেন, তাঁহারা অন্ধকে মধুর সম্ভাষণ সহকারে আপনাপন সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর কতিপয় যুবকগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সহসা সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অসুলভ মাধুর্য্যশালিনী

দুঃখিনীকে নয়নপথের পথবর্ত্তিনী করিয়া সকলেই সচকিত ও স্তব্ধ প্রায় হইয়া—পরে এক এক জন এক প্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, যথা—“ভাই হে! ভিখারী দেখ” কেহ বলে বা বেড়ে মুখ খানি! ভাই! বেটী সাধ করে ভিখারী হয়েছে;”

অন্য “তাই না কোন্, ও যদি আমাদের ভিক্ষা দেয়, তাহা হইলে আমরা বাপের সঙ্গে বর্ত্তে যাই।” “অপর চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।”

গীত।

আড়খেমটা

“কে হে! বসে বকুল তলায়, দুকুল মজে তোমায় হেরে!”

অন্য ব্যক্তি, “বেস্ বেস্! আম্র তলায় বস্লে ভাল হয় না?”

পঞ্চম ব্যক্তি “ভিখারি দিদি একটু আগুণ দিবি গা?”

ষষ্ঠ পঞ্চমের প্রতি “তুমি ত বড় নির্লজ্জ হে? মনাগুণ শতগুণে জ্বলে উঠ্লো আবার আগুণ চাচ্চো? বরঞ্চ তাকে শীতল করবার চেষ্টা কর।”

পঞ্চম ব্যক্তি ষষ্ঠকে “তুমি ভাই বড় বোকা, এ ত আমার আগুণ চাওয়া নয় বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা” এইরূপ নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে দুঃখিনী রোদনোন্মুখী হইয়া কহিতে লাগিলেন। “আপনারা আমাকে ক্ষমা করুণ, আমি অতি কাতরা হইয়া আপনাদের গ্রামে আসিয়াছি, যদি আমার চলৎশক্তি থাকিত তাহা হইলে এই মূহুর্ত্তেই আমি অপর স্থানে প্রস্থান করিতাম, আমি মৃতবৎ হইয়াছি, হে মহাশয়গণ!

মড়ার উপর আর কেন খাঁড়ার ঘা” দেন? আপনারা অতি মহৎসন্তান দেখিতেছি এবং গ্রামটী বহু ভদ্র ও বর্দ্ধিষ্ট লোকে পরিপূর্ণ দেখিয়া হটাৎ শ্রান্তি দূর করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এস্থানে অবস্থিতি করিয়াছি যদি তাহাতে প্রতিবাদী হয়েন তবে আমাদিগের আর উপায় নাই।” এই কথা শুনিয়া যুবকগণের মধ্যে একজন সমধিক উল্লাসের সহিত একটি গান আরম্ভ করিল যথা,

“আর মেরনা ঘুরায়ে নয়নবান।
আমি অস্থির হয়েছি প্রাণ॥”

গানের পর “বেটিকে খেতে বল্লে মারতে এসে বেটির রস কস মাত্র নাই তা থাক্‌লে আর এমন দশাই বা কেন হবে?” অপর “ওরে সকলই আছে, তোরা এত ব্যস্ত হতেছিস্ কেন? তোরা দুটো মিষ্টি কথা বল ও বেটির খাওয়া হয়েছে কি না সন্ধান নে তবে না কার্য্য সিদ্ধ হবে” ষষ্ঠ “ভিখারী দিদি! তোমার মুখ খানি শুক্‌নো কেন গা? কিছু খাবার আনিয়ে দিব কি? পঞ্চম দিদি! ভাই আমার বাগানে কাল ফুল তুলতে যাবি, না হয় আজি চল না বেস্ নিরিবিলি আছে, না হয় সেখানেই থাকবে” ষষ্ঠ আমারও বাগান আছেরে ভাই! বাগান থাক্‌লে হয় না পঞ্চম “ভাই হয়েচে, হয়েচে, বল্‌চি যে হয়েচে, যখন চুপ করে আছে তখন হওয়া বটে, চলনা ভাই ভিখারী দিদি! তবে আর দেরি কেন? চলনা আমাদের বাগানে যাই।”

দুঃখিনী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে "ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণের কত প্রকার চরিত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলাম, আপনাদের শরীরে কি দয়ার লেশ নাই? অথবা দয়া ধর্ম্ম থাকিলে আপনারা আমাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়াই বা এবম্প্রকার ব্যঙ্গ করিবেন কেন? এই বলিয়া অধোমুখী হইলেন এবং পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া স্বগত কহিতে লাগিলেন, হে মাত! এক্ষণে তুমি আমাকে স্থান না দিলে আমার আর উপায়ান্তর দেখিতেছি না।" পঞ্চম ও ষষ্ঠ "কি বোল্‌বো যে আমাদের গুরু করণ হয়ে গেছে নচেৎ ধন, আজ তোমার কাছেই আমরা দীক্ষিত হইতাম, বাবা! এত জ্ঞান! বেটী ছেলায় টোলটা হারিয়েছে গো? চল ভাই এপ্রকারে হবে না কাল আবার দেখা যাবে।" এই বলিয়া যুবকগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এমতকালে সন্ধ্যা সমাগত।

প্রখর রবির কর, হইল শীতল কর,
শোভাকর সরোবর যত।
প্রফুল্ল কুমুদ ফুল, কমলে পতঙ্গ কুল,
মধুপানে হইল বিরত॥
ফুটিল রজনী গন্ধ, ছুটিল তাহার গন্ধ,
মন্দ মন্দ সমীরণ সহ।
গোপাল গোপালালয়ে, বান্ধিল গোপাল লয়ে,
চক্রী চক্রে হইল বিরহ॥

সুমেরুর শৃঙ্গোপরে, সাম্য রম্য দীপ্তি ধরে,
একে ভানু একে সুধাকর!
আহা মরি কিবা শোভা, শশী সূর্য্যে করে শোভা,
কিবা সন্ধ্যাকাল মনোহর॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আত্মহত্যা রক্ষা।

রাম তাহার কনিষ্ঠ শ্যামকে পূর্ব্বমত প্রকারে বিদায় দিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিল, এবং প্রভাতে গ্রামের প্রান্তভাগে সুরতরঙ্গিনী তীরস্থ হইয়া দেখিল যে এক যুবতরঙ্গিনী দ্রুত-পদে তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, তখন রাম উদ্দেশ্য লাভ করিল, অর্থাৎ দুঃখিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম বিবেচনা করিয়া অত্যধিক দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, কিন্তু সেই বামলোচনা মনুষ্য সমাগম সন্দর্শনে সমধিক বেগবতী হইয়া উল্লম্ফন দ্বারা ভাগি-রথী গর্ভে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাম নিশ্চয় দুঃখিনীই আত্মঘাতিনী হইল. ইহা স্থির করিয়া সত্বরে তজ্জলাবগাহনে বহু অন্বেষণ করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই তীরে উত্তোলন করিল এবং দেখিল যে দুঃখিনী নহে. কিন্তু সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থা-সম্পন্না সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী একটী

কুলকামিনী, অনন্তর সেই মহিলাকে তদবস্থ দর্শনে বৃত্তান্তাবগতি জন্য সাতিশয় কৌতুকী হইল, তৎকালে তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, অগত্যা ক্ষণকাল অপেক্ষা ও তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে করিতে ললনা ঈষৎ ফুল্লনয়না ও রামকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া লজ্জাবনতা হইলেন। তখন রাম তাঁহার আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসু হইলে তাহার প্রশ্নের কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল এইমাত্র কহিলেন যে "হা হতবিধে! এ অভাগিনীর আয়ু কি এত অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন যে, এতাধিক ব্যাপক কাল জলমগ্নে ও প্রাণান্ত হইল না।"

পরে রামকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "হেঁ গো! তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে এবং পুনরায় আমাকে সমূহ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার নিমিত্তে জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলে," তৎশ্রবণে রাম উত্তর করিল, "আমি তোমাকে আমার ভগিনী দুঃখিনী বিবেচনা করিয়া জল হইতে তুলিয়াছি, তুমি কে? এবং জীবননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? তাহা আমাকে বলিয়া আমার সন্দেহ দূর কর। এবং আমা হইতে সে বিষয়ের যদি কোন উপায় হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে আমাকে আদেশ কর আমি তাহা করিবার চেষ্টা করিব।"

রামের মুখে দুঃখিনী নাম শুনিবামাত্রেই ব্যস্ত হইয়া তিনি "আমার ক্লেশ নিবারণের উপায় বিধাতা না করিলে কেহই করিতে পারিবে না, অতএব তোমাকে পরিচয় দিয়াই বা কি হইবেক, এক্ষণে আমি আমার গৃহে চলিলাম!" এই বলিয়া আপন কণ্ঠস্থিত হার রামকে উপহার প্রদান করিয়া সত্বরে আপনাগারে

প্রতিগমন করিলেন। রাম মনে মনে চিন্তা করিল "ইনি ত আমাকে পরিচয় দিলেন না, ফলতঃ ইনি কে, আমার জানিতে হইবে, এই গ্রামে দিন কয়েক থাকিলে অনায়াসে জানিতে পারিব" অনন্তর নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দাসত্ব ছলনায় রমণ বাবুর বাটীতেই কিছুদিন যাপন করিল, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া থাকিত, এবং সময়ে সময়ে কোথায় গমনাগমন করিত তাহা কেহই জানিতে পারিত না, জিজ্ঞাসা করিলে এই খানেই ছিলাম বলিয়া ক্ষান্ত হইত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুক্তি।

বিশ্বনাথের দল তদবসানে অনন্যগন্তা হইয়া প্রত্যাগমন করিল ও সমস্ত বিপদের সংবাদ আদ্যোপান্ত বিশ্বনাথকে পরিচয় প্রদান করিয়া তাদৃশ দূর ও অনবগত প্রদেশে স্ববৃত্তি সাধনে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করিল।

বিশ্বনাথ তাহাদিগের প্রার্থনা অসঙ্গত নহে, বিবেচনা করিয়া কহিলেক, যে "তোমরা কিছু অন্যায় বলিতেছ না, কিন্তু একবার ধরা পড় পড় হইয়াছিলে বলিয়াই আমাদের ব্যবসায়

পরিত্যাগ করা হইতে পারে না; দেখ ঘোড়ায় চড়্‌তে গেলেই পড়্‌তে হয় বলিয়া কেহ অশ্বারোহণ করে না এমন নহে।

তদুত্তরে একজন শিষ্য কহিতে লাগিল "মশাই যা বলুন আমরাও চিরকাল এই বৃত্তি করে থাকি বটে, কিন্তু আগে সন্ধান না পেলে কোথাও যাই না, ঘোড়া থেকে পড়্‌লে আবার চড়া যায় বটে, কিন্তু দেখে শুনে কে কোথায় জ্বলন্ত আগুনে হাত দিয়ে থাকে? দেখুন দেখি চারদিগে হাতিতে ঘের্‌লে, বাবা! সে সময় পরাণটার ভেতর যে কি হল তা কি বল্‌ব? বাপ্‌রে! ভাগ্‌গি কাত্তিকে আর গোপ্‌লা ছেল, তাই রক্ষে; কিন্তু ওরা মশাই ধন্নি লাঠি ধর্ত্তে শিখেছিল? বলিহারি যাই যে হাতিটা এক ঘা লাঠি খেয়েছে সেটা ওমনি কোঁক্ করে একটা শব্দ করে পলেয়েছে, আমরা কিন্তু আর অমন করে পার্‌বো না?"

বিশ্বনাথ "সকলি সত্য বটে, কিন্তু উপায় আর বুদ্ধি চাই, আমি একটা যুক্তি বলিয়া দিতেছি, তোমরা তাল গাছ কাটা দুই চার জন পাসীর সঙ্গে ভাব কর তাহারা স্থানে স্থানে নদীর কাছে বড় বড় গ্রামে গিয়া বাস ও সন্ধান করুক তাল গাছে উঠিলে অনেক সন্ধান জানিতে পারিবে, তোমরা আগে তাহাদের কাছে সন্ধান পেলে তবে ডাকাতি করিবে, কেমন?"

শিষ্য "হাঁ তা হলে হয়," তখন সকলেই "বা গোঁশাই আমাদের বুদ্ধির সাগর, দেখ দেখি কেমন একটা যোগাড় বলে দিলে, এমন না হলেই বা বড় বল্‌বে কেন, এখন চল আমরা পাসীদের সঙ্গে ভাব সাব করে যাতে কায হয়, তাহা করিগে, আমাদের মনে কথাটা বড় লেগেছে," ইহা বলিয়া সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল, কতিপয় দিবসের মধ্যে অভিপ্রেত সাধনের

নিমিত্ত স্থানে স্থানে পাসীদিগকে চর স্বরূপে বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করিল ও অচিরাৎ আপনারাও নৌকা-যোগে যাত্রা করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সুসংবাদ।

দুঃখিনী অন্ধের সহিত দিবসে নগর মধ্যে ভিক্ষা করিয়া রাত্রে সেই কুটীরে যথালব্ধ ভোজ্য দ্রব্য পাকাদি করিয়া প্রথমে অন্ধকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইতেন, পরিশেষে স্বয়ং আহার করিতেন, এই রূপে তথায় কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতেছিলেন।

আহা! ধর্ম্মাংশে যে কত বিঘ্ন সম্ভব, তাহা প্রায় আপামর সাধারণ লোকের অবগতি আছে, বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রী অসহায়িনী হইলে তাহার স্বধর্ম্ম রক্ষণে সহায়তা করা দূরে থাকুক, বরং তরুণীর তরুণ সম্পত্তি লব্ধ লোলুপ প্রকৃতিস্থ হইয়া অধিকাংশ লোকেই তাহার বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে যে নব্য সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাঁহারা দুঃখিনীকে যথোচিত প্রবোধ প্রদান ও প্রলোভ প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু দুঃখিনী কোন মতেই তাঁহাদিগের মতাবলম্বিনী হইলেন না, তখন দুঃখিনীর প্রতিজ্ঞা সহসা ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া, কৃষ্ণকিশোর নামক একজন অপর সমুদায়ের অজ্ঞাতে স্বয়ং কোন বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য

আবশ্যক মনে করিয়া আপন নগরবাসীগণের মধ্যে পুলিনবাবু কর্ত্তৃক অভীষ্ট সিদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে এইরূপ স্থিরতায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

পুলিনবাবু ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, স্বভাবত লম্পট ছিলেন বটে, কিন্তু সদ্বক্তা ছিলেন, এবং দেব ভক্তি, তথা অতিথি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির প্রতিও বিলক্ষণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, ধনে ধনেশ তুল্য ছিলেন। তাঁহার বিলাস ভবন ইন্দ্রভবনের ন্যায় অট্টালিকা, বাটীর সম্মুখে সুচারু জলাশয়; সেই মনোহর সরোবরের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত বিবিধ কুসুম মণ্ডিত সুরভি কুসুমোদ্যান; আমরা নন্দন কানন দেখি নাই, বোধ করি এই উপবনের উপমা তাহা ভিন্ন বনান্তরে সম্ভব নহে।

এই সময় তিনি প্রাভাতিক শীতল সমীরণ সেবনের নিমিত্ত সরসী কুলে তীর্থ শিলাতলে উপবিষ্ট, হঠাৎ কৃষ্ণকিশোরের আগমন দেখিয়া কহিলেন, "কি হে কৃষ্ণকিশোর যে; বহুদিনের পর, তবে সম্বাদটা কি বল দেখি?" কৃষ্ণ। 'মহাশয়! সম্বাদ ভাল, মহাশয় ভাল আছেন ত?"

পুলিন। "হাঁ আমি ভাল আছি। তুমি ভাল আছ?"

কৃষ্ণ। "আজ্ঞা হ্যাঁ যেমন আপনার অনুগ্রহ।"

পুলিন। "তবে কৃষ্ণবাবু! দেশের আজ কাল ভাব গতিক কেমন? নূতন খবর টবর কিছু নাই কি?"

কৃষ্ণ। "দেশের গতিক সব ভাল, নূতন খবর বড় নাই, সব ভালই আছে।"

পুলিন। "ভাল আছে? সে কি! মড়ুই পটেচে না কি? কোন পাড়ায়?"

কৃষ্ণ। "বড় পাড়ায় নয় মহাশয়, বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় সকলকেই কেবল দৃষ্টি আগুণে পোড়ায়, আমাদের বা দেশ ছাড়ায়, শেষে আপনাদের বা তাড়ায়।"

পুলিন। ঈষদ হাস্য করিয়া "তাই ত কৃষ্ণবাবুর যে কথায় কথায় ছড়া!"

কৃষ্ণ। "ছড়া কি মহাশয়, যার কথা বল্‌চি সেখানে কত ছড়া, ছড়াছড়ি যাচ্চে।"

পুলিন। "কি হে কৃষ্ণবাবু! ব্যাপারটা কি? ফিহাত ছেঁদো কথা যে? আবার একটা উদ্দেশও আছে ভেঙে চুরে বল না?"

কৃষ্ণ। "বল্‌বো কি মহাশয়, খুদকুড়ির ভিতর খাসা চাউল, দেখ্‌তে যদি চান, চেষ্টা করে দেখুন, শেষে পান আর না পান, গোবরে পদ্ম, শুনেচেন? তাই।"

পুলিন। "আঃ আবার তাই! আরে ভাই ভাল করেই বল না? ভয় কি?"

কৃষ্ণ। "তবে শুনুন একটা বুড়োর সঙ্গে একটা যে কাণ্ড এসেচে, সে প্রকাণ্ড কাণ্ড, তারে দেখ্‌লেই অনেকেই লণ্ড ভণ্ড হয়, কিন্তু বড় পাষণ্ড আমরা সকলে দণ্ডবৎ করে চলে এসেছি আপনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যদি কিছু কর্‌তে পারেন, তবেই ত হয়।"

পুলিন। "সে কি বড় মোটা?"

কৃষ্ণ। "না মহাশয় ওটা যেমন বোঝেন তেমনিই বুঝলেন, ফলে তার খোঁটা নাই।"

পুলিন। "সে ভাই পাস কথা রাখ, এখন কথাটা কি

বল সত্য কি? না মন বুঝে দেখ্‌ছ? ওহে চিরকাল কি সমান যায়? এখন আর তেমন ছিপ্‌লে যো নাই।" "ওরে তমাক দে যা"

কৃষ্ণ। "আ বাঁচলাম, তবে এখন আসি, আপনি যে এত প্রবীণ হয়েছেন, শুনে বড় সন্তোষ হলেম। তবে কি, কোন একটা নূতন কথা হলে আমরা আপনাকে না বলে বাঁচিনে।"

পুলিন। "আরে তাইত বল্‌চি, খুলে বল; মনের ধন্ধ ঘুচুক,—আমারও ধুক ধুকুনি যাক্‌। তোমারও কথার সার্থক হোক।"

কৃষ্ণ। "বল্‌বো কি, বল্লে এখনিই ক্ষেপে উঠ্‌বেন, কিন্তু কিছু কর্‌তে যে পারেন, এমতও বোধ হয় না।"

পুলিন। "কেন বল দেখি? তিনি কি দেবকন্যা? ভাল তুমি বলই না, আর দোকান্দারিতে কায কি? পারা না পারা বুঝে লব।"

কৃষ্ণ। "তবে বলি মহাশয়, একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক গ্রামের প্রান্তভাগে কুটীরে কয়েক দিবস আছে, তাহার যে একটী কন্যা সঙ্গে আছে তাহার কথা আর কি বলিব।

কিশোরের শেষাবস্থা অঙ্কুর-যৌবনী।
না হেরি নয়নে তার সম সুবদনী॥
বর্ণিতে সুবর্ণ তার বর্ণ হারি মানে।
তাহে শোভা মনোলোভা বিবিধ বিধানে॥
আরক্তিম ওষ্ঠাধর নহে অতি স্থূল।
অপাঙ্গ ভঙ্গিতে হানে যুবগণে শূল॥

উরজ নিতম্ব তাতে কিবা মনোহর।
মেলে না তুলনা খুঁজে মেদিনী ভিতর॥
একবার নয়নে দেখিলে সেই মুখ!
কেহ নাহি পারে হতে তাহাতে বিমুখ॥
শীর্ণদেহ ঢাকা জীর্ণ মলিন বসনে।
মেঘে ঢাকা রাখা শশী জ্ঞান হয় মনে।

কিন্তু মহাশয় বেটী এমনি ঠেঁটা যে, কোন মতেই রাধা-কৃষ্ণ বল্‌তে চায় না।"

পুলিন। "আরে সে কি! এ কথা কি সত্য? না আমাকে খ্যাপাচ্চ?"

কৃষ্ণ। "মহাশয়! আমি কি মিথ্যা কথা বলিতে আপনার নিকট আসিয়াছি?"

পুলিন। "তবে কোথা থাকে বল্লে?"

কৃষ্ণ। "ঐ বড় রাস্তার ধারে সেই আমতলার কুটীরে।"

পুলিন। "কি বল্লে? ভিক্ষা করে বেড়ায়, তবে তুমি যত বল্লে, তত হবে না বোধ হয়।"

কৃষ্ণ। "আমার বলা আপনার শুনে কায কি, একবার গিয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিতেই কতক্ষণ লাগে?"

পুলিন। "আমি তা বলি না, তোমার কথায় কি বিশ্বাস নাই? তা তাকে লয়ে এলেই ত হয়?"

কৃষ্ণ। "তার আসা দূরে থাকুক, আমরা সেখানে বাসা করে আশা পাই না।"

পুলিন। "আর্ পোড়াও কেন ভাই? যে ভিক্ষা করে খায়,

তার গুমর কি? একের জায়গায় দুটাকা দিলে বাবা বল্‌বে আর আস্‌বে।"

কৃষ্ণ। "মহাশয়! সেখানে সে যো নাই, তেল দি, সিঁদুর দি, ভবি ভোলবার নয়, আমরা তারে দেখে পর্য্যন্ত সেই আম বাগানে রাত দিন থেকে কত চেষ্টা করেছি, তার কি সীমা আছে, টাকা মুটো মুটো দিতে গিয়াছি, কিছুতেই বাগ মানে না, কথাও প্রায় কয় না, কেবল এক একবার এই মাত্র বলে যে, আপনারা অতি ভদ্রলোক, অতএব আমার প্রতি অত্যাচার করাতে আপনাদিগের কিছুই পৌরুষ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন যে নিমিত্ত উৎসাহী হইতেছেন, সে পক্ষে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ করিব না।"

পুলিন। "বটে! তবে বেটীকে দেখ্‌চি ভেঁড়ো কলে ফেল্‌তে হলো।"

কৃষ্ণ। "মহাশয়! ভেঁড়ো কলটা কি বলিলেন, বুঝলেম না যে?"

পুলিন। হাস্য করিয়া "সেকি হে ভেঁড়ো কল জান না? এ যে পুরাতন কথা সকলেই জানে।"

কৃষ্ণ। "তা বল্লে কি হয় মহাশয়! সকলেই কি সকল কথা জান্তে পারে?"

পুলিন। "বটে? তব শুন।"

ষোড়শ অধ্যায়।

ভেঁড়ো কল।

"পূর্ব্বকালে একজন নাপিত কার্য্যান্তর ব্যপদেশে এক নিবিড় বনরাজি মধ্যে এক অনতি পরিসর বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া একাকী গমন করিতেছিল, তথায় বৃহদাকার এক উপদেবতা ঐ নরসুন্দরের সম্মুখীন হইয়া উহাকে ভয় প্রদর্শন করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নাপিত অতি ধূর্ত্তজাতি, তাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপারে হতাশ না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও আমোদিত হইয়া ভূতের সম্মুখে হস্ত উত্তোলন করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভূত কহিল, "ওরে পাগল তোর এত আমোদ কি নিমিত্ত হইল, অথবা মরবার সময় গঙ্গার দিকেই কি পা করিলি?" নাপিত হাস্য করিয়া উত্তর করিল "হাঁরে! তাহাই বটে, মরবার সময় তোর না আমার?" ভূত বলিল "আমি ত এখনিই তোরে বধ করিব।"

নাপিত। "তুই আমাকে বধ করিবি, কি আমি তোরে প্রায় বধ করিয়াছি।" বলিয়া সহসা আপন কক্ষ হইতে ভগ্নাদর্শ বহিষ্কৃত ও ভূতের প্রত্যক্ষে স্থাপন করিয়া কহিতে লাগিল, রাজমাতার ভূতচতুর্দ্দশীর ব্রত উপস্থিত, অচিরাৎ চারিটী ভূত বলিদান করিতে হইবে, আমি রাজ আজ্ঞায় ভূত ধরা এই ভেঁড়ো কল লইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণে তিনটী ভূত ধরিয়াছি, তোমাকে ধরিয়াই সম্যক রূপে কৃতকার্য্য হইলাম, আর যাও

কোথায় ? তোমাকে যখন ভেঁড়ো কলে প্রবেশ করাইয়াছি, তখন তোমার আর অব্যাহতি নাই।" নাপিত যে দর্পণ খানি ভূতকে দেখাইল, সে খানি চারি খণ্ডে ভগ্ন ছিল, দর্পণে স্বভাবতঃ খণ্ড বিশেষে প্রতিমূর্ত্তি পৃথক পৃথক প্রতিফলিত হয়, ভূত সেই দর্পণ মধ্যে প্রত্যেক খণ্ডে এক একটি স্বীয় অবয়বের সাদৃশ চতুষ্টয় দর্শনে ভীত ও প্রাণভয়ে ব্যাকুলিত, সেই ধূর্ত্ত নাপিতের পদাবলুণ্ঠিত হইয়া বিনীত বচনে অব্যাহতি প্রার্থনা করিল।

নাপিত ভূতকে বলিল, "তুমি যদি প্রতি রাত্রে এক এক গোলা ধান্য আমাকে আনিয়া দেওয়া স্বীকার কর, তবে আমি এখনও তোমার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতে পারি।" ভূত "যে আজ্ঞা, আমি ইহাই স্বীকার করিলাম।" এই বলিয়া নাপিতকে বহুল স্তুতিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইল ও প্রতিজ্ঞানুসারে প্রত্যেক রাত্রিযোগে নাপিতের বাটীতে ধান্য প্রদান করিতে বিমুখ হইত না।

একদা প্রতিজ্ঞামত ধান্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া এক নিভৃত স্থানে করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া দুস্তর চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমত সময়ে আর একটা ভূত তথায় আসিয়া তাহার চিত্ত-বৈকল্যের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে আপন অবস্থার আদ্যোপান্ত তাহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত কহিল, "ভাই রে ! আমি এইবার বুঝি মলাম।"

তদনন্তর দ্বিতীয় ভূত কহিল, "কি আশ্চর্য্য ! নর আমাদিগের বধ্য জাতি, তাহার চাতুর্য্যে আবদ্ধ হইয়া তুমি এত কষ্ট ভোগ করিতেছ ? তুমি ক্ষান্ত হও, আমি এখনই তোমাকে নিষ্কণ্টক করিব, আমাকে তাহার আবাসের পথ দেখাইয়া

দেও ?” তৎপরে নাপিতের বাটির নিকট আসিয়া গৃহ প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এখানে তৎপূর্ব্ব রজনীতে একটা বিড়ালে নাপিতের পাকশালা হইতে মৎস্যাদি খাইয়া যাওয়ায় নাপিত আপন বাটীর সমুদায় প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া কেবল একটী সামান্য ছিদ্র মাত্র ও তাহাতে এক অমোঘ ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া সতর্কতা পূর্ব্বক সেই বিড়ালকে ধরিবার অপেক্ষা করিতেছিল, এমত সময় “বাঁবাঁরেঁ ! আঁমার ঘাঁট হঁয়েঁচেঁ, আঁমি আঁর তোঁমার মন্দ চেঁষ্টা কঁরিব নাঁ, আঁমার প্রাঁণ দাঁন কঁর।” এই শব্দ শুনিবামাত্র নাপিত তন্নিকটস্থ হইয়া দেখিল যে, একটা বৃহদাকার বিড়াল সেই ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া তাদৃশ স্বরে অনুনয় করিতেছে, তখন কৌতুহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভূত তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করণান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে নাপিত পূর্ব্বমত প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণে রজত-মুদ্রা তাহাকে প্রদান করা স্বীকার করাইয়া লইয়া অব্যাহতি প্রদান করিল, অতএব,—

“উপায়ে ন হি যচ্ছক্যং নতচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।”

উপায়ের দ্বারা যাহা হইতে পারে, পরাক্রমে তাহা হয় না। ভাই কৃষ্ণ ! তুমি একবার দেখাইয়া দেও, পরে দেখিতে পাবে, বলে, ছলে কলে কৌশলে, যাতে হউক একটা স্ত্রীলোককে হস্তগত করা কি কঠিন কথা ভাই।”

কৃষ্ণ আর কোন কথার বাদানুবাদ না করিয়া পুলিন বাবুর নিয়োজিত লোক সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

গুপ্তকথা প্রকাশ।

রমণ বাবুর স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী একদা রামকে দেখিয়া আপন স্বামিকে বলিলেন যে, "এ ভৃত্যটীকে কোথায় পাইলেন।" রাম তাঁহার নিকট কোন পরিচয় না দিয়া সহসা দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, ইহাই কহিয়া জিজ্ঞাসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনঙ্গমোহিনী প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন, "ইহাকে আপনি সামান্য ভৃত্য জ্ঞান করিবেন না।" ইনি আমার এক দিনের প্রাণদাতা, "এই বলিতে বলিতে বাষ্পাকুলিতা হইলেন, তথন রমণ বাবু সমধিক কৌতূহল-চিত্তে "কি কি ? কি বলিলে ? তোমার প্রাণদাতা, এ কেমন কথা ? এ কথা বলিবার কারণ শীঘ্র বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।" অনঙ্গমোহিনী স্বামীর অনুরোধে অবজ্ঞা করা অকর্ত্তব্য জানিয়া দুঃখিনীর পলায়নের পর রমণ বাবু কর্ত্তৃক তাড়িত হওয়া অভিমানে যেরূপে ভাগীরথী গর্ভে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাম হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, "দুখিনীর যাওয়াতে আমি বিশেষ মনঃপীড়া পাইয়াছি, যাহা হউক সে সকল কথায় আর কাজ নাই।" রমন বাবু এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণে রাম যে তাঁহার পরমোপকারী ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে যথোচিত স্নেহ করিতেন। ফলতঃ রাম গৃহকর্ম্ম যত করুক

বা না করুক, সর্ব্বদা রমণ বাবু ও তাঁহার পারিষদ্‌গণের পরিহাস-পাত্র হইয়া পড়িল। রামকে নির্ব্বুদ্ধির মত দেখিয়া রমণ বাবু এবং তাহার পারিষদ্‌গণ সকলে রহস্য-ছলে তাহাকে বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদা নিদাঘ মধ্যাহ্ন সময়ে রমণ বাবু নিরতিশয় স্বেদসিক্ত, তথা প্রভাকরের উত্তপ্ত কিরণে তাপিত হইয়া রামকে বলিলেন, "বাবাজী ভৃত্যগণ কেহই উপস্থিত নাই, একবার যদি পাখাটা টানিতে পার, তবে আমায়ে বাঁচাও।"

রাম। "তা পারিব না কেন মহাশয়? শোর-পেটে খাব, কায কোরব না" এই বলিয়া সেই গৃহের পশ্চাতে গমন করিল এবং পাখার রজ্জু ধারণ করিয়া প্রাণপণে ক্ষণকাল টানিয়া রহিল, তখন রমণ বাবু দুঃসহ গ্রীষ্মতাপ সহনাক্ষম হইয়া "কৈ বাবাজী তুমি কি করিতেছ?" এই বলিবা মাত্র রাম উত্তর করিল "কেন মহাশয়? এই যে পাখাইত টানিতেছি যতদূর শক্তি ছিল টানিয়া রহিয়াছি, আরত টানা যায় না" রমণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টে দেখিলেন যে রাম পাখার রজ্জু এরূপ আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে যে তাহার উপরের বন্ধন শ্লথ হইয়া অচিরাৎ নিম্নে পতিত হইবার সম্ভাবনা; ব্যস্ততার সহিত "আরে পাগোল আর তোমার পাখা টানার প্রয়োজন নাই ক্ষান্ত হও" বলিতে রাম "যে আজ্ঞা মহাশয়! আর টানার কায নাই? এই ছাড়িলাম বলিয়া রমণ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, রমণ বাবু "পাখা কি অমন করে টানে, একবার একটু টেনে আবার লোল দিতে হয়, তবে পাখার দোলা লাগে পাখা দুলিলে বাতাস হয়, সুধু টানিলেই কি বাতাস হয় হে বাপু রাম!"

ও মহাশয়! এর ভিতর এত গোল আমি গোলমালে নাই, ও সব কারসাজির কায, আমা হতে ত হতে পারে না, আর যা বলেন করা যাবে" রমণবাবু পুনরায় বলিলেন "বাবাজী! পাখাটানা যা হবার তাতো হয়েছে, এখন আর একটা কায বলি পার কি?" রাম "বলুন না মহাশয়! বল্লে না পারি কি?" রমণ "তবে ফুল-বাগানটা পরিষ্কার করে রাখগে দেখি, সন্ধ্যার সময়ে বসা যাবে" রাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ কুদ্দালী হস্তে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় যে কিছু বৃক্ষাদি ছিল সমুদায় সমূলোৎপাটন ও তাবৎ ক্ষেত্রে গোময় লেপন করিয়া রমণ বাবুর নিকটস্থ হইয়া বলিল "মহাশয় বাগান পরিষ্কার করিয়া এলাম।"

রমণবাবু। গাছ কাটা পড়ে নাই ত?

রাম। বেস মহাশয়! গাছ কাটা না হলে পরিষ্কার কি হবে?

রমণবাবু। কি গাছ কাটিলি?

রাম। কেন সব।

রমণ। সেকিরে ব্যাটা চল দেখি দেখিগে?

তদনন্তর রমণবাবু অবিলম্বে সেই পুষ্পোদ্যানের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় কখন কোন অঙ্কুর ছিল এমত বোধ হয় না, তখন বিস্ময়াবিষ্ট ও ক্রোধান্বিত হইয়া রামকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

রমণ। ওরে পাষণ্ড! বল্ দেখি তুই কোন প্রাণে আমার সেই মনোরম পুষ্পোদ্যানের ঈদৃশ অবস্থা করিলি? আহা! সেই সকল পুষ্পিত বৃক্ষ উৎপাটন করিতে কি তোর মনে কিছুমাত্র স্নেহসঞ্চার হয় নাই?

রাম। মহাশয় কি রাগ করিলেন? আপনিই আমাকে পরিষ্কার করিতে বলেছিলেন তাই করেছি।

রমণ। হাঁরে নির্ব্বোধ! আমি কি তোকে আমার সেই অসাধারণ যত্ন, শ্রম ও ব্যয়সিদ্ধ উত্তমোত্তম ফল ফুল ও মুকুল শোভিত বৃক্ষ সকল সমূলে বিনাশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বলিয়াছিলাম?

রাম। তা আপনি কি রাগ কল্লেন? আপনি যা আজ্ঞা করেছেন তাই করিছি, এমন হবে জানলে কর্‌তাম না তা কি রাগ কল্লেন?

রমণ। তোর মাথা কল্লেন, বোকা ব্যাটা, আমাকে ধনে-প্রাণে উচ্ছন্ন পাঠায়ে এখন বারম্বার কেবল রাগ কল্লেন রাগ কল্লেন আ-মর ব্যাটা! আবার কথা কয়, তোর কাছে আমি উপকারে বাধ্য না থাকিলে এখনিই ফুল বাগানে সঙ্গি করিতাম, আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বাপু! তোমার আর কোন কর্ম্ম করা আবশ্যক নাই বসে আশীর্ব্বাদ কর আর গেল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ক্লেশ।

চন্দ্রমা কলান্তর অভিগত তিমিরাবগুণ্ঠনবতী বিয়োগ তাপিনী যামিনী যেন তরুপল্লবচ্যুত নিহার নিপতন ছলে

বাষ্প নিক্ষেপণ করিতেছিলেন, ঝিল্লিরব তাঁহার রোদন স্বনরূপ প্রতীয়মান হওয়াতে চরাচর যেন তন্নিস্বন শ্রবণে খিদ্যমান হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিল কেবল তারকারাজী যদিও সহচর বিরহ তাপে উত্তপ্ত ছিল বটে, তথাপি স্বীয় স্বীয় চাক-চিক্য প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার প্রবোধ সাধনে ক্ষান্ত হয় নাই, তখন ত্রিয়ামা অর্দ্ধাবশিষ্টা সেই জনশূন্য আম্রোদ্যানের মধ্যে পর্ণ কুটীরের এক পার্শ্বে দুঃখিনী দ্বিতীয় পার্শ্বে অন্ধ শয়নে ছিলেন দিবসে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি যাহা সঞ্চিত ছিল তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রাণধারণোপযুক্ত ভোজন করিয়া শয়ন করাতে উভয়েই এককালে ঘোরতর নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্বৃত্তদিগের অভিসন্ধির অগ্রসূচনা কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই. একবারে দ্রুতগতি মনুষ্যের পদ সঞ্চার যোগ্য শব্দের সহিত "বা—ধ" শব্দ অন্ধের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অন্ধ চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান এবং হস্তাঘর্ষণ দ্বারা কুটীরের চতুর্দ্দিক অন্বেষণে দুঃখিনী তথায় নাই ইহাই বিবেচনা করিলেন এবং উপায়ান্তর শূন্য দেখিয়া রোদন স্বরে "মা দুঃখিনী তুমি কোথায় গেছ? আমি কি আজ অবধি তোমার সেই নির্ম্মল অচলা ভক্তি হইতে এক কালেই নৈরাশ হইলাম? মা তুমি যে অতি শুদ্ধমতি তোমার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কি আজ অবধিই শেষ হইল! মা! আমি অন্ধ বটে কিন্তু তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার চক্ষু হীনতার আক্ষেপ ছিল না; দুঃখিনি! তোমার যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে যাই-বার সময়ে একবার বলিলে না কেন? অথবা দুঃখিনীকেই ভৎ-সনা করি কেন? আমি যে শব্দ শুনিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট বোধ

হইতেছে যে তাঁহাকে কোন অসদ্বৃত্ত লোকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, আহা! দুর্বৃত্তগণ তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি শক্তি প্রতি-রোধ না করিলে তিনি আর্ত্তনাদ করিতেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ যে "বা—ধ" শব্দ শুনিয়াছি ইহার অর্থ "বাবা ধরে নিয়ে যায়" ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না, হা ভগবন্! তোমার মনে কি এই ছিল? হে হৃদয়! এখনও তুমি বিদীর্ণ হও নাই? হাঁরে পাষণ্ড মন! এখনও তুমি জীবনাশা করিতেছ," এই রূপে নানাপ্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এদিকে কৃষ্ণকিশোর পুলিনবাবুর আদেশ মতে তাঁহার প্রেরিত অনুচরগণের সহায়তায় সেই কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃখিনীকে আক্রমণ করিবামাত্র দুঃখিনী নিদ্রাভঙ্গে ভীতা হইয়া আর্ত্তস্বরে অন্ধপিতার সাহায্য প্রার্থনা করিতে উদ্যতা হইতেই আপন উত্তরীয় বস্ত্রে তাহার মুখ আচ্ছাদন দ্বারা নীরব ও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুচরগণের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত স্থলে লইয়া গেল।

দুঃখিনী অতি ক্ষীণা, যখন কৃষ্ণকিশোর তাঁহার মুখে বস্ত্রা-চ্ছাদন করিয়াছিল তখন শ্বাস রোধ হইয়া একপ্রকার শূন্য চেতনার প্রায় হইয়াছিলেন সুতরাং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই এবং কে কোন পথে কোথায় তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল কিছুই তাঁহার বোধ ছিল না পরিশেষে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, এক সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে উত্তম শয্যায় শয়নে আছেন গৃহটী সুসজ্জীভূত এবং সেই শয্যায় এক পার্শ্বে এক-জন অদৃষ্ট পূর্ব্ব যুবা পুরুষ, দ্বিতীয় পার্শ্বে কৃষ্ণকিশোর উপ-বেশন করিয়া অনবরত তাহার আপাদ মস্তকে তালবৃন্ত ব্যজন

করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে আবরণ মাত্র নাই. কেবল পরিধীত ছিন্ন-বসনে কটিদেশের অধোভাগ হইতে জানু পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্মাত্র আচ্ছাদিত আছে তখন তিনি অতি মাত্র ব্যস্ততার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে গাত্রাবরণ সম্পন্না ও অবগুণ্ঠনবতী হইলেন এবং অধোবদনে মনে মনে সেই অদ্ভুত ব্যাপারের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

পুলিনবাবু দুঃখিনীকে তদবস্থ নিরীক্ষণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "চন্দ্রাননি! তোমার এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এখানে এমন কেই বা আছে যে তাহার কাছে তোমার লজ্জা প্রকাশ করা আবশ্যক, বরং গাত্র হইতে বস্ত্র উন্মোচন কর তুমিও অচিরাৎ গতক্লম হইবে, আমরাও তোমার মনোহারিণী কান্তি দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করি, সুন্দরি! তোমার সুকোমল অঙ্গলতিকায় যথাযথ বিন্যস্ত স্বাভাবিক অলঙ্কার দর্শন করিলে কোন্ পুরুষের মনে মনোভবের তাড়নানুগত যাতনানুভব না হইবেক, হে সুলোচনে! একবার সু-লোচনে এ অনঙ্গতাপিতের অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে চরিতার্থ কর? হে সরলে! তোমার সর্ব্বাঙ্গিণ সরলতাকে হৃদয়ের অমূলক কঠিনতাতে কলঙ্কিত করিতেছ কেন? হে রূপবতি! যদি এরূপ নিরূপম রূপলাবণ্য সম্পন্না হইয়া দর্শনাভিলাষিতের নয়নের তৃপ্তি দায়িনী না হইলে তবে তোমার সৌন্দর্য্যের ফল কি হইল? হে বদান্যে! তোমার যৌবন জলদনির্গলিত প্রেমবারি-বিন্দু প্রদান করিয়া এ সতৃষ্ণ চাতকের প্রাণ রক্ষা কর? হে নবযৌবনে! তুমি অচির স্থায়ী যৌবন ধনে ধনী হইয়া কৃপণতাধীন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করি-

তেছ কেন? পাত্র বিশেষে বিতরণ করিলে অতুলাধিপত্যের অধিকারিণী হইতে পার! অধিক কি তুমি যদি সরলান্তঃকরণে আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর তবে অচিরাৎ আমি তোমাকে উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া দিই এবং যাবজ্জীবনের নিমিত্তে তোমার দাসত্বে শরীরার্পণ করি।”

দুঃখিনী যদিও সমধিক ক্লান্তা হইয়াছিলেন এবং বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতেও তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল তথাপি স্বীয় মানসিক প্রকৃতি বিজ্ঞাপন দ্বারা পুলিন বাবুর তাদৃশ বাক্ চাতুর্য্য অবসান করিবার মানসে তাহার প্রস্তাবের উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

দুঃ—“মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন এবং যে উপদেশ আমাকে প্রদান করিতেছেন তাহা হইতেও ক্ষান্ত হউন আমি কাঙ্গালিনী, আমার প্রতি অনুরাগ অতি ঘৃণাকর আমি অতি-শয় ক্লান্তা হইয়াছি, হে মহোদয়! কৃপা করিয়া আমাকে আমার অন্ধ পিতার নিকট প্রেরণে চরিতার্থ করুন? আমি সাংসারিক কোন সুখের অভিলাষিনী নহি, তাহা হইলেও এত ক্লেশ ভোগ করিতাম না, যে স্থানে ছিলাম সেই স্থানেই যাবজ্জীবন সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিতাম, কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছি প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি না? আর দেখুন ধন সম্পত্তি কেবল জীবন যাত্রার সুখের কারণ কিন্তু স্ত্রীগণের সতীত্ব ধন ইহলোকে অক্ষত যশ ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের কারণ বলিয়া বিদিত আছে, অতএব সেই সতীত্ব ধনের বিনি-ময়ে যে সামান্য ধনের লোভ দেখাইতেছেন তাহাতে আমি

কখনই ভুলিব না, বরং আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি পরিণত স্বামী ভিন্ন পুরুষান্তরের গাত্রস্পর্শ করিব না।"

দুঃখিনীর বাক্যাবসানে পুলীন বাবু কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন কিন্তু যে সময়ে স্মরদশার প্রবল প্রাদুর্ভাব, প্রবোধ কি তখন বোধাধিকারে স্থান পায় "কপাল ছাড়া পথ নাই" মনে করিয়া কৌশল ক্রমে দুঃখিনীর হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইলেন দুঃখিনী বিস্মিতা হইয়া স্বগত "ওমা? এ আবার কি? ইনি যে স্পর্শোদ্যম করিতেছেন" ভাবিয়া সভয়ে যত সঙ্কুচিত হয়েন ততই পুলিন তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে অঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে প্রস্তুত হওয়ায় দুঃখিনী মনে করিলেন যে "আমার আর মৌন ও মৃদু ভাবাবলম্বন শুভ সূচক নহে" তিনি দৃঢ় আকর্ষণ দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল পুলিনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া সরোষে বাষ্পাকুলিত অপরি-স্ফুট বচনে "দূর হও নির্লজ্জ! আমার মত অপরিচিত অবলা জাতীর জাতি কুল বলপূর্ব্বক অপহরণে সচেষ্ট হইতে কি তোমার মনে লজ্জার উদয় হইতেছে না? এতাদৃশ কাতরো-ক্তিতে তোমার অন্তঃকরণ কি করুণারসে সিক্ত হইতেছে না? আমি অনতি পূর্ব্বে তোমাকে "মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করি-য়াছি, এক্ষনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পশুর ন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইতে তোমার মনে ঘৃণা জন্মিল না? আমি অনাথিনী বলিয়াই তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রস্তুত হইতেছ, কিন্তু সেই অনাথের নাথ ত্রিলোক

নাথ যে দুর্ব্বলের বল তা কি তুমি জান না? পরমেশ্বর যে কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন তাহা কি একবার মনে উদয় হয় না? যাহাই হউক এখনও আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে আমাকে অতি সামান্যা ও দুঃশীলা জ্ঞানে পরিত্যাগ করুন যে কুটীর হইতে আমাকে আনয়ন করিয়াছেন সেই কুটীরের পথ দেখাইয়া দিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন? নচেৎ পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলে আমি নখ ও দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিব এবং ভূমিতে মস্তকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া কপালে উপর্য্যুপরি দৃঢ়তর করাঘাত করত উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পুলিনবাবু দুঃখিনীর রোদন ও আর্ত্তনাদাদিতে প্রচলিত হইয়া সেই গৃহস্বামিনী ধনমনী বৈষ্ণবীকে বলিলেন "দেখ ধনমনি! এবেটী বড় ঠ্যাঁটা অল্পে ইনি রাজি হইবেন না কালের গতিক, ঘৃত সরল অঙ্গুলিতে কখনই বাহির হয় না বেটী পেটের জ্বালায় মরেন কিন্তু গুমোর ছাড়েন না আমার ইচ্ছা ছিল যে বেটীকে ভাল করে রাখি তা এঁটো কুড়ের পাত কি সহজে স্বর্গে যায়, বেটীর কুবুদ্ধি, অদৃষ্টের ভোগ যতক্ষণ আছে কে খণ্ডাবে, যাহাই হউক, ফলে বেটী কত নষ্টামি শিখেছে আমিও দেখি এক্ষণে তোমার কাছে থাকিল তুমি দিনান্তে কেবল প্রাণধারণের মত কিঞ্চিৎ আহার দিবে আর একটা অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কিন্তু দেখো যেন বেটী কোন প্রকারে না পালায় ওর নষ্টামির প্রতিকার শীঘ্রই করিব" তুমিও সর্ব্বদা আমাকে সংবাদ দিবে, যদি সম্মত হয়

ভালই নচেৎ যাহা কর্ত্তব্য করিব, অনন্তর পুলিনবাবু কৃষ্ণকিশোরকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

মন্ত্রণা।

পুলিন বাবু যখন দেখিলেন যে, দুঃখিনী নানামত ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাঁহার মতাবলম্বন করিলেন না, তখন বিবেচনা করিলেন যে, বিদ্ধ-কণ্টক কণ্টক দ্বারা নিষ্কণ্টক করাই উত্তমোপায় এবং জাতিবিশেষের বশীকরণ জন্য তজ্জাতীয় নিয়োগ করিলে, অমোঘ-ফল লাভ হয়, যেমন বন্য হস্তীকে বশীভূত করিতে পালিত ও সুশিক্ষিত কুন্কী হস্তির সহায়তা আবশ্যক, সেইরূপ আমিও ৩। ৪টী প্রৌঢ়া বারাঙ্গনা ইহার সহচারিণীরূপে নিযুক্ত করিলে বোধ করি, তাহাদিগের উপদেশানুসারে ইহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা অন্তর হইতে পারিবেক।

অনন্তর বিমলা, কমলা, কুসম ও কানন এই চারিজনকে আহ্বান করিয়া ইহাদিগকে দুঃখিনী-সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ বিদিত করণানন্তর দুঃখিনীর নিকট গমনে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, "তোমরা অগ্রে তাহার প্রিয়কথার আলোচনায় তাহার নিকট বিশ্বাসযোগ্যা হইয়া পরে ইষ্ট সাধনের চেষ্টা

করিলে কর্ম্ম সফল হইতে পারিবেক, ইহা ভিন্ন সহসা অভি-প্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে বশীভূত করা দুরূহ হইবেক। যাহাই হউক, তোমরা যে কোন প্রকারে পার, উহার মন ফিরাইয়া দিতে পারিলে আমি যথেষ্ট বাধিত হইব, এবং তোমাদিগকেও সন্তুষ্ট করিব।"

এতচ্ছ্রবণে কমলা "মহাশয়! আমরা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া যে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম। আমরা" বলিবা মাত্র বিমলা তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা প্রতিষেধ করিল। কমলা অমনি তৎক্ষণাৎ হাস্যাস্যে কহিল "যে আজ্ঞা মহাশয়! যত দিন সময় ছিল, সেত এক ভাবে চলিয়াছে, এখন না হয় দিন কতক ঘটকালি করিয়াই দেখি যাতে যা হউক পেট্টা চল্‌লেই হয়"।

কুসুম। "ঐ যে আবার নানান কথা বল্লি, পুলিন বাবু আমা-দের চিরকাল প্রতিপালন করিলেন, আমরা কি উহাঁর হয়ে দু একটা কথা কয়ে উপকার করিলে দোষ হয়? এখানে আর আমাদের কে আছে? অসময়ের কাণ্ডারী পুলিন বাবু ভিন্ন কেহ কখন আমাদিগের ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে? পুলিন বাবু আপনি কিছু মনে করিবেন না, কমলার চিরকাল একদশাতেই গেল, কখন যে কি কথা বলা উচিত, তাকি ওর বোধ আছে? তা না হলে ওর এমন দশাই বা কেন হবে? যাহা হউক আজ অবধি আমরা দিবানিশি ধোনা মাসীর বাটীতে যাওয়া আশা করিয়া যাহাতে আপনার আশা পূর্ণ হয়, তাহা করিব। সে বা কোন্‌ তুচ্ছ, যদি কুহুক-জাল বিস্তার করিতে পারি, তবে বড় বড় রাজকন্যার মন ভুলাইতে তিল-

বিলম্ব হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা অনায়াসে আপনার মনোরথ সিদ্ধ করিব, কিন্তু—"

পুলিন।—"আবার কিন্তু কি" ?

কুসম। "বলি কি ভাই (ক্ষণকাল মৌনে থাকিয়া পরে) তা তোমারে বলিতে বা লজ্জাই বা কি ? ভাই! ঘরে চাউল নাই।" তখন সকলেই এক বাক্যে "আজ কাল সবারই ঐ দশা।"

পুলিন। "আঃ তাই বলনা," এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা-দিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলেন, এবং বলিলেন "যোগাড় কর কত পাইবে?" বারবিলাসিনীগণ স্ব স্ব অবস্থার বশম্বদতায় তাদৃশ পরিতোষিক প্রত্যাখ্যান করিতে অসক্ষম হইয়া অগত্যা কিঞ্চিৎ হর্ষ প্রকাশ করিয়া স্বল্প লভ্য জনিত আন্তরিক মলিনতা স্বত্বেও প্রত্যক্ষে পরস্পরে পুলিন বাবুর গুণানুকীর্তন করিতে করিতে আপনাপন আলয়ে প্রতিগমন করিল। পরে স্নান ভোজ-নাদি সমাপনান্তে অপরাহ্নে চারিজনায় একত্র হইয়া পুলিন বাবুর আদেশ মত দুঃখিনীর নিকট গমন করিতেছে, এমত সময়ে বিমলা কহিল "ভাই! তোমাদিগের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি দুঃখিনী বৃত্তান্ত সমস্তই ত শুনিলে, এখন মত কি? জন্মান্তরের পাপ এজন্মে ভোগ করিতেছি, এজন্মের যে সুকৃতি, তাহাও লোকে ধর্ম্মে প্রকাশ আছে অতএব দুঃখিনীর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিবে? যদি আমার মনের কথা বল? দুঃখিনী যদি যথার্থ সতী হয়, তবে আমি তাহাকে এ পাপ পথে আনিবার উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না।"

কমলা। "আমারও ইচ্ছা ঐ বটে, কিন্তু এক্‌টা কথা আছে।"

বিমলা। "কি বল" ?

কমলা। "পুলিন বাবু যে রূপ বলিলেন, তাহা না করিলে তাঁহার সহিত প্রতারণা হইল, তাহাতে কি পাপ নাই ?"

কানন "আমিই এই কথার উত্তর করি, দেখ কমলা সেই মেয়েটী অনাথিনী বলিয়াই পুলিন বাবু তাহাকে দুর্ব্বল পিতার নিকট হইতে এরূপে আনিয়া রাখিয়াছেন ও এতাধিক যন্ত্রণা দিয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সেই দুঃখিনীর যদি যথার্থ ধর্ম্মে মতি থাকে, আর আমরা যদি তাহার সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিবার কোন উপায় করিতে পারি তবে পুলিনের কাছে প্রতারণা করার নিমিত্তে পাপী হইব না, বরঞ্চ দুঃখিনীর ধর্ম্ম রক্ষা ও তাহাকে এই সমূহ বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে আমাদিগের পুণ্য সঞ্চয় হইবেক"।

বিংশতি অধ্যায়

বন্ধুলাভ।

অনন্তর পণাঙ্গনা চতুষ্টয় একত্র হইয়া ধনমণি বৈষ্ণবীর বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা যে পুলিন বাবুর অভীষ্ট সিদ্ধির উত্তর সাধক, ধনমণি ইহা বিলক্ষণ রূপে জানিতে

পারিল, এবং যথোচিত সাদর সম্ভাষণায় অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে "ঐ দুঃখিনীর বাসস্থান" এই কথামাত্র বলিয়া গৃহান্তরে গমন করিল।

তৎপরে গণিকাগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সরসীভ্রষ্ট সরোজিনীর ন্যায় দুঃখিনী বিমলিনাননী হইয়া অনর্গল বিগলিত নেত্র জলে, তাঁহার কপোল বিমল বক্ষঃস্থল তথা ধরাতল আর্দ্র করিতেছেন। একে লোকাতীত অপাঙ্গ ভঙ্গি, তাহাতে অজস্র অশ্রুনিপতনে ঈষৎ রক্তিমা ও স্ফীত হওয়াতে সেই নয়নদ্বয়ের সমতাভাব, অনশনাদি ক্লেশে ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া ও তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অন্যথা দূরে থাকুক বরং অগুরুতা হেতুক সমধিক শোভনীয় হইয়াছে সেই সুকোমল কর পল্লব যুগল যুগ্ম করিয়া নির্দ্দয়া ধোনা বৈষ্ণবী, দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল, আলুলায়িত অতৈল চিকুরজাল পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত বিলম্বিত ও ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছিল, এবং গৃহের নিভৃত প্রদেশে অবিচলিত আসনে উপবিষ্টা সেই অনতিচঞ্চলানন, সুসৌষ্ঠব কুন্তল শোভা এবং যুগ্ম পানিপুট দর্শনে সহসা এরূপ অনুভূত হয় যেন কোন পবিত্রমতি তাপসী স্বীয় অভিলষিত সাধনাশয় অনন্যচেত দৃঢ়ভক্তি সহকারে ত্রিলোকীনাথের ধ্যানে নিমগ্না আছেন, বাস্তবিক তাদৃশ অলাঞ্ছিত রূপবতী বিশুদ্ধ মতির এতাধিক দুরবস্থা দেখিলে এমত কঠিন হৃদয় কেহই নাই যে, তাহার অন্তঃকরণে করুণোদয় হয় না।

বেশ্যাগণ দুঃখিনীর নিকট গমন করিয়া সজল নয়নে তাঁহার নয়ন জল আপনাপন বস্ত্রাঞ্চলে নিবারণ ও প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

দুঃখিনী বিপন্নদশায় অচির-পরিচিত বারযোষিতগণের স্নেহ-ময়ী বাক্যে অত্যধিক কাতরতার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন, পণ্যবনিতাগণ ও তাঁহার হস্তের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া বলিল, "তুমি স্থির হও, তোমার আর ভয় নাই, আমরা তোমার সকল বন্ধনই মোচন করিতে আসিয়াছি," এই কথা শুনিয়া দুঃখিনী তাহাদিগের পদাবলুণ্ঠিত হইয়া বাষ্পাকুলিত গদ গদ বচনে বলিলেন, "হ্যাঁ গা আমার বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কি কোন উপায় তোমরা করিতে পারিবে? কিম্বা তোমরা কোন সুযোগে আমাকে বিষ আনিয়া দেও, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করি, ইহা ভিন্ন স্বধর্ম্ম রক্ষার উপায়ান্তর দেখিতে পাই না।"

তখন কানন বলিল "কেন ভাই মরিবার আবশ্যক কি? পুলিনবাবুর কথাই কেন শোন না, তাহা হইলে তোমার আর ত কোন দুঃখ থাকে না, আপনিও সুখী হও, তিনিও পরম সন্তুষ্ট হন। পুলিনবাবু অতি সুপুরুষ, ধনবান, ভদ্রলোক এ সকল বিষয়েও খরচ পত্র করিতে কাতর নহেন, তাঁর মত লোক আর কোথায় পাবে? বরং আমরাও তাঁকে তোমার নিমিত্ত দুই এক কথা বলিলেও বলিতে পারি, আর দেখ এ পথে যখন যিনি কিঞ্চিৎ যত্ন করেন, তখন তাঁহাকেই আপ-নার স্বামীর মত জ্ঞানে তাহার মনোমত কর্ম্ম করিয়া ও তাহার নিকটে নত হইয়া থাকিতে হয়, পুলিনবাবুকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যদি যাও, তাহা হইলেই বা তোমার ভালই কি হইবে? এক্ষণে পুলিনবাবুর তোমার উপর শ্রদ্ধা আছে, এ সময় তাঁহাকে যদি তুষ্ট কর, তিনি তোমাকে

কিছুদিন অবশ্যই ভাল বাসিবেন, তুমিও এই সময়ে তাঁহার নিকট থাকিয়া কিছু সঙ্গতি করিয়া লইতে পারিবে এবং সাবধানে থাকিলে আর কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।”

কাননের এই কথা শুনিয়া ইহারা যে সেই পাষণ্ড পুলিনের দূতী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছে, দুঃখিনী তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন। সেই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর বিরল বিবেচনায় মনে মনে ইহাই স্থির করিলেন যে যদিও ইহারা তাহারই প্রেরিত বটে, কিন্তু স্ত্রী-লোক, অবশ্যই কিঞ্চিৎ স্নেহমতী হইবে, অতএব ইহাদিগকেই বিশেষরূপে স্তব স্তুতি করি, তাহাতে যদ্যপি ইহাদিগের মনে স্নেহ জন্মে, তবে এ দুর্বিপাক হইতে ইহারা আমাকে প্রকারান্তরে মুক্ত করিলেও করিতে পারে। অনন্তর বারবধূ চতুস্টয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার নিকটে আসাতে আমি এই দুঃখের অবস্থায়ও যথোচিত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং মনে করিয়াছি যে তোমরা আমার মাতা ও ভগ্নীর ন্যায় সহায়তা ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার উপায় করিবে, তাহা না করিয়া যদি বিপরীত উপদেশ দেওয়া তোমাদিগের মত হয়, এবং বারম্বার যদি ঐরূপ কথাই বল, তবে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই আত্মহত্যা করিব, আমি ঐহি-কের সুখের নিমিত্ত দুর্লভ সতীত্ব ধর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিব না, তোমাদিগের চরণে ধরিয়া বিনয় করি, আমি কোন রূপে এই বন্ধন দশা হইতে নিষ্কৃতি পাই, তাহার চেষ্টা করিয়া

স্ত্রী হত্যা রক্ষা কর, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেও তোমাদিগের ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবেক।"

তদনন্তর কমলা প্রভৃতি পরস্পরে ইহার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবার আর অপেক্ষা কি? ইহা ভাবিয়া "দুঃখিনী আমরা পুলিনবাবুর আদেশমতে তোমাকে কুহকজালে বদ্ধ করিয়া তোমার ধর্ম্ম নষ্ট ও আমরা যে পথে আসিয়াছি, এই পথে তোমাকে আনিবার চেষ্টা করিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার অবস্থা ও চরিত্রের বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে প্রাণপণে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিব, তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমাদিগের যুক্তি কেহ হঠাৎ জানিতে না পারে, আজ আমরা চলিলাম, কিন্তু তোমাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টায় আমরা নিয়তই থাকিলাম, তুমি আর কাতর হইও না। পরমেশ্বর তোমার বিপদ অবশ্যই নষ্ট করিবেন। দুঃখিনী কহিলেন তোমরা চলিলে বটে এখনই পুলিনবাবু আসিয়া আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিবেন," বলিয়াই পুনরায় অধোমুখে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তদুত্তরে বিমলা বলিল, "আমরা তাঁহাকে এখানে আসিতে না বলিলে তিনি কখনই আসিবেন না, তাঁহার নিমিত্ত তোমার ভাবনা নাই, আর তুমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, তাহা নিবারণ জন্য ধনমণীকে বলিয়া যাই, পরে আসিয়া সকল উপায় স্থির করিব, তৎপরে ধনা বৈষ্ণবীর নিকট যাইয়া চারিজনায় এক বাক্যে বলিল যে এ ভাল মানুষের মেয়েটীকে আর বেশী কষ্ট দিবার হেতু কি? পুলিনবাবু পুরুষ মানুষ, সকল কায কি

তাঁর কথা মতেই করিতে হয়? আর আমরা যেরূপ উহার কাহিনী শুনিলাম তাহাতে বোধ হয় যে উহাকে মিষ্ট কথায় অক্লেশে ভুলান যাইবেক অতএব উহাকে স্বচ্ছন্দে রাখাই উচিত, যাহাতে সুস্থ থাকে এমত উপায় কর, আমরা আজিকার মত আসি।

একবিংশতি অধ্যায়।

নবীনা ননদিনী।

পর দিবস দিবসের শেষভাগে কমলা, বিমলা, কুসুম ও কানন চারিজনায় বৈকালিক যথাসঙ্গত বেশ বিন্যাস সম্পন্না হইল এবং সেই ধনা বৈষ্ণবীর বাটীতে গমন করিয়া প্রথমত ধনমণির মন সন্তোষের জন্য তাহার সহিত সংক্ষেপালাপনের পর দুঃখিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। দুঃখিনী সেই সকৃদ্দৃষ্ট গণিকাগণকে পুনরাগতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ সহর্ষে তৎকালোচিত অভ্যর্থনা করণানন্তর তাহাদিগের নিকট উপবেশন করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রকারান্তরে উহাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অর্থাৎ কমলা প্রভৃতির জন্মস্থানাদি, বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত হইবার হেতু এবং অধুনাতনের অবস্থা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসু হইলেন। এই প্রসঙ্গের প্রস্তাবনাতেই কমলার কালকৃত বৈলক্ষণ্যের আদ্যোপান্ত স্মৃতিপথে উদয় হইলে কমলা ক্ষণমাত্রেই বাষ্পাকুলিত হইল; তদবসানে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কহিল "দুঃখিনি! সে নির্ব্বাণ আগুন জ্বালিবার আবশ্যক নাই, আমরা যে কি ছিলাম তাহা মুখে বলা দূরে থাকুক একবার মনে করিলে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, অতএব সে সকল কথা মনে করিয়া কষ্ট পাওয়া ও তোমাকে শুনাইয়া কষ্ট দেওয়ায় ফল কি?" দুঃখিনী বলিলেন "যদি ইচ্ছা না হয়, আমি কি বলিব? কিন্তু আমি তোমাদিগকে আমার পরমাত্মীয়া জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগের যাহা উচিত হয় কর, তবে তোমাদিগের মুখে সেই সকল কথা শুনিতে অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে, বলিলে এক প্রকার জ্ঞান শিক্ষা হয়, যদি না বল চারা নাই।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবত মায়াবী এবং অনুনয় পক্ষপাতিনী, দুঃখিনীর বিনীত বাক্যে কমলা পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ-জনিত-শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিল, যথা;—

ভাগীরথীর পশ্চিম অনতিদূরে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামে ভবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি সেই পল্লীমধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু নিরপত্যতা তাঁহার একমাত্র মনঃপীড়ার হেতু ছিল, তাহা নিবারণার্থে বেদবৈধ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতেও ত্রুটি করেন নাই, পরে বয়সের শেষভাগে একটী কন্যা-সন্তান হওয়াতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, প্রতিবাসী প্রতিবেসিনীগণের সহিত যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং দীনদরিদ্রগণকে কন্যাটীর মঙ্গলার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থও বিতরণ করিলেন, ক্রমে অন্নপ্রাশন তৎপরে চূড়াকরণাদি সমাপনান্তে শিশুকালেই কন্যাটীকে অনুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিয়া ভবশঙ্কর অন্তকের করালগ্রাসে কবলিত হইলেন; তাঁহার

স্ত্রী সেই কন্যাটী অবলম্বনে এবং ভবশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সমুদায় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ কালাতিপাত করিতেছিলেন। কন্যাটী প্রাপ্তবয়স্ক না হইতেই জামাতা অকাল মৃত্যুর অধীন হইলেন, তখন স্বামী বিয়োগ-শোক বিস্মৃত হইয়া দুহিতার অপরিজ্ঞাত বৈধব্য ঘটনার ভাবী যন্ত্রণানুভবে অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই বাল-বিধবা কন্যা এই কমলা, এ অভাগিনী পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে যে কত সমাদরের পাত্রী ছিল তাহা সকলেই বিবেচনা কর, ভাগ্যদোষে বিধবা হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এ দুর্ভাগিনী কোন দোষে দোষী ছিল না, সকলেরই বশ্যা ছিল, কাহাকেও কটূক্তি করিতে জানিত না। কাল সহকারে যৌবন-লতা কুসুমিত হইলে তৎকালোচিত চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে আপন দুর্ভাগ্য জন্য সকলেরই নিকটে আমি মলিনতা ও নম্রতাতিশয় প্রকাশ করিতাম। আমার পিতৃভবনের পূর্ব্বাংশেই সেই গ্রামবাসী জনার্দ্দন লাহিড়ীর এক খানি বাগিচা, তন্মধ্যে ঐ লাহিড়ীর পালিত কুন্তিনামে এক অবিদ্যা বাস করিত, কখন কখন জনার্দ্দন লাহিড়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ত্তন লাহিড়ী তথায় এক এক বার আসিতেন, এবং সেই উপলক্ষে আমাদিগের খিড়কীর পুষ্করিণীতে সর্ব্বদা তাঁহার মাছ ধরিতে আসা ছিল। রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বনিতা মনোমোহিনী বিকর্ত্তন লাহিড়ীর সর্ব্বদা গমনাগমন দেখিয়া রহস্য ছলনায় আমার প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করিত; পরে যখন দেখিল যে আমার মনে কোন দূষ্য ভাবের উদয় নাই, তখন আমাকে কলঙ্কিনী করিবার মানসে কপট মমতার সহিত কুপথে যাইবার উপদেশ প্রদান

করিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস আমার মাতা পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন, মনোমোহিনী আপন শয়নাগারে আমার সহিত অপরাপর আলাপন প্রসঙ্গে বলিল "ভাই ঠাকুরঝি, তোমার এই নবীন যৌবন, এসময় তুমি সর্ব্বদা মুখখানি মলিন করিয়া থাক আমি তাতে বড় ক্লেশ পাই, এখন কি উপায় করি বল দেখি?" আমি বলিলাম "উপায় আমার মরণ ভিন্ন আর কিই বা আছে"।

মনোমোহিনী ;--"বালাই! মরণ কেন হতে যাবে লা? ছেলে মুখে বুড় কথা? আমার কাছে কি তোর এইকথা বলা উচিত?" আমি বলিলাম "তা বই আর কি বলি? আর আমাকে তুমি বা একথা বলিবে কেন?" আমার তখন জ্ঞান ছিল না বটে, কিন্তু চক্ষে দেখি নাই এমন নয়, কপালের ভোগ কে খণ্ডাইতে পারে? নতুবা পিতা মাতা যে স্বামীর হাতে দিয়াছিলেন, তাঁহারি বা এ দশা—এই বলিয়া মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। মনোমোহিনী আস্তে আস্তে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল "সে কি ভাই, তুমি কি কথায় কি কথা আনিয়া কান্না আনিলে, আমি তোমাকে কি বলি তা শুন, বুঝ, ভাল মন্দ বিবেচনা কর, পরে হাসি কান্না ত চিরকালই আছে, আমার পেটের কথা পেটেই থাকিল, গুমুরে গুমুরে মরি, তুমিও এমনি ফুলে ফুলে কাঁদ, তবেই সকলি হবে"। আমি বলিলাম "আর হবেই বা কি, যতদিন কপালের দুঃখ আছে, ভোগ করি পরে মা গঙ্গা মুখ তুলে চাহিলেই দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।

মনোমোহিনী—"নে ভাই! তোর আর বুড়পনা ভাল লাগে না? বয়সেত গাছ পাতর নাই, এখন মা গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়া

হলেই হয়? তবে তোকে কোন কথা বলাও বৃথা, বলায় ত মান থাকে না, আমারই যেন যত মাথার ব্যথা; ওলো! তোর সুখে আমার আর কিছু লাভ নাই, কেবল আমার চক্ষুর সুখ তা তোমাকে বুঝান ত সহজে হয় না। দেখ, ভাল মানুষের ছেলে কতদিন অবধি লালায়িত, তোমার পোড়া চক্ষু আর সে দিকেত যায় না" এইকথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠে উত্তর করিলাম "ওমা! সেকিগো? তুমি আবার লালায়িত হওয়া কোথায় পেলে?" মোহিনী "কেন বিকর্ত্তন তিনমাস আনা গোনা, আর তোমায় কত টাকা কড়ি দিতে স্বীকার আছে, তা তোমার ক্ষতিই কি? তুমিও সুখী হও একজন ভদ্রলোকও সহায় থাকে, তা তোমাকে বলা বনে রোদন করা বইত নয়, যদি সুখ ভোগের ইচ্ছা থাকে তবে আমার কথা শুন।"

আমি বলিলাম "কপালে সুখভোগ যদি না থাকে? আর তা থাকিলে এদশা হইত না, তুমি যে কথা বলিলে তাহাতে কেবল ধর্ম্ম নষ্ট আর কলঙ্ক এই দুই ভিন্ন এপর্য্যন্ত কে কোথায় কত সুখী হয়েছে বল দেখি?" মোহিনী "বেস্ গো বেস্! ধর্ম্ম নিয়ে ধুয়ে খাও? ভাল তোমার ধর্ম্মই যাবে কিসে? শাস্ত্রমতে তোমায় আবার বিবাহ দেওয়া যায় তা জান? না হয় এ আবার তারি মত জ্ঞান করিলে, সে ব্যক্তি সুপাত্র বটে, মোদো মাতালেও নয়, জাতিতেও ব্রাহ্মণ, তাহাকে স্বামীর মত ভাবিলেই কোন দোষ থাকিল না, বিশেষ যে কলঙ্কের ভয় করিতেছ, আমি যখন তোমাকে ভরসা দিলাম তখন তোমার আর ভাবনা কি? অপযশ হইলে তোমারই হইবে এমন নয়, আমার স্বামী পুত্রেরও দেশে মুখ দেখান ভার হইবে;

আর কপালে সুখ নাই বলিয়াই বা কে কোথায় চেষ্টা না করে। আরও বলি, যদি তোমার সুখের কপাল না হইত তবে বিকর্ত্তন তোমার নিমিত্তে এত যত্ন করিত না।” এ প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে মনোমোহিনী এরূপ আভাস প্রকাশ করিল যেন সে স্বয়ং উত্তর সাধক হইয়া আমাদিগের উভয়ের মিলন করিয়া দিবে এবং এই দুরূহ ব্যাপারের ছন্দাংশ যাহাতে কীট পতঙ্গও ঘূণাক্ষরে জানিতে না পারে এমত উপায় করিবে। আমি তখন অতি অল্প বুদ্ধি, মোহিনীর কপট মায়া বুঝিতে পারিলাম না এবং বারম্বার অনুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া অগত্যা তাহার অভিপ্রায়েই সম্মতি দিলাম। মোহিনী অমনি মহা হর্ষে দক্ষিণ হস্তে আমার থুঁতি ধরিয়া স্নেহের সহিত চুম্বন করিল এবং বলিল “এখন দেখ দেখি ভাই কেমন সুন্দর কথাটী বলিলে, শুনেই বা আমি কত সন্তোষ হইলাম, বোধ করি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেও এত আহ্লাদ হয় না, তবে শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, শীঘ্রই যাহা হয় এক প্রকার স্থির করা আমার ইচ্ছা, কেমন তুমি কি বল?” আমি আর কিছু না বলিয়া কেবল এই মাত্র উত্তর করিলাম যে “আমার আর বলিবার কথা কি আছে? যদি তোমার নিতান্তই মত হইয়া থাকে তবে যাহাতে ভাল হয় তাহাই কর, কিন্তু দেখ ভাই যেন মারা না পড়ি।” মোহিনী “তা বই কি লো! মারা যেন তুমি একলাই পড়িবে, আমার কিছুই নয় ত, সে সব কথা এখন থাকুক চল গিয়ে ঘরের কর্ম্ম কায করি।” অনন্তর উভয়েই তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

গৃহত্যাগ।

ক্রমে সন্ধ্যা, তৎপরে প্রহরেক রাত্রি উপস্থিত, মনোমোহিনী আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুর দ্বারের বাহির হইতেই বলিলাম "বাটীর বাহিরে কোথায় ?" মোহিনী উত্তর করিল "এই লাহিড়ীদের বাগানে, কেন তোমার ভয় কি ? যখন আমি তোমার সঙ্গে আছি, তখন কে তোমাকে কি বলে ?" কিয়দ্দূর গমনের পর মনোমোহিনী এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমাকে বলিল "আমি আর যাইব না, এই গাছের তলায় বসি, তুমি কুন্তির সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। কুন্তি তোমাকে বিকর্ত্তনের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিয়া আমি পুনরায় বলিলাম যে "আমি কুন্তির কাছে কিরূপে যাই ? আর তার কাছে গিয়ে বা কি বলি ? না ভাই ! বাড়িতে চল, আমার সুখের চেয়ে সুস্থই কুশলে থাকুক।" এই রূপে আমাদিগের উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল, এমত সময়ে কুন্তি বাটীর বাহিরে আসিয়া কহিল "তোমরা কে গা ? কে কথা কয় গা" বলিবামাত্র মোহিনী সত্বরে ঐ কুন্তি ; তুমি আমার মাথা খাও কুন্তির সঙ্গে গিয়ে দেখা কর, আবার

একটু পরে আমাকে এখানে দেখিতে পাবে, এই কথা কহিয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তখন আমি ক্ষণকাল এই কঠিন কর্ম্মের অগ্র পশ্চাৎ ভাবিতে ভাবিতে কুন্তির সম্মুখে গমন করিলাম, কুন্তি রাত্রিকালে সেই জনহীন স্থানে আমাকে একাকিনী দেখিবা মাত্র চমকিত হইয়া কহিল "ও মা কমলা যে? কেন মা! তুমি এখানে কেন গা? কথা কওনা কেন গা, রাগ করেছ? চল মা চল আমি সঙ্গে যাই, বাড়ি চল, বাপরে? যে ঘরের মেয়ে তুমি বাছা এখানে যদি কেহ দেখ্তে পায় তবে এখনি আমার পর্য্যন্ত মাথাটা নিয়ে ভাঁটা খ্যালাবে," কুন্তির কথায় আমার অতিশয় সন্দেহ জন্মিল "তাইত এ কেমন কথা? বৌ কি আমার সঙ্গে কৌতুক করিল, তাহা ভিন্ন যে কুন্তি আমাকে ছোট লাহিড়ীর সহিত মিলন করিয়া দিবে, সে কুন্তির মুখেই বা এমন কথা শুনিলাম কেন? আবার তামাসাই বা কিসে ভাবি? এই রাত্রে এমন স্থানে আমাকে আনার কারণ কি ছিল? কিন্তু যখন এ পর্য্যন্ত এলাম, তখন বিশেষ জানা উচিত" ইহা মনে করিয়া বলিলাম "ছোটলাহিড়ী মহাশয় কোথায়"।

কুন্তি উত্তর করিল "কেন মা তিনি কখন কখন তোমাদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে মাছ ধরা ছলে যাওয়া আসা করিতেন বটে, তোমার সঙ্গে কি কোন কথা ছিল? না এমন কথা ত নয়। যদিও তাঁহার স্বভাব সকল মতে ভাল নয় বটে, কিন্তু এমন কুল মজান কাযে যে তিনি হঠাৎ মন দিবেন একথায় আমার সন্দেহ হয়। ভাল কমলা তোমাকে কি তিনি নিজে কিছু বলেছেন?"

আমি বলিলাম "তিনি আমাকে কোন কথাই বলেন নাই, আমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয় নাই, যা কিছু বলিবার আমাদের

বৌকে, যা বাবু আর আমি কিছু জানি না?" কুন্তি;—"অবাক এ আবার কি কথা গো? তোমাদের বৌ রঘুনাথ চাটুয্যের স্ত্রী, তাঁকে ছোটকর্ত্তা কোথাই বা দেখিলেন, কি সাহসেই বা তোমার কোন ভাল মন্দ কথা বলিলেন? না এ কথাই নয়। অন্য কোন কারণ আছেই আছে?" এমন সময় আমাদের বাড়ীর দিকে একটা গোল শুনিতে পেলাম। কুন্তিও তাই শুনে আমাকে বল্‌লে চল মা শীঘ্র চল। আমরা উভয়ে বাটীর দিকে আসিতেছি, ক্রমে শুনিলাম প্রতিবাসী সমুদায় একত্র হইয়া আমাদিগের বাটীর চতুর্দ্দিক্‌ এবং নিকটের সমস্ত বন জঙ্গল তল্লাস করিতে করিতে বলিতেছে "পাপিনীর মনে মনে এই ছিল বটে, দেখ দেখ্‌তে যেন কত ভাল, সাত চড়ে রা ছিল না, ইনি মিট্‌ মিটে ডান্‌ ছেলে খাবার রাক্ষস, একবার দেখ্‌তে পেলেই হয়। সেয়া-স্তামির ফল হাতে হাতেই টের পান, এমন শিক্ষা দিই যে তার শাস্তির কথা শুনে আর কেউ একর্ম্মে না প্রবেশ করে।"

এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পবান্‌ হইল, পা আর চলে না, সেই খানেই বসিলাম, কুন্তি, "ওমা! কি সর্ব্বনাশ হোলো গো? এমন করে দুধের আঙ্গুল মেয়েকে এক-বারে যিনি মজালেন তাঁর ত কখন ভাল হবে না, তাই যদি কোন দোষের দুষী হয় তবে বটে। আহা! কিছু জানে না, একে বারে নষ্ট করে তাঁর কি লাভ হবে? ধনের লোভে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা কল্লে না, বিশেষ সর্ব্বস্ব হাতকরে নিয়েছে, বুড়ো মাগী আর রাঁড় মেয়েটা যদ্দিন বেঁচে থাকে একমুটো পেটে খাবে এও কি প্রাণে সইল না? কি আশ্চর্য্য! পরমেশ্বর! তুমিই এর বিচার করো," এইরূপে কত আর্ত্তনাদ করিল, পরে আমাকে

প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আমার কাছে বসিল, কিন্তু ক্ষণকাল কোন কথাই বলিতে পারিল না, কেবল দুজনেই দুজনের মুখ-পানে চাহিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলাম, ক্ষণেক পরে কুন্তি "আমাদের এখানে বসা উচিত নয়, কেউ দেখ্‌তে পেলে দুজনেরই প্রাণ যাবে, আর কেঁদে বা কি কর্‌তে পার্‌বো মা? তোমার কপালের ভোগ; এখন আজ রাত্রের মত আমার ঘরে গিয়ে থাক্‌বে চল, রাত পোহালে ছোটকর্ত্তাকে বলে যাতে তোমার একটা উপায় হয় কোর্‌বো। যখন এত গোল হয়েছে তখন বাড়ী যাওয়াত আর উচিত হয় না," বলিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আপন বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় দুখানি ঘর, এক খানি রসুই ঘর, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর, স্থানটীও নির্জ্জন বটে, আমি তাহারি একটী ঘরে শয়ন করিয়া এই দুর্ঘটনার আগাগোড়া ভাবি, আর চক্ষের জলে ভাসি, নিদ্রার রূপও দেখিতে পাইলাম না, জল পিপাসায় ছাতি ফাটে তথাপি লজ্জায় মুখ ফুটে চাহিতে পারি না, এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইলে, কুন্তি বিকর্ত্তন লাহিড়ীকে আমার বৃত্তান্ত সমস্ত বলাতে তিনি প্রথমত আশ্চর্য্য বোধ করেন, পরে কুন্তির অনুরোধে এবং আমার আর কোন উপায় নাই ভাবিয়াই হউক কিম্বা অনুরাগ জন্যই হউক আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখন কেবল তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম মাত্র, আমার কাছে বসিয়া কত কথা বলিলেন, সে সমুদায়ের উত্তর করা দূরে থাকুক তাঁহাকে দ্বার খুলিতে দেখিয়াই যে সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া অধোমুখে বসিয়াছিলাম, তিনি যতক্ষণ ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ আমার নিশ্বাস

পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন ত এই রূপেই কাটুক, সন্ধ্যার পর বিকর্ত্তন পুনরায় আসিয়া কুন্তির সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন, আমি তাহা শুনি নাই, কুন্তি আমার নিকটে আসিয়া বলিল মা কমলে! তোমার আর এখানে থাকাত ভাল হয় না, কি জানি যদি কোন দুষ্ট লোকের মুখে, তুমি এখানে আছ একথা প্রকাশ পায়, তবে তো বিপদের সীমা থাক্‌বে না, অতএব মা, তোমাকে ছোটকর্ত্তা কোথায় নিয়ে যেতে চান, আমি বলি তাই এসোগে, আর আমি ছোটকর্ত্তাকে অনেক বলে কয়ে দিলেম, তোমার কোন দুঃখ হবে না, কুন্তির কথা শুনিয়া "মা গো! এই তোমার কমলা জন্মের মত বিদায় হলো!" বলিয়া চিৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিলাম, কুন্তি তৎক্ষণাৎ আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলিতে লাগিল " উঃ ও পাগল মেয়ে? সে কি গো? সর্ব্বনাশ করোনা, তোমার রা পেলে কি রক্ষা আছে? এখনই যে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন হবে, ও বাবা? চুপ কর বাছা। একি কাঁদবার ঠাই, আর কান্না কাট্‌না করে, কিই বা হবে? এখন যাতে প্রাণটা বাঁচে তা কর। আরও বলি, ছোটকর্ত্তা যেখানে তোমাকে নিয়ে যাবেন সে বেস জায়গা, আমিও সেখানে সর্ব্বদা যাবো, তোমাকে দেখ্‌বো, শুন্‌বো, তোমার মার খবর টবর দেব, এভিন্ন আর ত কোন উপায় এখন দেখিনে, তবে যে সংসার ছাড়া দুঃখ তা তোমারি বা কে আর আছে, এক বুড়ো মা তাঁর ত ভাই ভাইপোরা সব আছে, তাঁকে যত্ন কর্‌বে, তুমিত যাহউক এক প্রকার সুখে থাকবে, কেঁদনা মা, কি কর্‌বে বলো, তোমার কপালে এইটে আছে তাই এমন হলো। আহা! বাছারে! বাছার মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়, তা পোড়া

কপালী যে জায়গায় ঘর করি, তাই কি দুদিন কাছে রাখি এমন যো আছে, চুপ কর মা, আর কাঁদলে কি হবে বলো, চলো আমি তোমার সঙ্গে গাঁয়ে রেখে আসি।”

আমার তখন আর কোন উপায় ছিল না অগত্যা তাহাদের মতেই মত দিলাম। পর দিবস বিকর্ত্তন বাবু আমাকে লইয়া এক খানি গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন, গাড়ী অনতি বিলম্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া লাগিল, তথায় আবার আমাকে এক খানি নৌকায় আরোহণ করাইলেন এবং তৎপর দিবস প্রত্যূষে নৌকা আর এক ঘাটে লাগান হইল, শুনিলাম, সেটী বাগবাজারের ঘাট। তদনন্তর বিকর্ত্তন বাবু আমাকে নৌকা হইতে নামাইয়া লইয়া বাগবাজারের একটী গলির ভিতর এক খানি একতলা বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই আমি রোদন করিতে লাগিলাম, তাহাতে লাহিড়ী মহাশয় আমার নিকট আসিয়া শশব্যস্তে আমাকে কত প্রবোধ দিলেন, এবং সেই বাটীর স্ত্রীলোক সকলেই একে একে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় আমার পালঙ্ক, শয্যা, জলপাত্র, ভোজন পাত্র, নূতন বস্ত্র ও দুই এক খানি অলঙ্কার, অবিলম্বেই প্রস্তুত করিয়া দিলেন, আর নিয়তই আমার কাছে থাকিতেন, ক্রমে তাঁহার উপর আমার যত্ন হইল এবং সেই সকল বেশ্যাগণকে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জ্ঞান করিতে লাগিলাম, মনেও অনেক সুস্থ হইলাম। লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বদা বলিতেন “লোকে সাগর ছেঁচে মাণিক পায়, আমার তুমি অযত্ন লভ্য মাণিক, কিন্তু আমার প্রাণ থাকিতে তোমাকে যত্ন করিতে ত্রুটী করিব না, এবং তোমার মনে কখনও কোন

অংশে ক্লেশ দিব না।" বলিতে কি তাঁহার কাছে আমি অতুল সুখেই ছিলাম, এই বলিয়া কমলা ক্ষান্ত হইল, রাত্রি প্রায় এক প্রহর বিমলা "আজ এই পর্য্যন্ত ক্ষান্তই থাকুক—আবার খাওয়া শোয়া আছে ত চল আজ সব ঘরে যাই।" কমলা বলিল দুঃখিনি আজ তবে আসি? যা, আবার কাল এসে বলিব শুন। তৎপরে সকলেই প্রস্থান করিল।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

অন্বেষণে যাত্রা

এ দিকে রমণ বাবুর সেই সুরম্য পুষ্পোদ্যানের তাদৃশ অবস্থা হওয়া অবধি রামকে সর্ব্বদাই মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেন, কখন কোন আদেশ করিতেন না, কিন্তু কৃতোপকার সম্বন্ধে অসৌজন্য প্রকাশাশঙ্কায় স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিতেন না। কদাচিৎ নিদাঘ অপরাহ্নে রমণ বাবু জাহ্নবী পুলিনের নৈসর্গিক সুচারু শোভা অবেক্ষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, ক্রমে দিনমণি পশ্চিমাচলের নিভৃত পন্থায় গমন করিয়া চরাচরে অদৃশ্য হইলেন, রক্তিমা মেঘমালা এই অবসরে নভোমণ্ডলে উদিত হইল, সমীর তাড়িত ঊর্ম্মি রাজিতে সেই গগন ধ্বজের আরক্ত প্রভা প্রতিফলিত হইলে ভীষ্ম জননী অসীম সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেন। সন্ধ্যাসমীরণও বসুমতীকে আলিঙ্গন করনাশয়ে বন্যপুষ্পের

সুগন্ধি ভূষণ সমবেত সুমন্দ গতি ধারণ করিতে আর বিলম্ব করিল না। এই সময়ে রমণ বাবু মনে মনে ভাবিলেন রাম ত এত কাল আমার কাছে আছে, আর অনেকানেক লোকেরও স্বভাব চরিত্র দেখিতেছে, এখনও কি তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি বৃত্তির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাম তৎকালে, তাঁহার সমভিব্যাহারেই ছিল, তাহাকে বলিলেন "দেখ রাম এই নদীটীর স্রোত এই খাল বহিয়া নিয়তই দক্ষিণ দিকে চলিতেছে, এমত কেহ আমার সুহৃদ থাকে যে এই জলের বেগ ফিরাইয়া উত্তরবাহিনী করিয়া দিতে পারে, আমি তাহা দেখিলে বড় আহ্লাদিত হই।"

রাম এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে আট্‌খানা, হাসিতে হাসিতে বলিল "ইঃ! কি শক্ত কথাটাই বল্লেন? একটু আগে বলিলেই কোন্ কালে দেখ্‌তে পেতেন যে, এ আর কি এমন হাতি ঘোড়া, এক খানা সরা পেতে যে দেরি বইত নয়। মহাশয় দাঁড়িয়ে দেখুন বার কত উল্‌টো ছিঁচ্ ধল্লেই গড় গড় করে জল আপনিই ফিরে দাঁড়ায়; এর জন্যে আর কোন লোকও ভাড়া করে আন্তে হয় না, আমি এখনই পারি এই কথা? যাবো নাকি?"

রমণ বাবু "আর এখন যাওয়ার আবশ্যক নাই, আজিকার মত যেমন আছে তেমনিই থাকুক" (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ভগবানের কি বিড়ম্বনা, ক্ষিপ্তও নয়, কিন্তু এমন বর্ব্বর ত আর কোথাও দেখি নাই? এ আমাকে কখন্ কোন্ বিপদে ফেলিবে তাহারও কিছু স্থির নাই, বাবা কি ভয়ানক ব্যাপার! গঙ্গার সংস্রবের স্রোত সরায় ছেঁচে ফিরাইতে কঠিন বোধ হয় না, কি করিয়াই বা এ বালাইয়ের হাত ছাড়াই, যদি কোন কর্ম্ম করিতে

বলি ত তাহার বিপরীতটী যেন করে বসে আছে, আবার একটু অনাদর করিলে সম্পূর্ণ অভিমান করা হয়, তাহাও আমার করা উচিত নহে, আমার পরম উপকারী, কোন অসদ্ব্যবহার করিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ হয়, অকৃতজ্ঞতা-জন্য অবশ্যই দুরদৃষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমি কি বিষম বিপদেই ঠেকিলাম, মনের কথাও কাহার নিকটে প্রকাশের নহে, তাহাকে যত্ন করিবার হেতু কেহই জানে না, এরূপ কতকালই বা সশঙ্কিত চিত্তে কাটাইব; যাহা হউক আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলেন, ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাম তুমি পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?"

রাম—"আমি আমার এই বয়সের মধ্যে কেবল একটী বাবুর কাছে কিছু দিন ছিলাম, তাছাড়া খুড়ার কাছেই আমি ছিলাম, আর কোথায়ও কখন থাকি নাই, তবে যে বাবুটীর কাছে ছিলাম তিনিও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আর তাঁর বড় মাছ্‌ধরা বাই ছিল; তবে শুনুন বলি।—"

রমণ—"আচ্ছা সে কথা থাকুক; আর কায নাই ——ক্ষান্ত থাকো বাবা ঢের হয়েছে?

রাম—"মহাশয় কথায় কথায় আমার উপর যদি এতই রাগ কর্‌বেন, আর আমি একটী কথা বল্‌তে গেলেই "রোসো", "আর কায নাই", "ঢের শুনেছি" "ক্ষান্ত হও", এরূপ বল্‌বেন তবে আপনার কাছে কথাটী কহাও ভার, এঅবস্থায় আমার এখানে থাকায় কি সুখ? আমাকে বিদায় দিন আমি চলিলাম।"

রমণ—কেন হে বাপু রাগ কর কেন? রাম—না রাগ কিসের?

আমি তো—এখানেই চিরকাল থাকা মনে করে আসি নাই, তবে আপনি আমাকে বিস্তর আদর করেন বলিয়াই এত দিন ছিলেম নৈলে কোন্‌কালে চলে যেতেম, আরও বলি যার জন্যে পথে পথে এতদিন ভ্রমণ করিলাম এত ক্লেশ ভোগ করিলাম তার সন্ধান না করিয়াই বা আর কত কাল আপনার অন্ন ধ্বংস কর্‌বো, সে সব কথায় প্রয়োজন নাই এখন আপনি আমাকে বিদায় করুন আমি চলিয়া যাই।"

রমণ,—সে কি হে বাপু? নিতান্তই কি থাকা হবে না?

রাম,—আজ্ঞা না কোন মতেই না।

রমণ,—তবে এখন যাওয়াটা কোথায় আর তত্ত্বটাই বা কার?

রাম,—কেন? আমার ভগিনী দুঃখিনীর, তার চেষ্টাই আমার কষ্টের কারণ না? ইহা ভিন্ন পেটের অন্নের নিমিত্ত কি আপনার কাছে এতদিন থাক্‌তাম?

রমণ,—কি বলিলে? দুঃখিনী কি তোমার ভগিনী, তুমি কি এখন সেই দুঃখিনীর অনুসন্ধান করিবে!—রাম "আজ্ঞা হা",

রমণ,—(স্বগত) আঃ পরমেশ্বর! এত দিনে আমাকে বুঝি ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, (প্রকাশ) "তবে যদি তুমি আর নিতান্তই এখানে না থাক, এবং দুঃখিনীর অনুসন্ধান করা তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পরি না, কিন্তু রাম আমার একটী কথা আছে যদি রক্ষা করিতে স্বীকার কর তবে বলি?" রাম—"কি কথা বলুন, অবশ্য রাখিব?"

রমণ,—"আর কিছুই নয়, দুঃখিনী কোথায় কিরূপে আছে যদি জানিতে পার আমাকে সম্বাদ দিবা।" রাম—"অবশ্য দিব?"

অনন্তর রমণ বাবু সেই বর্ব্বরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার বিলক্ষণ উপায় হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটীতে প্রতিগমন করিলেন, এবং যথোচিত সম্মানের সহিত পাথেয় স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করাতে রাম, সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে রমণ বাবুর সদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল পরে অক্ষুণ্ন মনে রমণ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া গেল এবং দিগ্বিদিগ্ ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে যে পর্ণ কুটীরে দুঃখিনী অন্ধের সহিত বাস করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল এবং কথায় কথায় সেই অন্ধের মুখে শুনিল যে দুঃখিনী অজ্ঞাতসারে কোন দুর্বৃত্তিসাধন তৎপর লোকের কবলিত হইয়াছেন। তদনন্তর রাম প্রচ্ছন্ন বেশে সেই নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারে দ্বারে দিনযামিনী দুঃখিনীর তত্ত্বোদ্ভেদের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

শেষাবস্থা।

দুঃখিনী, কমলা, বিমলা, কুসুম ও কাননের এক প্রকার স্নেহ পাত্রী হইয়াছিলেন সর্ব্বদাই তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে কাল যাপন করিতে তাঁহার ঐকান্তিক মানস হইত, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলেই কেবল দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের আগ-

মন প্রতীক্ষা করিতেন, সে দিন তাহারাও আড়াই প্রহরের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল, উহাদিগকে দেখিবামাত্র দুঃখিনী ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন আঃ বাঁচলাম, কতদিন যে এ যাতনা সহিতে হইবে তাহার কিছুই সীমা নাই, কুসুম দুঃখিনীর হস্ত-ধারণ করিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল আর আর সকলে পশ্চাতে যাইয়া একত্রে উপবেশন করিলে কমলা আপনার অব-স্থার অবশিষ্ট বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

আঃ মা দুঃখিনী যখন আমি বাগবাজারে সেই লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ছিলাম সে দিনের কথা আর এখন কার দশা ভাবিলে প্রাণে কি কিছু থাকে গা? কিছুদিন পরেই আমি গর্ভিণী হইলাম, পাঁচমাসে পঞ্চামৃত আটমাস, নয়মাসে সাধ উপলক্ষে লাহিড়ী মহাশয় এরূপ ব্যয় ভূষণ এবং সমারোহ করি-লেন, তেমন কোন বড়লোকের ঘরেও হয় না তখন সোণা রূপার অলঙ্কার আমার সকলই ছিল, কাশীধাম হইতে বারানশী সাড়ী-আনাইয়া দিলেন আর খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে আলাপী মেয়ে পুরুষ কেহই বাকি ছিল না, আবার তার পর যত লোক নিম-ন্ত্রণে আসিয়াছিল সকলেই ভাল ভাল কাপড় ও মিষ্টান্ন সামগ্রী দিতে আরম্ভ করিল, সে সময়ে মেটাই মোণ্ডা ভিখারীর ভিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দশমাসে এক কন্যা প্রসব করিলাম, সকলে মেয়ে হইয়াছে বলিয়া উঠিল আমার বুক পাঁচ হাত, আমি সেই প্রসব যন্ত্রণা অবহেলা করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসি-লাম, দাই কন্যাটীকে আমার কোলে দিলে, কন্যার রূপ দেখিয়া আমার শরীরে ক্লেশের লেশ থাকিল না, প্রতিবাসীরা আসিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "আহা আঁতুড়ঘর যেন আলো করেছে

গা, বেঁচে থাকুক হবেনা কেন যেমন মা তেমনি ছাঁ" এই সকল শুনিয়া আমার মনে মনে যে কত আহ্লাদ হইল তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, ভাবিলাম বিধাতা আমাকে নিরপরাধিনী দেখিয়া আমার অসময়ের উপায় করিয়া দিলেন ইহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে আর আমার ভাবনা কি দেখ্‌তে দেখ্‌তে হিজড়া আসিয়া কতমত ভাবভঙ্গী দেখাইতে আরম্ভ করিল কিঞ্চিৎ পরে রসন্‌চৌকী নহবৎ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাদ্য-করগণ আপন আপন যন্ত্রে নিপুণতা দেখাইয়া চতুর্দ্দিগে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় অকাতরে সেই সকল হিজড়া বাজন্দোরে এবং অপরাপর লোক যাহারা কিছু পাইবার প্রার্থনা করিতেছিল, সমুদায়কে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

বল্‌তে কি? লাহিড়ী মহাশয় আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন আমি অষ্টাহ সূতিকা ঘরে ছিলাম, ব্রাহ্মণ তাবৎ রাত্রি সেই দ্বারের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন, নয় দিনে আমি স্নান করিয়া ঘরে গেলাম তবে তিনি শয়ন করেন, আঁতুড় ঘরে থাকি-তেও মধ্যে মধ্যে মেয়েটীকে কোলে লইতেন, সেই দিন অবধি আর প্রায় কোল ছাড়া করিতেন না, হায় রে! তেমন মানুষ কি আর হয়?

কন্যাটী ক্রমে সাত মাসের হইল, তখন তার অন্নপ্রাশনের মহাবটা বাইনাচ্, খ্যাম্‌টানাচ্, ভাঁড়ের যাত্রা প্রভৃতি হইতে লাগিল, প্রায় সপ্তাহ স্বজন বন্ধু বান্ধব সকল একত্র, দিবারাত্র আনন্দের আর সীমা রহিল না খাদ্য সামগ্রী কে কোন্ দিগ হইতে আয়োজন করে, তাহার ঠিকানা নাই, জিনিস পত্র রাশি

রাশি আসিয়া পড়িল, সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের অনেক লোক প্রায় আজ্ঞাবহ বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিল না, সকলেই আপনাপন ঘরের কর্ম্মের মত ভাবিত, অতি সুশৃঙ্খলায় আহার ব্যবহার এবং যে যেমন ব্যক্তি তার তেমনিরূপেই মান রক্ষা হইল কোন মতেই ত্রুটি হইল না কন্যাটীর গায়ে একটী গা সোণার গহনা, মুখে ভাত দেওয়া হইলে, যখন সেই সকল বাজনা বাদ্য সঙ্গে মেয়েটীকে কোলে লইয়া রাস্তায় বাহির করিলেন, তখন রাস্তার লোক কাতার দিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল " মেয়ের নাম কি ?" যাঁর কোলে তিনি উত্তর করিলেন "ভুবনমোহিনী ভুবনমোহিনী" নাম শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল "ভুবনমোহিনীই বটে, ইহার ভুবনমোহিনী ভিন্ন নাম সম্ভব নহে," এইরূপে অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইল। আমি মনে ভাবিলাম যে বৌ আমার শত্রুতা করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে বিপরীত ফল হইয়াছে, আমি সংসারে থাকিলে এ সুখ কোথায় পাইতাম ? বিকর্ত্তন বাবুর স্নেহ আরও যেন দিন দিন শতগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ভুবনমোহিনীর বয়স আট নয় বৎসর, ভাবিলাম এমন সুশ্রী মেয়েটীকে কিছু তালিম না দিলে ভাল হয় না, তখন রীতিমতে তাহাকে নাচ গান শিখাইতে লাগিলাম, অল্প দিনেই মেয়ে আমার এমনি পটু হইলেন যে শিক্ষকেরা তাহাকে প্রাণতুল্য দেখিত আহা ! মা আমার যখন তের বছরে পা দিলেন একে সেই রূপের কাঁদি, স্বরটী অতিমিষ্ট, নাচ গানও বিলক্ষণ শিখিলেন, আমি মনে করিলাম, আর আমার ভাবনা কি ? এখন ভুবনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াই কাল কাটিবে। একদিবস লাহিড়ী

মহাশয়কে আমি বলিলাম যে "ভুবনমোহিনীর বয়স্‌কাল উপস্থিত, এখন কি করি বল দেখি ?" তিনি উত্তর করিলেন "তাইত আমিও কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ইচ্ছা একটী মনোমত পাত্র পাই ত উহার বিবাহ দিই" আমি বলিলাম "সেত অতি উত্তমই হয়, কিন্তু এঁটোকুড়ের পাত কি স্বর্গে যায়, ভুবন জন্মাবধিই আমাদের এই সকল আচার ব্যবহার দেখিতেছে, এখন কি ও ঘরের বৌ হইয়া থাকিতে পারে ?"। লাহিড়ী মহাশয় আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "তবে তোমার মতে এখন কি করা উচিত বল দেখি ?" আমি বলিলাম "একা আমার মতে কি হয়" লাহিড়ীমহাশয় বলিলেন "তবু তোমার মনের কথা কি ? বল না কেন ?" আমি বলিলাম "মনের কথা বলি বলি করি আবার ভয়ও হয় তা না বলিলেই বা কি হইবে, যাহা হউক কথাটী কি ? আমাকে অনেকেই অনেক কথা বলে সে সব থাকুক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি রাধিকামোহন বাবুর ভাব ভঙ্গীতে বোধ হয় ছেলেটী মন্দ নয়, তিনি সর্ব্বদা আমার কাছে ভুবনের সুখ্যাতি করেন, শুনিলাম মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন বলিয়াছেন, কেবল তোমার আমার মতের অপেক্ষা আছে, তা কি বল ?"

এ কথায় লাহিড়ীমহাশয়, ক্ষণেক উত্তর না করিয়া মৌন হইয়া থাকিলেন, পরে "বিবাহ দেওয়া না হইলেই অগত্যা তাহাই কর্ত্তব্য কিন্তু" বলিয়া পুনরায় মৌন হইলেন। আমি বলিলাম "কিন্তু কি ?" তিনি উত্তর করিলেন "না এমন কিছুই নয় তবে আমাদিগের এখানে থাকা"--এই কথা শুনি বা মাত্র বলিলাম "সে কি কথা ? মেয়ে কোন মতেই আমার কাছ ছাড়া করিব না ইহাতে ভাল মন্দ যিনি যাহা বিবেচনা করেন করুন।" লাহিড়ী

মহাশয় অতি নিরীহ ছিলেন, আমার রাগ হইয়াছে মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "না না আমি তা বলি না রাগ কর কেন? তবে বলি কি আমার অজ্ঞাতে যাহা জান অর্থাৎ আমি যাহাতে লজ্জা না পাই তাহাই করিবে।" সে কথায় আমি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলাম, বলিলাম 'ভাল রে ভাল! যখন সাধ দিলে মেয়ের ভাত দিলে তখন লজ্জা কোথায় ছিল? এখন একটী ভদ্রসন্তান জামায়ের মত আসা যাওয়া করিলেই কি যত লজ্জা?" লাহিড়ীমহাশয় আর কোন উত্তর দিলেন না, পরে রাধিকামোহনের যাতায়াতে আমি অতুল সুখী হইলাম। বৎসরেক পরে লাহিড়ী মহাশয়ের স্বর্গলাভ হইল তাঁহার বিয়োগ জন্য শোকেই কাতর হইলাম ভুবনের কল্যাণে আর কোন অসুখ ছিল না।

কিছুদিন পরে দুর্গাদাস নামে এক জন নাপিতের ছেলে সময়ে সময়ে আমাদিগের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, ক্রমে তাহার সম্বন্ধে লোকে ভুবনের অপযশ ঘোষণা করাতে আমি সতর্ক হইলাম এমন কি, দুর্গাদাস যাহাতে আর না আসে এরূপ করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, মেয়ে আমার দিন দিন অবশ হইয়া উঠিল, রাধিকা বাবু এইরূপে বিরক্ত হইলেন, আশা যাওয়া একেবারে বন্দ করিলেন, তখনও কিছু সঙ্গতি ছিল, দিনপাতের ক্লেশ ছিল না, কিন্তু কলসির জল, কতক্ষণ থাকে? অন্য কোন ভদ্রলোক এক দিনের অধিক আইসে না, ভুবন দুর্মুখের শেষ হইল, লোক্‌কে কটু কথা ভিন্ন বলে না।

এই সকল দেখিয়া আমি তাহাকে এক দিন বলিলাম হ্যাঁ গো মেয়ে? তোমার কি এই উচিত ব্যবহার? সে উত্তর করিল

"কেন তোমার মনের মত তুমি কল্লে, আমিও আমার ইচ্ছা মত চলিব।"

"তবে তোমার বাড়ীতে কে আসিবে?"

"আসার ফলই বা কি?"

"শেষটা বুঝি এই হোলো?"

"তা হোলো বৈ আর কি?"

"তোর কি লজ্জা নাই। ধর্ম্ম ভয় ত নাই?"

"তা এ পথেই নাই।"

"পোড়া কপাল!!"

"তা বলা বেসির ভাগ, আগে কপাল পুড়েছে, তবে তোমার পেটে জন্মান হয়েছে"

"তবে কি এখন এইরূপেই দিন কাটাতে হবে?"

"হবে বৈ কি?"

আমি আর কোন কথা বলিলাম না, ভাবিলাম দিন কাল অতি মন্দ, ভাল মন্দ যাহাই হউক, নাড়ী ছেঁড়া ধন, কাছে থাকিলেও অন্তর সোয়াস্তি থাকে, অধিক টানা টানি করিলে ছিঁড়ে যাওয়া—সম্ভব যদি দুহাত তফাত হয়, তখন চিরটা কাল কান্না সার হইবে, এখন ছেলে মানুষ, কতকদিন পরে বোধ সোধ হইলেই আপন ইচ্ছায় বাধ্য হইবে, কিন্তু পোড়াকপালীর কপালে যে ভয় করিলাম, তাহাই ঘটিল। দিন কয়েক পরে এক দিন সকালে উঠে দেখি যে, ঘরে সোণা রূপার জিনিস পত্র কিছুই নাই পোড়ারমুখী যথা সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছে, যে দুর্গা-দাসের কথা বলিয়াছি তাহার বাটীতে শুনিলাম সে এক দিন পূর্ব্বে কোথা গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই। আমি

সাধ্য মত স্থানে স্থানে তত্ত্ব করিলাম, কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না সকল লোক একবারেই উথলিয়া উঠিল দিন রাত কাঁদি, মুখে একবিন্দু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা করে এমন কেহই নাই আবার পোড়া পেটের ভাবনাও প্রবল, অবশিষ্ট—যে কিছু জিনিস পত্র ছিল বেচে কিনে দিনপাত করিতে লাগিলাম, তখনও কাল যে আমার চিরকালের মতন কালের স্বরূপ হইবেন এমন বোধ ছিল না, কোথাও না কোথা আছে আমার এই দুঃখের কথা শুনিলে অবশ্যই দেখা দিবে, আমার মেয়ে ত, বরং এবার না হয় আর কিছুই বলিব না, ইহাই ভাবিলাম. কিছু দিন পরে শুনিলাম যে দুর্গাদাস বাটীতে আসিয়াছে শুনিবা মাত্র মনে ভাবিলাম হয়ত ভুবনমোহিনীও সঙ্গে আছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল "আমি ভুবনের কোন সংবাদ জানি না" এই কথা শুনিয়াই পৃথিবী শূন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিয়া "বুকফেটে যায় যে" বলিয়া —কাটা কলাগাছের সমান মাটিতে পড়িলাম, ক্ষণেক পরে মনে হইল মা বুঝি আমার ঘরে আছে বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম ঘরে আসিয়া "ভুবন? ভুবনমোহিনী? মা ভুবন? তুমি কোথায় গেলে?" এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম। মনুষ্য শরীরে সকলই সয় এখন আর সে শোক নাই তাপও নাই আবারই পেটের দায়েও লালায়িত যে সকল লোক এক বার আমাকে দেখিবার আশায় আমার চাকরাণীকে মুটো মুটো টাকা দিতে কাতর হইত না. যে সকল লোক কেনা গোলামের মত, দিবারাত্র মন রক্ষা করিতে ত্রুটি করিত না এবং যে সকল লোক আমার মাত্রা ধরিলে সর্ব্বনাশ অনুভব করিত; এক্ষণে তাহা-

দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যায়, এখনও কোন প্রকারে কায় ক্লেশে দিনপাত করিতেছি, পরে যে আরও কি দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা ভগবান জানেন, শরীরেও বল নাই যে দাসীপনা করিব তাহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? আমি বেশ্যা সকলেই জানে, গৃহস্থের বাটীতে স্থান পাওয়া সম্ভব নহে, যদি ভিক্ষা করিতে যাই সকলে উপহাস করিবে। আহা! যদি সংসারে থাকিতাম মোটা ভাত কাপড়ের জন্য ক্লেশ হইত না, ধর্ম্ম বজায় রাখিলে পরকালের পক্ষেও মঙ্গল ছিল, কপালের ভোগ, ইহকাল পরকালে জলাঞ্জলি দিলাম, পথের কাঙ্গালিনী হইলাম, আরও শেয়াল, কুক্কুরেরও অধম হইয়া সকলের কাছে লজ্জিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে। মা! এ পথের যে সুখ সে সমস্তই বলিলাম এখন আজিকার মত আমরা আসি"।—তখন বিমলা বলিল, কেন ভাই, সে কথাটা বল না?

কমলা—"আবার কোন্ কথা?"

বিমলা—"কেন পাগল হওয়া"

কমলার ক্ষিপ্তাবস্থার ব্যবহার এবং রঙ্গভঙ্গী সকলের মনে অনুভূত হইবামাত্র, সকলেই এককালে মহাশব্দে হাসিয়া উঠিল; হাসির ধ্বনিতে ধনমণি 'এত হাসির ঘটা কিসের গো?' বলিয়া তথায় উপস্থিত হইল, ধনমণির কথায় কানন উত্তর করিল "আমাদিগের হাসির কারণ শুনিলে তুমিও হাসিবে, কিন্তু মাসী তুমি এলে ভাল হলো, মাসী তোমার পায়ে পড়ি, কমলার সেই তোমার বাড়ীর কাণ্ডটা একবার বল।"

"নে বাছা আর পোড়াস্ নে, সেটা কি বড় সুখের কথা নাকি?"

কুসুম,—"মাসী আমার মাতা খাও একবার বল?" ধনমণি "দেখ দেখি? মেয়ে গুলো ক্ষেপে উঠলো নাকি?" কুসুম-"বাছা, বলে মার বোন্ মাসী এইবার দয়া মায়া সব বুঝবো?"

ধন—'এযে তোদের বড় অন্যায় তোরা আপনা আপনি যা জানিস্ কর্, আমায় বকাস্ কেন? আমি বুড়ো মাগী, তাই কমলার অসাক্ষাতে হয়ত হয় ও মুখ খানি মলিন করে রয়েছে, আমি এখন কি করি? কমলা, কিছু মনে করিস্নে মা? ছুঁড়ীটে মাথার দিব্বি দিলে যে।'x

---

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

পাগ্লামী।

ধনমণি সকলের অনুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া অগত্যা কমলার পাগলামীর পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, ধনমণি বলিল—বেলা প্রায় একপ্রহর, মাতায় লাল কাপড়ের পাগড়ী, একখানী চিরকুট মলিন ছেঁড়া নেকুড়া পরা, ধোপারা যেমন শীত কালের সকালে গলায় পেচ দিয়ে গায় কাপড় বেঁধে কাপড় ধোলাই করে, সেইরূপ গলা থেকে কোমর পর্য্যন্ত একখানা মলিন কাপড় বাঁধা, হাতে একটা হুঁকো কল্‌কে, কমলা হেল্‌তে দুল্‌তে উপস্থিত, আমি সেইরূপ দেখে বল্লেম, "কিগো কমলা যে? কি মনে করে?' কমলা উত্তর কল্লে "হুঁ

তোমাকে মোজরো দেখাতে এলেম," ভাবিলাম পাগলের মনে যা উদয় হয় তাই ভালো, ভেবে বল্লাম তবে দেরি কি? এই কথা শুনেই নাচ গান আরম্ভ হোলো হাতের হুঁকোটা কাণের কাছে কাত্ করে ধল্লে, সেটা একতারা হলো, আঙ্গুল নেড়ে বংবংবং, বংবংবং, বংবংবং একবার বাজনা হলো পরে গান আরম্ভ কল্লে।

গান।—"কম্‌লী রাঁড়ী মজ্‌লো, মেয়েটা ফেলে পালালো" বাজনা বংবংবং, বংবংবং, ছিঁড়ে গেল, একতারার তার ছিঁড়ে গেল। আবার হুঁকো বাঁ হাতে, ডান হাত বুকে গান।—"মেয়েটা আমায় মজালে, আলুভাতে খাওয়ালে" নাচ এবং মুখে বাজনা—"ধাপ, ধুমুর, ধাপ, ধুমুর" পুনরায় গান "মায়ে মনে হলোনা, আমার মুখতো চাইলে না, ধাপ ধুমুর, ধাপ ধুমুর, ধাপ ধুমুর।" নাচ্‌তে নাচ্‌তে গান; "মজলো বেটী ছোটোতে, কি বল্‌বো তার পিরীতে, ধিন্ ধিন্, ধিন্ ধিন্, ধিকুর ধিন্, ধিকুর ধিন্" বাঁহাত কোমরে, ডান হাতে তামাক খেতে খেতে দাড়ানো হলো আমি বল্‌লাম কমলা বোসো? তামাক খাও, কেবা সে কথা শুনে? যেন কে কাকে বল্‌চে, সে কথায় কাণ না দিয়ে গান আরম্ভ "কি খাওয়াবে বলনা, মেয়ে এনে দেওনা" ধুপ ধাপ, ধুপ ধাপ, ধুপ ধাপ।—গান।—"আমি আর খাব কি, সেমেয়ে আর পাব কি? ধিক্ তোরে রে, ধিক্ তোরে রে, কমলা রে ধিক্ তোরে রে।"

ধনমণির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, কমলাও হাসিতে হাসিতে "নে বাবু আর কায নাই।" ধনমণি "আর এইটে হলেই হয়, রাত্‌ও হয়েছে তোমরাও

বাড়ি যাও, আমিও শুই।" কমলা "বল? যত মনে থাকে বল, আর খেদ রাখা কেন?" ধনমণি "আমি বড় বিপদেই পড়্লেম, রকম দেখে হাসি রাখ্তেও পারি না আবার ভাব্লেম, হাস্লে পাছে গালাগালি দেয় কি করি? মুখ চেপে চুপ করে থাক্‌লেম, বিরক্তও হলেম, মনে কল্লেম আপদ বিদায় হলে বাঁচি, পোড়াকপালীর মেয়ে, ঝাড়া এক প্রহর এইরূপ নৃত্য গীতের পর সেই উঠানেই শয়ন কল্লেন, আমি বল্লেম ও আবার কি ভাব? উত্তর।—"কিছু বলো না নন্দায়ের কাছে শুয়েছি" আমি বল্লেম, "তোমার পোড়া কপাল, নন্দাই কোথায়" সে কহিল কেন? "পাড়ার যত ব্যাটা ছেলে সবইত নন্দাই। নেচে গেয়ে হাঁপিয়ে পড়ে যুড়ুতে এলেম, তোমার হিংসে হলো নাকি? জান ত নন্দায়ের চেয়ে আর কি আছে, স্বামী অপেক্ষায় নন্দায়ের বেসি যত্ন।"

এইরূপ কত কথা বল্লে, খানিক চুপ করে থাক্‌লো পরে আপন ইচ্ছায় উঠে গেল, বল্‌তে কি পুলিন অনেক যত্নে কমলাকে আরাম করেছেন। এইরূপে কমলার আখ্যান সমাপনান্তে সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করিল। দুঃখিনী কমলার অবস্থা বিশেষের পরিচয় শ্রুত যত আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া, অবশেষে কন্যা বিচ্ছেদে কমলা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল স্বভাবের কি অপূর্ব্ব মহিমা? অপত্য স্নেহের কি অকৃত্রিমতা? কমলা বেশ্যা, কন্যা কুপথ গামিনী হইলে তাহার লোক লজ্জার বা অবমাননার আশঙ্কা ছিল না, জাতি নষ্টও হইত না, কেবল বলবতী মায়া তাহার বাহ্য জ্ঞান হরণ করিয়াছিল, হা! অপত্য বৎসলা জননি! আমি কি অভাগিনী? আমি

আজন্ম ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার সুকোমল স্নেহ রস আস্বাদনে সক্ষম হইলাম না, আমি একবারও তোমার অমৃতময় বাৎসল্য বাক্য শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না, আমার এই তাপিত শরীর তোমার পবিত্র হস্তের লালন কর্ত্তৃক চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইলাম না, তোমার পরমারাধ্য পদদ্বয় সেবনে হস্তের তথা স্নেহময় মুখ দর্শনে নয়ন যুগলের সাফল্য সাধনে বঞ্চিত হইলাম, তুমি কি জীবিত আছ? তাহা হইলে আমার বিচ্ছেদে কতই ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কত বা রোদন করিতেছ, মাতঃ! এই দুর্ব্বিনীতা দুহিতা বুঝি এজন্মে তোমার প্রেম প্লাবিত উৎসঙ্গের যোগ্যা হইল না, এবম্প্রকার বিলাপ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

বিমলা।

রজনী অবসন্না. নবোদিত রবির ছবিতে পূর্ব্বদিক্ বিকশিত করিতেই, সূর্য্য মণ্ডলের লোহিত দ্যুতি বসুমতীর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল; ক্রমে বেলা একপ্রহর, দুইপ্রহর, তিনপ্রহর হইলে বেশ্যাগণ আপনাপন আবশ্যক কর্ম্ম সমাপনান্তে দুঃখিনীর

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর স্বাগত সম্ভাষের পর বিমলা স্বীয় অবস্থা বিশেষের প্রকৃত প্রস্তাবনায় প্রবেশ করিল।

বিমলা কহিল—"আমিও ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, বয়স যখন আমার প্রায় নয় বৎসর পিতা চারিশত টাকা পণ লইয়া এক বংশজ ব্রাহ্মণের হস্তে আমাকে বিক্রয় করেন, কিম্বা বিবাহ দিলেনই বলি। যিনি আমার স্বামী তাঁহার বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, তখন তিনি নিতান্ত লোক মন্দও ছিলেন না, উপায়ক্ষমওবটেন, সংসারে পুরুষ তিনিই, স্ত্রীলোকের মধ্যে মা আর এক বিধবা ভগ্নী। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অন্য কোন চরিত্র দোষ ছিল না বটে কিন্তু বড় মুখরা ছিলেন, আবার ভাগ্য ক্রমে বৌকাঁটকী হইয়া উঠিলেন। আমি এগার বৎসরে পা দিতেই স্বামী আমাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, আমি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে শাশুড়ীকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন কি না জানি না কিন্তু বলিলেন "বাছা কটা চামড়ায় আমি ভুলি না, একটী গাদা টাকা তোমার দাম, মনে করিলে বুক ফেটে যায়; যেমন এলে এখন মানুষের ঝি হওত সংসারের কায কর্ম্ম মন দিয়ে কর্‌বে, মেয়ে ছেলের রত-ছরতই মূল, নৈলে সবই মিথ্যে" এই কথা গুলি তাঁর প্রথম দিনের আদর করা, পরের ব্যবহার ভাবেই বুঝ্‌তে পার্‌লে, আমি আদর শুনে ভাবিলাম পিতা মাতা কি টাকার লোভে আমাকে রাক্ষসীর হাতে সমর্পণ করিলেন?

নূতন বৌ ঝি এলে গেলে প্রতিবাসীরা আসে যায়, দেখে শুনে, আমি তাহার কিছুই দেখিলাম না, গিন্নীর মুখের গুণে

কারও সঙ্গেই প্রায় মুখ দেখা দেখি ছিলনা, সুতরাং কেহই আইসে নাই, কেবল আমার সমবয়সী দুটী কৈবর্ত্তের মেয়ে এক-বার আমার কাছে এসে বস্‌তেই, ঠাকুরুণটী এমনি মুখ নাড়া দিলেন যে তারা পালাতে পথ পায় না। বৈকালে দুটা আদ বুড়ো মাগী এলো তাহাদের আকার প্রকারে বোধ হলো তারা এক এক জন তাঁরই মতন, বাড়ীর ভিতর ঢুকেই "কৈ গো দিগম্বরের মা তোমার বৌ কোথায়" বলিবা মাত্র শাশুড়ী ঠাকুরাণী—বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন "ঘরে আছেন দেখ গে" তাহারা আমাকে দেখিয়া "তাইত বেশ্ বৌটী যে? আহা! হোক হোক বেঁচে থাক" বলে বাহিরে গেল এবং গিন্নীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল, সে অনেক কথা আমি সকল শুন্‌তে পেলেম না। কেবল ঠাকরুণটীর মুখে এই কথাটী শুনিলাম "আর বোন্ এত দিন ছেলে আমার ছিলেন এখন ভাগের হলেন, তাই বা কি, যে দিন কাল তিন দিনে গিলে বস্‌বেন, তা হলেই চিত্তির" এই সকল শুনে আমার মনে বড় ভয় হলো. পর দিবস হইতে আপন ইচ্ছায় সংসারের কায কর্ম্ম করিতে লাগিলাম, কেহই বারণ করেন না বরং সমুদায়ই ক্রমে ক্রমে আমার ঘাড়ে চাপান হইল, আমি প্রাণ পণে খাটি, আর নির্জ্জন পাইলেই কাঁদি। কাল শাশুড়ী কি ননদ এক লহমার নিমিত্ত আমাকে যত্ন কিম্বা শ্রদ্ধা করেন না, খাওয়া দাওয়ার বিষয় হাঁড়ির ভাতের স্বাদ ভুলি-লাম, হাতের পাতের দু এক মুটা খেয়ে কোন রূপে প্রাণ ধারণ করি। গিন্নীটী এতেও সন্তোষ নন ক্রমে পাতের ভাতেও হাত খাট করিলেন আমার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিল। স্বামীর স্বাদ তখন জানিতাম না বটে কিন্তু যদি তিনিও সময়ে সময়ে কাছে

আসিয়া কখনও দু একটী মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিতেন কতক শীতল অবশ্যই হইতাম, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী সদাই তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতেন "কি কুকর্ম্মই হয়েছে, টাকা গুলো জলে ফেলা হলো এক রাশ টাকা দিয়ে বৌ আনলেম সেটাকে দেখলে হরি ভক্তি উড়ে যায়, আমরি ! সোণা কুঁকি কি মেয়েই আমার পোড়া কপালের জন্যে বিইয়ে ছিলেন, রূপ ত কত, উঁচু কপালী, চিরুন-দাঁতী, বরা খুরী কুলক্ষণ যে গুলি তা সবই আছে, অমন বয়সে লোকের বৌ ঝি এক একটা মাগীর মত হয়, ইনি দিন্‌কে দিন বেগুন গাছে আংশী দিচ্ছেন ; তাই নয় ফুটফুটেটীই হোক তাও নয়, আজও চক্ষের পিচুটী ঘুচলে না. নাক ভড়্ ভড়্ করে, কাণে পূঁজ গড়ায়, অমন পেত্নীর কাছে ত ছেলেকে শুতে দেওয়া হয় না" এই সকল কথায় ঘৃণাতেই হউক কিম্বা লজ্জাতেই হউক স্বামী আমার মুখও দেখিতেন না। মনের দুঃখ মনেই নিবারণ করি, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইনা যে তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া সুস্থ হই।

এই প্রকারে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এবং যৌবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইল, দ্বিতীয় বিবাহও হইয়া গেল, তখন ঠাকুরুণটী লোক লজ্জা ভয়ে আমার স্বামীকে আমার ঘরে আসিতে বারণ করিতেন না কিন্তু সর্ব্বদাই আমার নানা প্রকার নিন্দা করিতেন, এমন কি তাঁহার অঙ্গুরী, কিম্বা এমন কোন জিনিস যাহা অনায়াসে লুকান যায় তাহা নিজে গোপন করিয়া আমাকে অপবাদ দিতেন। আমিও তাঁহার অতিশয় মাতৃভক্তি দেখিয়া শাশুড়ী ননদের বিপক্ষে কোন কথা বলিতাম না, জিজ্ঞাসা করিলেও নীরব হইয়া থাকিতাম, তখন আমার মনে

এই ছিল যে ইনি আমার স্বামী, কিছু দিন একত্র সহবাসে আমার স্বভাব চরিত্র অবগত হইবেন, তখন আর আমার কোন ক্লেশ থাকিবে না, কিন্তু ভাবিলাম এক ঘটিল আর ; ঠাকুরুণটীর নিয়ত কাণ ভাঙ্গানিতে আমার স্বামী আমার উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, আবার একত্রে শয়ন করাও বন্দ হলো, আমার যে দুঃখ সেই দুঃখ, কিন্তু তখনও ভাবিতাম আবার দিন পাইব, কিন্তু দিনে দিনে বাঘিনী শাশুড়ীরই মনস্কামনা পূর্ণ হইল, আধিপত্যের সীমা নাই, ক্রমে আমাকে ঠোনাটা ঠানাটা, গুঁতোটা গাঁতাটা, চড়টা চাপড়টা মারাও আরম্ভ করিলেন।

এক দিন আপন মনে আমাকে কত মত কটু কাটব্য বলিতেছেন, আমি শুনিয়া বলিলাম "বাপ্‌রে আর সয়না" এই কথা শুনিবা মাত্র মাঠাকুরাণী, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, "তবে তোমার সমান উওরও আরম্ভ হলো" বলিয়াই একখানা চেলা কাট ফেলিয়া আমাকে নির্দ্দয় আঘাত করিলেন। আমি সেই কঠিন আঘাতের বেদনায় রোদন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বসিয়া আছি এমন সময় স্বামী অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার মনোবেদনার সঙ্গে সকল বেদনাই দূরে গেল, ভয়ও থাকিল না, ভাবিলাম ইঁহার অসাক্ষাতেই পীড়ন করে, সাক্ষাতে আর ভয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এতেও মন উঠ্‌লো না অতঃপর মেয়েটীর দ্বারা নালিশ করান হইল, সে আমার স্বামীর সম্মুখে কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল "দাদা, বৌ আজ আমায় বাপান্ত কল্লে"। আমি শুনেই আবাক, আমার স্বামীর হাতে একটা লোহার সিক ছিল, তিনি ঐ কথা শুনিয়াই সরোষে আমার সম্মুখে আসিয়াই " যে জিহ্বায় তুমি এত বড়

কথা বলিলে সেই জিহ্বাকে উচিত শাস্তি দিই" বলিয়া আমার মুখে খোঁচা মারিলেন. আমি দেখিয়া বিমুখ হইলাম তথাপি ব্যর্থ হইলনা, খোঁচাটী ভ্রূর উপর লাগিল, রক্তধারে চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল, কান্নার অবকাশ নাই, কেবল এই মাত্র বলিলাম "তুমিও আমাকে বিনা অপরাধে এমন কঠিন আঘাত করিলে, তোমারও কি এই উচিত হইল? তবে আর যুড়াইবার স্থান কোথায়, আমি কেবল তোমারি মুখ চাহিয়া প্রাণ ধারণ করি, যদি আমার কপাল গুণে তোমার মনেও এত ঘৃণা হইয়াছে তবে আর আমার প্রাণ ধারণের আশা কেন? বার বার জ্বালাতন করা অপেক্ষা এক-বারেই যা হয় কর, তোমরাও নিষ্কণ্টক হও আমিও শীতল হই"। সেই পাষণ্ড "হাঁরে হারাম জাদি তোমার নষ্টামী আমি সবই জানি," এই মাত্র উত্তর করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি সেই অবস্থায় ক্ষণেক রোদন করিলাম, পরে আপনার সেবা ও সান্ত্বনা আপনিই করিয়া সুস্থ হইলাম। একবার মনে করিলাম আত্মঘাতী হই, আবার ভাবিলাম তাহাই বা কেন? যাহাতে জীবিত থাকি অথচ এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই এমত কোন উপায় করা উচিত; তবে কি বাপের বাড়ীই যাওয়া ভাল? তাহা নহে, এ অবস্থায় সেখানেও মান নাই, আত্মীয় স্থলে মান অভিমান বুঝিতে হয়। তবে কি করি? কোন অপর গৃহস্থের আশ্রমে দাসী বৃত্তি করিব, সেই উত্তম, কিন্তু পাছে ধর্ম্মনষ্ট হয় এই ভয়ে কিছুতেই ভরসা হয় না। মনে করি যদি আর আমাকে কিছু না বলে, এক বেলা এক মুটো নিরা-পদে খেতে পাই তবে এরূপেও কিছু দিন কাটাই। যাহাই হউক যখন স্বামী আমার বর্ত্তমান আছেন কখনও না কখন যদি তাঁহার দয়া হয় তবেই সুখী হইব; কিন্তু দেখিলাম দিন দিন যাতনা

বৃদ্ধিই হইতে লাগিল, কাহারও মনে দয়ার লেশ দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপ কিছু দিন গত হইল, প্রতিবাসী একটী শূদ্রের মেয়ে কখন কখন আমার কাছে আসিত, তাহার নাম কি জানি না, সকলে তাহাকে বৈকুণ্ঠের মা বলিয়া থাকে। সময়ে সময়ে গোপনে অর্থাৎ আমার শাশুড়ী কি ননদের অনুপস্থিতিতে সে আমার প্রতি প্রকারে ভাল বাসা প্রকাশ করিত। আমি যখন দেখিলাম যে সংসারের নিষ্ঠুরতা আর কিছুতেই সহ্য হয় না, তখন সেই মাগীকে বলিলাম "বাছা তুমি যদি আমার প্রাণ বাঁচাও তবেই বাঁচি" সে উত্তর করিল "কেন মা কি কত্তে হবে বলো? বাপের বাড়ী যাবে"; আমি বলিলাম "না আত্মীয় স্থলে আর যাইব না, যদি বিদেশে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসীপনা করিতে হয় সেও ভাল, তবু আর আপনার লোকের মুখ দেখি এমন ইচ্ছা নাই, আর আমার আপনার লোকই বা কে আছে? আমার দুঃখে দুঃখী হইবার কেহ থাকিলে এত ক্লেশ কেনই বা ভোগ করিতে হইবে" এই কথা বলিতে বলিতে আমার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত ধারা বহিতে লাগিল, বৈকুণ্ঠের মাও আমার কান্না দেখে কান্না যুড়ে দিলে, কিন্তু এখন বোধ হয় তাহার সেটা মায়া কান্না. মনের সহিত নয়; পরে "হা হতভাগীর ঝি? এমন কপালও করেছিলি, কেঁদে কেঁদে জন্মটা গেল" বলিয়া আপনার চক্ষুর জল নিবারণ করিয়া যত্নের সহিত আমারও চক্ষু এবং মুখ মুছিয়া দিল। যাহা হউক আমি তাহাকেই তখন আমার পরম সুহৃদ্ জ্ঞান করিলাম, তাহার দুটী হাত ধরিয়া বলিলাম "আমার আর কেহই নাই, মা বাপ, ভাই. ভগ্নী, সকলি তুমি, অতএব তুমি ভিন্ন আর

আমার প্রাণ রক্ষার কোন উপায় নাই"। সে উত্তর করিল "মা আমি তোমার দাসী তোমার মনের কথা কি বলো, সাধ্য মতে তোমার মানস পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব"। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "মনের কথা আমার এই যে যাহাতে ধর্ম্ম আর প্রাণ বজায় থাকে যদি এমন কোন উপায় করিতে পার তবে এ যাত্রা রক্ষা পাই, উপায় আর কি কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের ঘরে দাসী হইয়া থাকি সেও আমার পক্ষে ভাল বোধ হইতেছে, এমন কোন সুযোগ কি তুমি করিতে পারিবে ?" সে এই কথা শুনিবামাত্র কাণে হাত দিয়া "রাম রাম! এও কি কথা গা। কোন্ বেটা বেটীর এমন ভাগ্য যে তোমার পার ধূলা দেখ্‌তে পায়, তুমি মাথার মণি যার বাড়ীতে তুমি পদার্পণ কর্‌বে সে তোমাকে চিরকাল মাথায় করে রাখ্‌বে, এমন একটী মেয়ে ছেলের জন্যে লোকে লালায়িত হয়, তাতে তোমার অকপণের রথ তোমার থাকার জায়গার অভাব কি ? আমি এমন বাড়ীতে তোমায় রেখে আস্‌তে পারি যে তাহারা তোমাকে আঁচলের সোণা করে রাখে; তবে ভয় হয় কেউ টের পেলে আমার মাথা মুড়িয়ে গাঁর বাহির করে দেবে।" আমি বলিলাম "প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা কি ? তুমিত আমার সঙ্গে থাকিবে না।" সে কহিল "তুমি না বল্লে আর কোন ভয় নাই।" আমি কহিলাম "আমি কার কাছে বলিব ? তুমি আমার জাতি প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে আমি তোমার ক্ষতি করিব ইহাই কি ধর্ম্ম ?" সে এই সকল কথা শুনিয়া বলিল "তবে আমি চল্লাম, এখনই স্থির করে ফিরে আস্‌চি, আজই রাত্রে নিয়ে যাব ; যাবে তো ?" আমি বলিলাম, "এক্ষণে হইলে রাত্রে প্রয়োজন নাই"।

তখন বৈকুণ্ঠের মা কোথায় গিয়াছিল জানি না, সন্ধ্যার সময়ে একবারমাত্র আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া সঙ্কেতে আমাকে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল যে "সব ঠিক, আমি কানাচে।" আমি তদবধি কেবল সুযোগের অনুসন্ধানে রহিলাম, রাত্র এক প্রহর অতীত হইল, সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, আমিও অন্দর মহলের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াই বৈকুণ্ঠের মাকে দেখিতে পাইলাম এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলাম। যে পথে গেলাম বোধ হইল সে পথ নহে, সেটা নির্জ্জন বাগান; সেই বাগানের কতক দূর গিয়া বৈকুণ্ঠের মা বলিল 'বাছা রাত্রি কাল, দুটীই মেয়ে মানুষ, দেখলে পাছে কেউ ধরে, তার চেয়ে তুমি একটু বোসো, আমি এক খান পালকী ডেকে আনি!" আমি তখন অতিশয় দুর্ব্বল, চলৎশক্তি প্রায় ছিল না, কাযে কাযেই তাহার মতে মত দিলাম, সে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। সেই নির্জ্জন বনে আমি একাকী কত মত ভাবিতে লাগিলাম, এমন সময় পালকী সঙ্গে বৈকুণ্ঠের মা আসিয়া উপস্থিত; তখন দুই জনে পালকীতে প্রবেশ করিলাম, তার পর আর কিছুই দেখি নাই। অনেকক্ষণ পরে যে স্থানে যাইবার তথায় পৌঁছিলাম, যে বাড়ীতে গেলাম সে একটী প্রকৃত অট্টালিকা, বোধ হইল কোন ধনবান লোকের বাড়ী হইবে; একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন, বৈকুণ্ঠের মাও সেই অবসরে কোথায় গেল আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। যে ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহার সজ্জা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। উত্তম বিছানায় শয়ন করিয়া রহিলাম, কিন্তু নিদ্রা হইল না, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত

হইল, আমি উঠিয়া দেখিলাম উপর নীচে যতগুলি ঘর সকলগুলিই কিছু কিছু ইতর বিশেষে উত্তম রূপে সাজান, বাড়ীতে কেবল কয়েকজন স্ত্রীলোক, সকলেরই পৃথক পৃথক ব্যবহার। এক বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা হাঁড়ী, আমি তখন কিছুই জানি না, ইহারও কারণ অবধারণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, একবার মনে করিলাম বুঝি এ দেশের এই পদ্ধতি; আবার ভাবিলাম যদি তাহাই হয় তবে বাড়ীতে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই না কেন? স্ত্রীলোকগুলিরও আচার ব্যবহার ভাব ভঙ্গি ভাল বোধ হইতেছে না, মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই, কি বলিয়াই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, মন কিছুতে স্থির হয় না। কিঞ্চিৎ পরে স্নান ভোজন করিলাম, বেলাও শেষ হইল, তখন দেখি বাটীর সকলেই দিব্য দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিতা হইল, দুই একটী পুরুষেরও গমনাগমন হইতে লাগিল, এবং নানাবিধ গান বাদ্য ও হাস্য পরিহাস আরম্ভ হইল, তখন মনে আর সন্দেহ রহিল না, স্পষ্টই বুঝিলাম সেটী বেশ্যালয়; ভয়ে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, রাত্রে আমি যাহার ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম তাহার নাম কৃষ্ণপ্রিয়া, তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার কথায় আরও ব্যাকুল হইলাম। "বৈকুণ্ঠের মা কোথায় গেল' এই কথা বলিবা মাত্র সে রায়-বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমার মুখের উপরে হাত নাড়া দিয়া বলিতে লাগিল " আহা! নেকী লো! ওঁর বৈকুণ্ঠের মা যেন ওঁর জন্যে কানাচে বসে রয়েছে আর কি? এই গুণে তুমি পেটের ভাতের আরীজ, দেনায় লণ্ড ভণ্ড, শ্রী নাই, ছাঁদ

নাই, আজ এখানে, কাল ওখানে করে করে বেড়াও বটে? তা না হলেই বা এমন বয়সে ঐ পথে দাঁড়িয়ে অমন দশা কেন? আমি আগেই শুনেছি এমনি করে করে কাঁদ্‌তে, লোক জনের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে না, তাতেই না তোমার এত দুর্গতি? এখানে তা হবে না বাছা! এক দিন দেখ্‌বো, দুদিন দেখ্‌বো, আদর করবো, ভাল কথা বল্‌বো, তার পর এ কিস্তি বাড়ীওয়ালীর মুখ একবার ছুটলে বাপের বাঁচোয়া নাই; তা এখন অমন করে থাক্‌লে আর কি হবে? 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন', তোমার জন্যে এক আজলা টাকা বেরিয়া গেছে আমিই রূপ দেখে দিয়েছি, সেরূপ দেখে আর কেউ দিবে না, আমার অনেক শ্রমের কড়ি, সহজেও ছাড়্‌বো এমন মনে করো না, যখন এ পথে এসেছো তখন কান্নাই ত অভরণ, এখন দিন থাকৃতে দিন কতক উপায় উপার্জ্জন করে রাখ্‌তে পাল্লে কিছুদিন সুখে থাক্‌তে পারবে নৈলে আজও যে দশা কালও তাই। আমরা বলি, ঘর থেকে বেরুলে, পাঁচ জায়গায় ঘর কোল্লে, দেশে দেশে বেড়ালে, তখন মনে ছিল না, বৈকুণ্ঠের মা ত চোর দায়ে ধরা পড়েনি? সে তোমার আর কত কর্‌বে, তবু সে গরিব, নিজে যা দিয়েছে, তোমায় বড় ভাল বাসতো বলে ছেড়ে দিলে, তোমার জন্য দেনারও জামিন ছিল, ভাগ্যে আমার কাছে থেকে পেলে তাই তার প্রাণ মান বজায় থাক্‌লো। তুমি যে মেয়ে তোমার আশায় থাক্‌লেই তার এই ফল, পরকালের দফাই শেষ হতো। আর কান্না কাট্‌নাই বা কার জন্যে কর? এই যে এতকাল একমুখো রুদ্রাক্ষ ভাবে ছিলে, হাতের পাতের খোয়ালে পেটে ভাত যোড়ে না, এক খানি চার আঙুল নেকড়া নাই

যে লজ্জা রক্ষা হয়, এক বার কেউ দেখলে কি? এখন সে ভাল বাসার আশা ছাড়, আপনার শরীরের যত্ন কর, লোকে তোমায় ভাল বাসুক, হাতে দুপয়সা সঞ্চয় হোক তা হলে পৃথিবী শুদ্ধ লোকে আপনার হবে, তা ভিন্ন এ পথে কেউ কারো নয়”।

আমি এই সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম, যে কোন কথা বলিতে গেলাম তাহা শুনিল না, আপনার কথাই পাঁচ কাহন, কেবল আমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে বৈকুণ্ঠের মা কত-টাকা লইয়া গেল আর কিসের টাকা, তখন এইমাত্র বলিল “কেন তোমার দেনার টাকা; যেখান্ থেকে এলে, সেখানকার দেনা কে দেবে? কত টাকা বোল্‌চো যে? তুমি কি জান না, বসে বসে একটী কাঁড়ি টাকা দেনা করেছিলে, বাবা একটা মেয়ে মানুষের দুশো টাকা দেনা গো!” দেনার কথায় আমার অতিশয় বিস্ময় বোধ হইল, বলিলাম ‘‘দোহাই ধর্ম্মের আমি দেনা পাওনার কিছুই জানি না, গত রাত্রে বৈকুণ্ঠের মা আমাকে আমার শ্বশুরের বাটী হইতে আনিয়াছে, আমি জন্মাবধি অন্য কোথাও যাই নাই, স্বামী ভিন্ন কোন পুরুষের মুখ দেখি নাই।’’ সে কথা কে হঠাৎ বিশ্বাস করে? অনেক কাকুতি মিনতিতে বুঝি কিছু দয়ার উদয় হইল, তখন সে “তা বাছা আর সে শোক করার ফল কি? কালই হোক আর দশ দিন পরেই হোক যখন এ রাস্তায় দাড়ান হয়েছে, তখন সবই কর্‌তে হবে বটে, আজকার কালে মানুষ চেনা বড় শক্ত, বৈকুণ্ঠের মা বুড়ো মাগী গা! তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে সে কিনা এই কল্লে! যাই হোক্ আর কেঁদে কি হবে? এখন আপনার চেষ্টা বেষ্টা করে যাতে দেনা থেকে মুক্ত হও তা কর” বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া আপনার ঘরে

গেল। ক্রমে ক্রমে আমি আপনার অবস্থার সমুদায় পরিচয় দিলাম, সেই সকল শুনিয়া তাহার কেমন আমার উপর স্নেহ জন্মিল; আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিত, আমি দেখিলাম আর কোন উপায় নাই, কাযে কাযেই সকল মতে, তাহাদের সঙ্গী হইলাম; পরে এক জন ভাল মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া এক প্রকার অতুল সুখেই কাল কাটাইয়াছিলাম। সুখের কথা আমিও বলিলাম, কমলাও ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছে, কিন্তু সে সুখ নহে,—সেটী অসহ্য দুঃখের অঙ্কুর। বেশ্যার প্রথম অবস্থা যে সুখের অবস্থা বলিয়া লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে তাহা অপরের চক্ষে সুখজনক বটে, কিন্তু সুখ কি দুঃখ তাহা ভুক্ত-ভোগীতেই জানিতে পারে। অশন বসনের ক্লেশ থাকে না বটে কিন্তু তাহাই যদি চিরদিনের জন্য হয় তবে কতক ভাল বলিতে পারি, এ যে স্বচ্ছন্দ ইহার তিলে তিলে পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অনুগ্রহে ক্লেশ নিবারণ হয় তাহার উপাসনা যে কত কষ্টসাধ্য তাহার বর্ণনা অসাধ্য। তাহার মনরক্ষা করা এমন কঠিন যে ঈশ্বরের উপাসনাও তাহা অপেক্ষা সুলভ জ্ঞান হয়। না হয় যিনি প্রতিপালন করেন, তাঁহারই নিকটে নত হইয়া থাকি, তাহা নহে—তাঁহার পরিচিত টিকটিকী-টীকেও গুরুর মত সেবা ও যমের যত ভয় না করিলে দুর্ণাম, তথাপি সশঙ্কিত, কি জানি কখন কার কাছে কি অসৌজন্যতা প্রকাশ হইবে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! এক যে প্রণয় তাহা কখন আছে কখন নাই, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, এবং তাহাতে আবাল বৃদ্ধ সকলেই বিপক্ষ। যিনি ভালবাসেন, তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি তাবতের চক্ষু-শূল হইতে হয়। আবার ভাল বাসার ভাল বাসা—তাই বা কদিন? পুরুষ জাতির

মন সর্ব্বদা চঞ্চল, প্রায়ই নূতন নূতনে অধিক অনুরাগ ; এমন কি গত-যৌবনা ধর্ম্মপত্নীই বিষতুল্য হইয়া উঠে, উপপত্নীর ত কথাই নাই। এমনও ঘটনা বিস্তর হয়, কিছু দিন সুখস্বচ্ছন্দে বিলাস করিয়া মহিলান্তরে রত হয়েন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সরলা, এক বারে স্নেহশূন্য হইতে পারে না ; যদি অনুরাগের অনুগত হইয়া সে সময়ে কোনপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে, সেই যিনি প্রাণের অধিক স্নেহ করিতেন, তিনি মুক্ত কণ্ঠে এমন উত্তর করেন যে তাহা শুনিবামাত্র জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয় ; ইহার উপমা আমাতেই স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

যেমন জলের লিখন পিটলীর আলিপনা।
হলুদের রং কোথা থাকয়ে বলনা ॥

বালির বাঁদ খড়ো কুঁড়ে। এলো ঝড় গেলো উড়ে ॥ পর-পুরুষের প্রণয়ও তেমনি। এই ব্যাধি-মণ্ডলী শরীরে যদি কোন পীড়া উপস্থিত হইল, তবেই স্নেহ, মমতা, প্রীতি, প্রণয়, সকলেরই সব একেবারেই দূরে গেল। এ পথে সুখ স্বচ্ছন্দের নামটীও নাই কেবল অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিয়া রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করা ; জীবন্মরণে নরক ভোগ ভিন্ন আর কিছুই লাভ দেখিতে পাই না।

কিছু দিন পরে আমার একটী পুত্র সন্তান হইল, সন্তানটীর জাতকর্ম্ম সকল সময়ে সময়ে বিলক্ষণরূপে ব্যয় ভূষণ করিয়া সমাধা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার মনে সুখের উদয় হইল না, বালকটীকে কোলে করিতে গেলেই চক্ষের জলে ভাসিতাম, তাহার মুখ দেখিলে কোথায় বুক পাঁচ হাত হইবে, না আমার বুক বিদীর্ণ

হইত; মনে করিতাম যখন পুত্র সন্তান জন্মিয়া পিতৃপিতামহের পরিচয়ে বঞ্চিত হইল তখন এ সন্তানে ফল কি? যদি সংসারে থাকিতাম আমাকে পুত্রবতী বলিয়া লোকে কত প্রশংসা করিত, আমার কত গৌরব বৃদ্ধি হইত; কুলে সুসন্তান জন্মিলে তিন কুল উদ্ধার হয়, স্বর্গ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়েন, পিতৃলোকের জল গণ্ডুষের উপায় হয়, এ সন্তান জন্মিয়া তাহার সমুদায় বিপরীত ফল হইল। তথাপি সন্তানের মায়া ভুলিবার নহে, নিয়মিত রূপে তাহাকে পালন করিলাম, একটু বড় হইলেই পাঠশালায় দিলাম, হতভাগীর সন্তান অতি অল্প দিনেই কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিল, তাহাও দোষের জন্য হইল, যদি বিদ্যা শিক্ষা না করিত, ইতর প্রবৃত্তি হইত, সামান্য লোকের মত পরিশ্রমজীবী হইয়া অবশ্যই আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ক্রমে জ্ঞানের সঙ্গে মনে মনে লজ্জার উদয় হইতেই বাছা যে আমার কোথায় গেল, কিছুই জানি না।

এই সময়ে যে বাবুটীর আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহার জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হইল, তিনি মামলা, মকদ্দামায় যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিলেন, শেষে অপমানভয়ে দেশত্যাগী হইলেন, আমি এককালে শোক ও দুঃখ সাগরে পড়িলাম। একে সন্তান নিরুদ্দেশ, সেই শোকেই সর্ব্বদা কাতর, আবার যে গাছের ছায়ামাত্র একটু যুড়াইবার স্থান ছিল সেটীও এই বিষমঝড়ে নির্মূল হইয়া গেল; যে কিছু সংস্থান করিয়াছিলাম তাহা সেই মকদ্দামার সময়েই শেষ করিয়াছি, এক দিন দিনপাত করি এমন সঙ্গতি নাই, পেটের দায় ভালমন্দ কিছু বিবেচনা থাকে না অতএব কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করি। কিছুদিন পরে বাবু দেশে এলেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম;

যে দিন এলেন সে দিন কিছুই নয়, পরদিন লোক পাঠাইলাম, তিনি আমার প্রেরিত লোকের সঙ্গে আলাপও করিলেন না; পরে সুযোগ মতে স্বয়ং সাক্ষাৎ করাতে এমনি উক্তি করিলেন, যে অতিবড় শত্রুকেও সম্মুখে সেরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। সে কথায় কত ব্যথা জন্মিল তাহা বলিতে পারি না; আত্মহত্যার চেষ্টা করিলাম, এ কষ্টের প্রাণ হঠাৎ বাহির হইবার নহে; ভগবান ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভোগ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কতকগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব আমরা যদি মরি তবে সেই ক্লেশ ভোগের জন্য আবার নুতন পাত্র সৃষ্টি করিতে হয়। তাহাও যাউক, সেই ছোঁড়া যে আমার ছেলে তাহার ব্যবহারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। একদিন বড় রাস্তার ধারে একখানি দোকানে দেখিলাম জন দুই ভদ্র লোকের সঙ্গে বসিয়া কি কথা বলিতেছে, আমি তাহার নিকট যাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলাম বাপ রে! অতুল! তোর কি এই ধর্ম্মরে বাবা! আমি তোর নিমিত্ত দিবারাত্র চক্ষের জলে ভাসি, বাবা তোর কি এক বারও দুঃখিনী মা বলিয়া মনে পড়ে না! হ্যাঁরে? তুই না আমার পেটের সন্তান, মার মনে এত মনঃপীড়া দিতে কি তোর মনে পীড়া বোধ হয় না! ও ধন! তুই যে আমার অঞ্চলের ধন, যে আমি তোকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিনের মধ্যে কত বার দেখিতে যাইতাম, তিলার্দ্ধ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না, তুই অনুদ্দেশ, ইহা আমার পক্ষে কত কষ্টের হইয়াছে বল্ দেখি? বাপু! আমাকে ক্ষমা দে; ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়া আমাকে সুস্থ কর। যখন এই সকল কথা বলিতেছি, বাছা তখন এক দৃষ্টে আমার মুখ পানে

চাহিয়া ছিল, আমার কথার শেষ হইলে সঙ্গীগণের দিকে চাহিয়া বলিল "বেস্ এ মাগী আবার কে? কৌতুক দেখে।" আমি তাহা শুনিয়া বলিলাম "সে কিরে অতুল? চিনিতে পার না কি? আমি যে তোমার মা রে বাপু? সে কহিল "আমার মা বাপ কেহই নাই, মাগী জুয়াচোর নাকি? বাছা ভাল চাহ ত এখন পলাইবার পথ দেখ, নৈলে সমুচিত শাস্তি পাইবে?"

আমি ভাবিলাম, বাছা বুঝি অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট আপন জন্ম বৃত্তান্ত গোপন করিয়া থাকিবে, তাহা না হইলে এইরূপ কথা বলিত না। ভাল এইরূপেই যদি সে স্বচ্ছন্দে থাকে, আমার তাহাতে ক্ষতি নাই বরং আমার সন্তান সুখে থাকিলে আমি সুখী হইলাম, সময়ান্তে অবশ্যই আমাকে দেখা দিবে; আমার এইরূপ দুরবস্থা চক্ষে দেখিলে নিশ্চয়ই পেটের অন্নে বঞ্চিৎ করিবে না, অতএব এ অবস্থায় আর উহাকে বিরক্ত করায় আবশ্যক নাই।

ক্ষণকাল অনিমেষ চক্ষে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম। যাওয়া কি সহজ কথা—দু পা যাই, আবার ফিরে ফিরে চাই, একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাবা আমার সেখানে যতক্ষণ ছিল দেখিলাম, সেই দিন অবধি যে কোথায় গেল তার কিছুই স্থিরতা নাই। তাহার মনে যাহাই হউক, সে চাঁদমুখ মনে পড়িলে বুক বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমাদের কর্ম্ম দোষেই সকল বিপরীত ঘটে, একটী পঙ্গু সন্তান থাকিলে সে তাহার সাধ্যমত পিতা মাতার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু আমার উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও আমি এই কষ্ট ভোগ করিতেছি। কাহাকেই বা দোষ দিই? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যদি

বল এ পথের পুত্র সন্তান,—কমলার কন্যাতেই বা কি ফল হইল? অতএব বিধাতা অবশ্যই কর্ম্ম বিশেষে ফল দিবেন তাহার সন্দেহ কি? আর খেদ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন প্রাণ থাকে, ঈশ্বরের মনে যাহা তাহাই হইবে। আবার মরণেও আমাদিগের নুতন নরক প্রস্তুত আছে, ভোগাভোগ কেবল এইবার বলিয়াই নহে, জন্মে জন্মে কতপ্রকার শাস্তি সহ্য করিতে হইবে তাহার সীমা নাই, আর বেসি তোমাকে কি বলিব, তুমি সকলি জান?

চলো গো! আর বিলম্বে কাজ নাই আবার নাগর হয় ত ঘরবার করিতেছেন, তাঁহাকে ত শান্ত করা চাই!

দুঃখিনী—নাগর কে?

বিঃ—কেন পুলিন বাবু!

দুঃ—বটে, তিনি কি নিত্যই আইসেন নাকি?

বিঃ—ও বাবা!! দুটী বেলা—

দু—তবে এখন কি তোমরা চলিলে?

বিঃ—হ্যাঁ মা আজ আসি—

অতঃপর সকলেই প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দস্যুদল।

পূর্ব্বে যে দুর্বৃত্ত দস্যুগণের বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা সেই পাশীদিগের যোগাযোগে কল্যাণপুর গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু

লোকের বাটীতে ডাকাইতি করিবার উপক্রমে দলবদ্ধ হইয়া গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের ভয়াবহ চীৎকার ধ্বনিতে গ্রামস্থ সকলে সতর্ক হইয়া উঠিল। তথায় সবল, সাহসী, শস্ত্র-নিপুণ লোকও অনেক বাস করিত। এইরূপ পরাক্রমশালী বহু-জন একত্রিত হইয়া এককালেই দস্যুগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

দস্যুগণও আপন আপন বল বীর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিল, নাগরিকগণ তাহাতে ভীত না হইয়া বরং তাহাদিগকে ধৃত কিম্বা নিহত করিবার নিমিত্ত সমধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। দস্যুরা উপায়ান্তর শূন্য দেখিয়া নিকটস্থ কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত ঘরে সুযোগক্রমে অগ্নি প্রদান করিল। ঘরগুলি অবিলম্বেই জ্বলিয়া উঠিল, সকল লোক অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে শশব্যস্ত, এই অবসরে তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল। বিশ্বনাথের নিকট এই দুর্ঘটনার সমস্ত পরিচয় প্রদান করাতে বিশ্বনাথ তাহা দিগকে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত করিয়া গোপনে রাহাজানি আর ঠগিবৃত্তির উপদেশ দিয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া ব[illegible]ন প্রদেশে গমন করিল।

এ দিকে যখন কল্যাণপুরের পুরবাসীগণ গৃহদাহ নিবারণ করে তখন কয়েকজন পথিক সেই নগরের রাজবর্ত্মে গমন করিতেছিল। উহারা স্বকর্ম্ম-সাধন-তৎপরতাবশত পথ ঘটিত দুর্ঘটনা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করায় নগরবাসীগণ উহাদিগকে দুষ্ট লোক জ্ঞানে ধৃত এবং শান্তিরক্ষকের হস্তে অর্পণ করিল। শান্তিরক্ষক প্রাপ্তিমাত্র অবিচারিত চিত্তে নিরীহ নির্দ্দোষী পথিকগণকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে ছয় ছয় খানি

তাবারি ও এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইতে বিলম্ব করিলেন না। আবেদন পত্রখানি এই,—

“ধর্ম্মাবতার! গত রাত্রে দেড়প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে মোং কল্যাণপুর গ্রামে—(যে গ্রাম সরকারি থানা হইতে এক ছটাক পথ অন্তর) বংশীধর ঘোষের বাটীতে আন্দাজ ৫০।৬০ জন ডাকাইত ডাকাইতি করিতে একদাম করে, আমি দারোগা, খোদাবক্স জমাদার এবং ৮ জন বরকন্দাজ হাতিয়ার বদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত মত গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে সমস্ত ডাকাইত দল হাতিয়ার সমেত ঘেরিয়া ফেলিলাম। তাহারা সজোরে আমাদিগের উপর আঘাত করিবার চেষ্টা করে। আমি স্বয়ং অগ্রসর হওয়াতে তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। এক খানা খড়ুয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। আমি এবং আমার সঙ্গের হামরাও লোক যাহারা হাজির ছিল, সকলেই আগুন নিবাইতে যাওয়ায় ডাকাইতগণ অবসর পাইয়া দৌড়িয়া পলায়। আমি সেই সময় চালাকী করিয়া খোদাবক্স জমাদার ও বরকন্দাজের যোগে ডাকাইত দলের মধ্যে এই ছয় জনকে অস্ত্র সহিত ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে ইহাদিগকে হুজুরে চালান দিলাম বিচার মতে দণ্ড আজ্ঞা করিবেন। এই ভয়ানক ব্যাপারে কোন লোক হত, ক্ষত কিম্বা অগ্নিতেও দাহ হয় নাই, ইহা কেবল এ অধীনের সাহস এবং চতুরতারই ফল। হুজুরের কৃপায় বোধ করি নেকনামীর পারিতোষিক অবশ্যই পাইব ইতি।”

বিচারপতি শান্তিরক্ষকের এবম্বিধ বাগাড়ম্বরযুক্ত আবেদন পত্র শ্রবণে বন্দীগণের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার প্রমাণান্তর গ্রহণ না করিয়াই তাহাদিগকে অপরাধী নিশ্চয় করিলেন। ফলত এ

বিষয় প্রমাণেরই বা অপেক্ষা কি থাকিল? ডাকাইত ডাকাইতি করিতে উদ্যত হইয়া সেই স্থলেই সশস্ত্র ধৃত হইয়াছে ইহার অধিক তাহাদিগকে কৃতাপরাধী সুনিশ্চয়ের সাক্ষ আর কি প্রত্যাশা করা যায়? সুতরাং বিচারপতি মহাশয় সেই অকৃতাপরাধী পান্থগণকে দৃঢ়-পরিশ্রম ও শৃঙ্খলের সহিত কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং রীতিমতে শান্তি রক্ষক ও শান্তিরক্ষকের আনুষঙ্গিক অনুচরগণকে পারিতোষিক দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। নাগরিকগণ—যাহাদিগের বাহুবলে এই প্রবলোৎপাত নিপাতিত হইয়াছিল তাহারা কেবলমাত্র নিরপরাধী পথিকগণের অভিসম্পাত লাভ করিয়াই চরিতার্থ হউক।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী।

একদা ভগবান লোকলোচন, কেবলমাত্র লোকলোচন প্রকাশক প্রকাশময় প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া গগন প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য্য সাধন করিতে উদিত হইতেছেন, এই সময়ে পুলিন বাবু তাঁহার সেই সুরম্য পুষ্পবাটিকায় বিচরণ করিতে করিতে দিগন্তরে মৃদুল সুমধুর সুস্বর সংযুক্ত বেদ পাঠের ধ্বনি শ্রবণে চমকিত ও বিস্মিতান্তঃকরণে ইতস্তত পর্য্যবেক্ষণান্তে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি তাপসকে তাঁহার ভবন দ্বারাভিমুখে আগমনোন্মুখ দর্শন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সুখময় উদ্যান বিহার পরিহার পূর্ব্বক

তপস্বীর অভ্যর্থনে গমন করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রথমাশ্রমীর তেজঃপুঞ্জ শারীরিক সৌষ্ঠব সকল অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইলেন।

তপোমণি যৌবন উল্লঙ্ঘন করিয়া বার্দ্ধক্যের প্রথম পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন; গৈরিক বসনোত্তরীয়ে শোভিত অনতি-দীর্ঘ কলেবর, বর্ণ সমুজ্জ্বল, হস্ত পদাদির গঠন অতি কোমল, নাভি সুগভীর, বক্ষ বিশাল, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ-বিস্ফারিত ভ্রূ-যুগল, অত্যল্প লম্বিত শ্মশ্রু, ও শিরোরুহে উত্তমাঙ্গ সুসজ্জিত, বাম করে অলাবু পাত্র, দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষ মালা, গতি অতীব মন্থর, সহসা সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে, সচল দেব মূর্ত্তিই অনুভব হয়। সেই লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে, পুলিন বাবুর অন্তঃকরণে ভক্তির উদয় হইল, তিনি অবিলম্বে সম্মুখীন হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন।

তপস্বী নারায়ণ স্মরণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ পাঠ করিলেন। যথা—নিখিল নিয়ন্তা, যিনি—বিশ্বরূপ কল্প-পাদপের বীজ বপনে মূলীভূত, যিনি দিন-যামিনী পরম্পরীন শোভা-নিকেতন ভগবান্ বিরোচন এবং মৃগলা-ঞ্ছনকে, চণ্ডাংশু ও শীতাংশুতে বিভূষিত করিয়া, নভঃক্ষেত্রে লোক সাক্ষী স্বরূপে প্রদীপ্ত করিয়াছেন, যিনি স্থাবর শরীরী, জঙ্গম দেহশালী, চলাচল এবং চেতনাচেতন পদার্থ যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তৎসমুদায়ের এক স্রষ্টা, যিনি ভূত মাত্রেই অভেদ রূপে অধিষ্ঠাতা, সেই ভূতভাবন, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল অশরীরী ত্রিলোকী পতির অনুকম্পায় সজ্জ্ঞান ধ্বান্তারির দ্যুতি বিকাশ

কর্তৃক সদ্বৃত্তি সম্পন্ন নরোত্তম গণের অন্তরাঙ্গন বিক্ষিপ্ত ধ্বান্ত প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানান্ধতা বিনাশীকৃত হউক।

অনন্তর পুলিন বাবু, ব্রহ্মচারীর সমভিব্যাহারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ প্রবেশ করিয়া, বিষ্ণুমণ্ডপে আসন প্রদান করিলেন। ব্রহ্মচারী আসীন হইলে, স্বয়ং সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং করযোড়ে বলিলেন "প্রভো! আপনার পবিত্র পাদস্পর্শে অদ্য আমার পুরী পবিত্র হইল, শুচি কান্তি দর্শনে নয়নের সাফল্য লাভ করিলাম, এবং শ্রীমুখ নির্গলিত সিদ্ধ-বাক্যে দুরদৃষ্টজাল হইতে অবশ্যই মুক্তি প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু আমার কৌতুকাবিষ্ট অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারিতেছিনা, যদি বিশুদ্ধ প্রকৃতির বৈরক্তি না জন্মে, তবে প্রস্তাব করিয়া আত্ম তৃপ্তি সাধন করি। হে ভগবন! এ দেবাকৃতি কি অভি-জনে প্রতিষ্ঠিত? কোন্ মহাতীর্থের অলঙ্কার? পৃথিবীর কোন্ নির্দ্দিষ্ট ভাগের পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্তে সচল হইলেন? এবং কি অভিপ্রায়েই আতিথ্যসৎকার স্বীকার করণ পূর্ব্বক মাদৃশ অভাজনগণকে চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? হে দেব! যদি আত্মপরিচয় প্রদান করণ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষেধক না হয়, তবে এ নরাধমের এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হওয়া বোধকরি অসম্ভব নহে।" ব্রহ্মচারী উত্তর করি-লেন, "বৎস! ভবাদৃশ সদাশয়গণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত গুহ্যতর সংগোপন করিতেও শাস্ত্র বিরোধী, বিশেষতঃ তোমার প্রস্তাবনা অতি সামান্য ইহা গোপন করিবার কারণ কিছুই নাই, আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া তোমার কৌতুকাপনোদন করিতেছি শ্রবণ কর।"

"আমি অল্প বয়সেই মাতৃ পিত্রাদির স্নেহ কোষ হইতে অপস্মৃত হইয়া কিয়দ্দিবস গার্হস্থ্য নিয়মে অতিবাহিত করণানন্তর, কোন গুহ্যতর কারণ বশতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। আর্য্য অভীষ্ট দেবের অনুগ্রহে আমি সদানন্দ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই প্রথমাশ্রম নামান্তরে পরিব্রাজ বিন্যস্ত হইয়াছে, অতএব পরিব্রজ্যাবস্থাই আমার অধিকাংশে অবলম্বনীয়, ইহাতে পরম পিতার রচনা নিপুণতার সাক্ষ অনেক প্রকারে লক্ষিত হয়। আমার বসতি স্থানের নিরূপণ নাই, মনুষ্য সমাগমোচিত সুগম দুর্গম অনেকানেক তীর্থ দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতেও ত্রুটি করি নাই। আমি তীর্থ-পর্য্যটন ক্রমে কামাখ্যা ধামে গমন করিয়াছিলাম, তথায় ত্রিশূলপাণির ত্রিশূল-ভ্রষ্ট দেবী দাক্ষায়ণী প্রতিমার একপঞ্চাশত খণ্ডের মধ্যে, খণ্ডৈক নিপতনে, সেই পুণ্য স্থান প্রধান পীঠস্থান রূপে প্রসিদ্ধ, মূর্ত্তিমতী ভগবতী হৈমবতী জাগ্রতা, এবং মন্ত্রবিদ্যার বাহুল্য ব্যবহার। আমি বিদ্যা বিনোদের কিয়দংশ শিক্ষা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলাম, কিন্তু খলতাধীন কেহই আমার মনস্কাম পূর্ণ করিতে সম্মত হইল না, পরিশেষে এক প্রবৃদ্ধের উপদেশানুসারে কামরূপার মন্দিরে সঙ্গোপনে যামিনীতে কাত্যায়নীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে তিন মাস গত, একদা অমাযুক্ত অর্দ্ধরাত্রে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিলাম "বৎস সদানন্দ! তোমার প্রতিজ্ঞায় এবং অচলা ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধির প্রসাদ প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর?" আমি মুদ্রিত নয়নে প্রসাদ গ্রহণেচ্ছায় হস্তদ্বয় ব্যাদান করিলাম, ভগবতী আমার বিবৃত হস্তে, কতকগুলি বিল্বপত্র

অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন "বীজ মন্ত্র সকল অভ্যাসীকৃত হইলে অনন্যদৃশ গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করিবা" এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রজনী প্রভাত হইল, সেই অলক্তাঙ্কিত বিল্বপত্রে, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ভৌতিক এবং সর্পমন্ত্র প্রভৃতি বহুল চমৎকারিণী বিদ্যার বীজ ও প্রকরণ লিখিত ছিল। আমি তৎসমুদায় বীজমন্ত্রাদি পাঠ এবং হৃদয় ফলকে অঙ্কিত করিয়া লইয়া তীর্থান্তরে গমন করিলাম, দেবীর আদেশানুসারে বিল্বপত্র গুলিও জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন করিলাম। তৎপরে নানা তীর্থ এবং জনপদ ভ্রমণ করিয়াছি· সে সকলের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক; অধুনা লোকালয়ে পরিভ্রমণ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য পরোপকার সাধন, যাহা আমার ব্রত বিশেষ। শ্রুতিমতে প্রকটিত আছে, "ধর্ম্মঃ পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে" অর্থাৎ পরের উপকার ধর্ম্ম, পরপীড়া পাপ, অতএব বিগত-কাম হইয়া তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ করিলে জীবন্মরণে অক্ষয় যশ ও স্বর্গ লাভ হয়; আমি প্রাণপণে জীবলোকের হিতসাধনে পরাঙ্মুখ নহি, বিপন্নোদ্ধার যুক্তি আমার ইষ্ট মন্ত্রের সার; গৃহাশ্রমীগণই অনুক্ষণ বিপদ জালের অধীন, জনপদে বিচরণ না করিলে আমার ব্রত সাধন হইবার সম্ভাবনা বিরল। তপোধনগণের তপোবিঘ্ন নিরাকরণ জন্য কেবল মারণ, উচ্চাটন, প্রকরণদ্বয় কদাচিৎ প্রয়োজন হয়; অন্যান্য সকল বিদ্যাও ঘটনা বিশেষে আবশ্যক; বশীকরণ কেবল সাংসারিকেরই ইষ্টসিদ্ধি মূলক। এই বিদ্যার অনির্ব্বচনীয় শক্তি, স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই যে যাহাকে যে ভাবে বাঞ্ছিত করিতে মানস করে, এই মহতী বিদ্যার প্রভাবে তাহাকে অনায়াসে সেইভাবে

বশীভূত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। ভোগাভিলাষীগণ এই প্রভূত যোগ সংযোগে দেব দানব গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাঙ্গণ প্রভৃতি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বামলোচনা সমূহকে আকর্ষণ করিয়া যথেষ্ট স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক, মনোভিলাষ পূর্ণ করণ বিষয়ে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। ইহার অনুষ্ঠান অকষ্ট সাধ্য নহে, তবে তাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্র পাইলে, আমি স্বয়ং নিয়মিত আয়াস স্বীকার করিয়া এই সমুদায় চমৎকারিণী বিদ্যার বীজ বপিত করি, এবং যথাক্রমে সফল ক্ষেত্র বিলোকন করিয়া আশ্রমান্তর পরিগ্রহণে সচেষ্ট হই। বৎস! তুমি অতি সুধীর দেখিতেছি, কিয়দংশে উপদিষ্ট হইতে যদি তোমার ঔৎসুক্য থাকে আমি তোমাকে অক্ষুণ্ন মনে উপদেশ প্রদান করিতে পারি, তুমি সদন্তঃকরণে প্রকরণ সহিত অভ্যাস করিয়া তদনুশীলনে অচিরাৎ এই মহোপকারিণী বিদ্যামন্দির এবং পরোপকারের একমাত্র আধার স্বরূপ হইয়া লোকসমাজের পরম প্রীতি লাভ করিতে পারিবে।”

পুলিন বাবু তপস্বীর নিরপেক্ষ ঔদার্য্যের পক্ষপাতী এবং নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়া মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবাদির আয়োজন করিয়া দিলেন, তৎপরে স্নান এবং পরিপূত পট্ট বস্ত্র পরিধৃত হইয়া ব্রহ্মচারীর বাম পার্শ্বে আসন গ্রহণ করণানন্তর সর্ব্বাগ্রে নায়িকা বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সংকল্প ব্যক্ত করিলেন।

ব্রহ্মচারী পুলিন বাবুর আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া বলিলেন, “বৎস পুলিন! আমি অগ্রেই প্রকাশ করিয়াছি, বশীকরণ বিদ্যা শিক্ষা করা সুকঠিন, মন্ত্র বাহুল্য নহে, কিন্তু সেই

অনতিদীর্ঘ সিদ্ধ মন্ত্রকে চেতন করিতে বহ্বায়াস গ্রহণ করিতে হয়, মাসাধিক কাল গুরু শিষ্যে দিন যামিনী নিয়মনিষ্ঠ ও অনন্যচেষ্ট হইয়া জপ করিলে সিদ্ধমন্ত্র সচেতন হয়েন এবং অভিলষিত ফল প্রদান করেন; এক্ষণে আমিও ব্যাপক কাল এস্থানে অবস্থিতি করি এমন সময় নাই—অচিরে বারাণসী ধামে গমন করিয়া পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রহণোপলক্ষে পুরশ্চরণ করিব মানস আছে, যাত্রান্তর ব্যতিরেকে তাদৃশ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব ভৌতিক, অমোঘ এবং সর্পমন্ত্র সকল শিক্ষা কর।" তদুত্তরে পুলিন বাবু কহিলেন, "প্রভো! যে সর্পিণী কৃত মুহুর্ম্মুহুঃ দংশনে দিনযামিনী জর্জ্জরিতাবস্থায় দিন পাত করিতেছি, অগ্রে তাহার সেই দংশন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন্ সর্প বিদ্যা শিক্ষা করিব?"

এতচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন "বৎস! এখন কোন্ রমণীরত্নের অঙ্গলালসায় মনার্পণ করিয়া অভীষ্ট সাধনে বিফলতা হেতুক তোমার বিকলতা প্রাপ্তির কারণ হইয়াছে? সেই ললামভূতা ললিতা কি দেবী, দানবী, অপ্সরী কিম্বা কিন্নরী যে তাহার নিমিত্ত বশীযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে? যদি মানবী হয়েন তবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে ব্যাকুলিত হইবার কারণ কি আছে? তোমার মনোহারিণী বামনয়নীর নাম ধামাদি পরিচয় প্রদান কর আমি অবিলম্বে সেই চারুনয়নাকে তোমার পদানত করিয়া দিয়া তোমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছি; অপিচ যদি তোমার মনোময়ী মহিলাকে একবার দেখিতে পাই, এবং চকিতবৎ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া অলক্ষিত রূপে কোন প্রক্রিয়া বিধান করিবার উপায় থাকে

তবে অদ্য রজনীতেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, দিবসান্তরের অপেক্ষা করে না।"

ব্রহ্মচারীর বাক্যে পুলিন বাবু আশ্চর্য্য হইলেন এবং উত্তর করিলেন "দেব! সেই বিভ্রম নিকেতন সম্যকরূপেই আমার আয়ত্ত মধ্যে আছে। কতিপয় দিবসাবধি আমি সেই ললনাকে তাহার অন্ধ পিতার নিকট হইতে অজ্ঞাতসারে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া স্বীয় অধিকৃত স্থানে নির্জ্জনে কারাবদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, বিবিধ প্রকারে স্বতঃ পরতঃ প্রবোধ প্রদান করিয়া কোন প্রকারে চিত্তাপহারিণীর দৃঢ় চিত্তবৃত্তির অন্যথা করিতে পারিলাম না। ভগবন্! তাহাকে একবার দৃষ্টিগোচর করার অপেক্ষা কি? অনুমতি হইলে অচিরাৎ আপনকার আদিষ্ট স্থানে আনয়ন করি, এবং প্রক্রিয়া সাধন অপেক্ষায় ব্যাপক কাল অপেক্ষিত করা দুরূহ নহে।"

অনন্তর ব্রহ্মচারী বলিলেন "বৎস! ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, যদি নায়িকা আয়ত্ত মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে, তবে তাহাকে চালনা করায় ফল কি? আমি সন্ধ্যোপাসনান্তে একবার তথায় গমন করিয়া নির্জ্জনে তাহাকে প্রবোধ প্রদান ছলে তাহার মনোবৃত্তির পরিচয় গ্রহণ করিব, পশ্চাৎ উপায়ান্তর অবলম্বন করা শ্রেয়। কিন্তু আমি নিরতিশয় বিস্ময়ের অধীন হইলাম। পূর্ব্বাপর শাস্ত্র প্রয়োগ কি বিফল হইল? দেববাক্য এবং মহাপুরুষগণের নীতি সঙ্কলন কি ফলোপচয়ের কারণ হইল না? নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে;—

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়োবাপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং।

অস্যার্থ। স্ত্রীগণের প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কেহই নাই, গাভিগণের অরণ্যে তৃণভক্ষণের ন্যায় প্রতিনিয়ত নূতন বিলাস অভিলষনীয়।

তথা। সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি নারদ॥

অস্যার্থ। অপত্য ভ্রাতৃ অবিশেষে সুবেশসম্পন্ন পুরুষ মাত্রেই দর্শন করিলে অবলা জাতির অন্তঃকরণে কুসুম-চাপবিচেষ্টিত বিকার উৎপন্ন হয়।

অন্যচ্চ। স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপযায়তে॥

অস্যার্থ। স্থান, ক্ষণ আর অভ্যর্থয়মান নায়ক, এই সকলের একত্র ভবিতব্যতাভাবই মহিলাগণের সতীত্বরক্ষার কারণীভূত।

এস্থানে অভাব কিছুরই নাই, তুমি সুভাষী, এবং সৎকান্তিবিশিষ্ট ধনাঢ্য যুবা পুরুষ, নায়িকা স্বাতন্ত্র্য, এরূপ নায়ক নায়িকার পরস্পরে প্রণয়ানুরাগ না জন্মিবারই বা কারণ কি? অগ্রে ইহার বিশেষ তদন্ত অবগত হওয়া উচিত কেন না নখচ্ছেদ্য বস্তুর ছেদনের নিমিত্ত তীক্ষ্ণধার কুঠারাদির প্রয়োগ নিষ্ফল অতএব প্রবৃত্তিমার্গানুগত নানাবিধ বাক্‌জাল বিস্তার করণের পর দৈব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব।

পুলিন বাবু ব্রহ্মচারীর যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আনন্দাতিশয় সহকারে মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পশ্চাদ্দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন তথায় কমলা এবং কানন দণ্ডায়মানা; সমাদরের সহিত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া নিকটোপবেশনে অনুমতি করিলেন, তাহারাও নিরাসনে কৃতোপবেশনা হইল।

উঁহারা বারাঙ্গনা এবং উঁহাদিগের গমনাগমনের হেতু, পুলিন ব্রহ্মচারীকে বিজ্ঞাপন করিয়া কমলাকে দুঃখিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলা উত্তর করিল, মহাশয়! এমনটী আর দেখি নাই, একটা দুধের আঙ্গুল মেয়ের নিমিত্তে সকলেই রক্তমুখী হইলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না, কি আশ্চর্য্য! আমারদিগের চক্রে পড়িলে বোধ করি বড় বড় সতী সাবিত্রীও স্বামীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করে, এই একটা অনাথা স্ত্রী,—ইহাকে বশ করিতে এত ক্লেশ? তাহাই কি সফল হইল? এখনও যে কতদিনে কি হইবে তাহারই কি স্থিরতা আছে? পুলিন বলিলেন তবে হারি মানো! কানন উত্তর করিল এখন তাহাই বটে, কিন্তু আমরাও নাছোড় বান্দা, আপনি "হার মানো" বলিলেই যে আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম এমনও নহে; চেষ্টা যতদূর করা উচিত তাহা করিব, আপনার মতামতের অপেক্ষা করিব না, পরে আমাদিগের হাতযশ আর আপনার কপাল। এক্ষণে ব্রহ্মচারী মহাশয় যে গুণ জ্ঞানের কথা আজ্ঞা করিলেন তাহা শুনিয়া আমরা সাহসী হইলাম, বোধ করি মহাত্মার এরূপ অনুগ্রহে আপনার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষে আপনার মনোরথ অবিলম্বেই সিদ্ধ হইবে, আপনি কায় মনে তপোধনের সেবা করুন আমরা বিদায় হইলাম। এই বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল।

পুলিন বলিলেন "বিদায় হইলাম" কি কথা,—এই না বলিলে যে "যত চেষ্টা করিতে হয় করিব"! কানন উত্তর করিল আমি কোন দূষ্য ভাবে বলি নাই, বেলা অধিক হইয়াছে এক্ষণে আমরা

চলিলাম। পুলিন কহিলেন তোমাদিগের নিরুৎসাহী হইবার কারণ কিছু মাত্র নাই, যে কোন কারণে হউক আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইলেই আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব ; বেলা অধিক হইয়াছে বটে, এক্ষণে বাটী গমন কর, কিন্তু নিয়মিত সময়ে তথায় যাইয়া অবশ্য উপস্থিত থাকিয়া সায়ংকালে সে স্থানে প্রভুর শুভ গমন হইলে তাঁহার আদেশ মত ব্যবহার করিবে। অনন্তর কমলা এবং কানন উভয়েই ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

কানন।

বেশ্যাগণ যথাকালে দুঃখিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বমত বাক্যালাপ করণ কালে কানন আত্মপরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কানন কহিল "দুঃখিনি ! সকলেরইত সব শুনিলে, এখন আমার ভোগটাও শুন। এই সহরেই আমার পিতৃ ভবন, পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন, আমার জন্ম কালে তাঁহার ব্যবসার এরূপ উন্নতি হইল যে অল্প দিনের মধ্যে তিনি ধনাঢ্য হইলেন, তখন ভাই ভগ্নী কুটুম্ব দাস দাসী প্রভৃতিতে সংসার জাজ্জ্বল্যমান, এক আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠা আবার পিতার কারবার সম্বন্ধে সে সময়ে প্রচুর লভ্য হওয়ায় পয়মন্তী বলিয়া সকলেই আমাকে যথোচিত ভাল বাসিতেন। আমি মহা আদরের মেয়ে

ছিলাম, বয়স যখন আমার দশ বৎসর তখন মহা সমারোহে এই সহরের মধ্যেই আমার বিবাহ দিলেন। স্বামী প্রায় সমবয়স্ক, তাঁহার রূপের কথা কি বলিব! সে অবয়ব মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাশুর যা ননদ ইত্যাদি একটী হাট পরিবার, ধনের অভাব নাই, সংসার স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইয়া দুর্গোৎসব ক্রিয়া কলাপ অক্লেশে হইত। অভাগীকে না কি চিরটা কালই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে সেই জন্যই প্রথম প্রথম অতুল সুখী এবং সর্ব্বত্রেই মহা যত্নের হইয়া উঠিলাম। আমার উভয় কুলেই সমান আদর, অহঙ্কারে আর মৃত্তিকায় পা পড়ে না, ক্রমে রাক্ষসী একটু বড় হইয়াই একটী একটী করিয়া প্রায় সকল গুলিকেই পেটে পুরিলাম, বাপের বাড়ীর বাপ মা আর দুই ভগ্নী, শ্বশুর বাড়ীতে সেই রাশীকৃত পরিজনের মধ্যে কেবল শ্বশুর আর একটী ভাশুরপুত্র মাত্র জীবিত থাকিলেন। তখন আমি শ্বশুরালয়ে থাকি, সেই বালকটীকে লালন পালন করি, তাহার প্রতি আমার অকৃত্রিম মমতা দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, মা বাক্য ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন, মা তোমার অভাব কি? কিছুদিন পরে তোমার ছেলে তোমায় সুখী করিবে। আমিও মহাগুরুর সেবা আর বালকটীর লালন পালনে নিবিষ্ট হইয়া এক প্রকার মনোবেদনা ও শোক-শোচনা হইতে নিবৃত্ত ছিলাম। পিতা প্রতিদিন এক এক বার আমার কাছে যাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, মধ্যে মধ্যে পিতৃ আলয় আসিয়া মাতা-ঠাকুরাণীকেও দেখিয়া যাইতাম, তখনও আমি অসুখে ছিলাম না। বিধাতা আমার প্রতি না কি নিতান্তই প্রতিকূল তাই

আমার সুখ সূর্য্য একেবারেই অস্ত হইয়াছেন, পোড়া কপালীর কপালে এই সমস্ত লাঞ্ছনা ভোগ নিশ্চয় আছে, আর সে স্বচ্ছন্দতা কতক্ষণ থাকে ?

এক দিবস পিতা আমাকে বলিলেন "মা আমরা তীর্থে যাত্রা করিব, তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমার শ্বশুরকে বলিলাম কিন্তু তিনি সম্মত নহেন"। আমি তীর্থ যাত্রার কথা শুনিয়াই কাঁদিয়া উঠিলাম, তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। শ্বশুর মহাশয় আমার কান্না শুনিয়া আমাকে অনেক বুঝাইলেন, পরে বলিলেন " আমি তোমার বাপের বাড়ী যাওয়া বারণ করি না, কিন্তু দেখ মা আমার কেহই নাই, এ সময় যদি তুমি তোমার পিতা মাতার সঙ্গে তীর্থ গমনে ইচ্ছা কর, তবেই আমি গেলাম, মা তোমার শুশ্রূষায় আমি সেই সকল চাঁদমুখ বিস্মৃত হইয়া এই বিষময় সংসারে আবার লিপ্ত হইয়াছি। মা ! আমি তোমার গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিতে দিইনাই, কেন না তোমাকে বিধবাবেশিনী দেখিলে আমার সুর বীর সন্তান সকলের বিয়োগ সর্ব্বদা মনে পড়িবে। এক্ষণে তুমিই একমাত্র আমার প্রাণের আধার স্বরূপা, এত দুরবস্থাতেও কেবল তোমার সেবা গুণে এপর্য্যন্ত জীবিত আছি। তুমি এক দণ্ড আমার নয়ন পথের দূরস্থ হইলে আমার সকল দিক অন্ধকারময় বোধ হয়, অতএব তোমার পিতা মাতা যে দিন যাত্রা করিবেন সেই দিন কিম্বা তাহার দিনেক অগ্রে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবা। তখন শ্বশুর মহাশয়ের কথা আমার পক্ষে বজ্রাঘাতের শব্দের মত বোধ হইতে লাগিল, আমি আরও ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম ; অগত্যা তিনি

আমাকে সেই দিনই পিতার সঙ্গে আসিতে অনুমতি দিলেন। আসিবার সময়ে রোদন করিতে করিতে কত মতে বুঝাইলেন তাহার সীমা নাই এবং তীর্থ গমনের প্রতিকূলে পিতাকে ও আমাকে সম্বোধন করিয়া পৃথক্‌ রূপে বারম্বার কত প্রকার কাতরতা প্রকাশ করিলেন তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হয়, কিন্তু এ পাপিনীর হৃদয় এত কঠিন যে সেই স্নেহময় মহা-গুরু, আমি যাঁহার একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব ছিলাম, তাঁহার পাষাণ-ভেদী বিলাপ বাক্য সকল আমার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিতে পারিল না! যে বালকটীকে এত কাল পুত্র বাৎসল্যে পালন করিলাম তাহাকেই বা কিরূপে কাহার হস্তে সমর্পণ করি এবং তাহার স্নেহই বা কিরূপে বিস্মৃত হই, ইহাও তিলেকের নিমিত্ত ভাবিলাম না। অবিলম্বে পিতৃভবনে আসিলাম, অব-ধারিত দিনে পিতামাতার সহিত তীর্থ যাত্রা করিলাম। আমা-দিগের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মময়ী নাম্নী একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা আর বিশ্বরঞ্জন নামে একজন ভিন্নজাতি যুবা পুরুষ ছিলেন, পিতা তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ সমাদরের সহিত সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। ক্রমে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম, অপ-রের মধ্যে কেবল সেই ব্রাহ্মণের কন্যাটীই আমাদিগের সঙ্গে থাকিলেন। সেই পুণ্য স্থানের অদ্ভুত কীর্ত্তি এবং রমণীয়তা দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম। এইরূপে তিন মাস গত, যে ব্রাহ্মণের কন্যাটী আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, তিনি কখন কখন আকার ইঙ্গিতে আমার নিকট অসৎ প্রবৃত্তির অনুগত কথা বলিতেন, এবং কুপথের অচলা সুখ স্বচ্ছন্দতার

পরিচয় দিতেন। আমি তাহাতে বিরক্ত হইতাম বোধ করিয়া আবার সেই কথা সকলকে পরিহাসরূপে গ্রহণ করাইতেন। একদা সন্ধ্যাকালে মাতার সহিত দেব দর্শনে গমন করিয়া একমনে গোবিন্দজীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি এই অবসরে কতকগুলি তীর্থ যাত্রী দলবদ্ধ হইয়া সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মাতা ঠাকুরাণী যে কোন্ দিকে কোথায় গমন করিলেন জানিতে পারিলাম না, ভয়ে আকুল হইলাম, এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইলাম, বোধ হইল যেন তিনি আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে ব্যাকুলিতা দেখিয়া তিনি বলিলেন "কেন ভয় কি? এইযে আমি আছি, তোমার মা যেখানে গেছেন তুমি সেখানে যাবে? এসো আমি নেযাচ্চি"। অনন্তর আমাকে সঙ্গে লইয়া দেবালয়ে দেবালয়ে কতক্ষণ ভ্রমণ করিলেন পরে একটী নির্জ্জন বাটীতে লইয়া গেলেন। আমাকে সেই স্থানে বসিতে আসন দিয়া বলিলেন "তুমি এখন বোসো, তোমার সঙ্গে কথা কয় এমন একজন লোক দেখে দিয়ে আমি তোমার মার তত্ত্ব করি" এই কথা বলিয়া তিনি কোথায় গেলেন আমি জানিতে পারিলাম না। ক্ষণেক পরে যে যুবা পুরুষ আমাদিগের সহযাত্রী ছিলেন, তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভাবে আমার সম্মুখে এলেন সে বিরুদ্ধ ভাব, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের অভিসন্ধি অগ্রে কিছুই জানিতাম না, সুতরাং আমার মনে বিশেষ আশঙ্কা জন্মিবার কারণ ছিলনা বটে, তথাপি সেই জনহীন স্থানে, কেবল একটী অপর পুরুষের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, এইরূপ চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, হৃদয় কম্পিত, আপাদ

মস্তক হইতে অনর্গল ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। নাজানি আমার অদৃষ্টে কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে, মনে মনে ইহাই ভাবিতেছি এমন সময় বিশ্বরঞ্জন হাস্যমুখে বলিলেন, "অহো! আমার আজ কি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে যে তোমার অকলঙ্ক বিধুবদন দর্শন করিয়া আমার মুগ্ধ নয়ন সফল করিলাম? চন্দ্রাননি! তোমার মুখচন্দ্রিমা যদি ক্ষুধিত চকোরের সৌভাগ্য আকাশে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিলে, তবে দুকূল মেঘের অন্তরালবর্ত্তী হইয়া আর আকুল করিতেছ কেন? প্রিয়ে! একবার করুণা বায়ু সঞ্চালন দ্বারা আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া অমৃতময় অনুকূল সস্মিত বচন কৌমুদী বিতরণে অধীনের অন্তর গগন পুলকালোকে পরিপূর্ণ কর, আমি আজ অবধি যাবজ্জীবন তোমার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম।"

বিশ্বরঞ্জনের এই প্রথম কথা. এই কয়েকটী কথা আমি বিলক্ষণরূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম। তিনি এইরূপে কতক্ষণ পর্য্যন্ত আরও কত কথা বলিলেন, আমি সকল শুনিতেও পাইনাই, তাহার ভূমিকা শুনিয়াই অজ্ঞানের প্রায় হইলাম। বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি কিছুমাত্র রহিল না, ধারার শ্রাবণের ন্যায় চক্ষু হইতে অনবরত বারিধারা বহিতে লাগিল, কেবল কতক্ষণে ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী প্রত্যাগমন করেন ইহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কোথায় বা সে ব্রাহ্মণ কন্যা. আর কোথাই বা মাতৃ অন্বেষণ, পরক্ষণেই বুঝিলাম সে সমস্তই ছল, তখন ব্রাহ্মণীর ইতিপূর্ব্বের যে কথা সকল রহস্য জ্ঞান করিতাম এখন তৎসমুদায় প্রকৃত বোধ হইল.। কিন্তু কি করি? কিরূপেই বা এই ঘোরতর বিপদ হইতেই নিস্কৃতি পাই, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কিঞ্চিৎ কাল

এই অবস্থায় আছি, তৎপরে আমি যে ঘরে বসিয়া ছিলাম সেই ঘরের নিকটেই যেন কে রোষভরে বলিতেছে "পাপীয়সী আমার চন্দ্রতুল্য বংশকে কলঙ্কিত করিল? দুর্ব্বৃত্তা আমার পুরুষানুক্রমের যশোবৃক্ষ উন্মূলিত করিল? কলঙ্কিনী আমার চির-গর্ব্বিত ও সুপ্রসন্ন বক্তৃতা-গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব করিল? আমি কোন্ মুখে আর আত্মীয় স্বজন সম্মুখে এ কালা-মুখ প্রকাশ করিব? তাহাকে একবার দেখিতে পাইলেই স্বহস্তে তাহার মস্তক চ্ছেদন করি, তাহা হইলেই এ অপরিমিত পরিতাপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়।" আমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেই সকল কথা শুনিলাম, স্বরে বোধ হইল, পিতা আমার উদ্দেশেই আর্ত্তনাদ করিতেছেন। একবার মনে করিলাম উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি, আবার ভাবিলাম যে অবস্থায় আছি ইহাতে কলঙ্কিনী ভিন্ন কেহই বিবেচনা করিবে না অতএব সহসা প্রাণান্ত সম্ভাবনা। তখন এ পাপিনীর পাপ প্রাণের প্রতি অতিশয় মায়া জন্মিল, স্নেহময় পিতার কোপানল হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত সেই বিশ্বাসঘাতক বিশ্বরঞ্জনের শরণাপন্ন হইলাম। যে স্থানে ছিলাম সেস্থানটী কাকপক্ষীর অগোচর, কিন্তু পাপক্রিয়া কতক্ষণ গোপন থাকে? একপক্ষ অতীত না হইতেই জনরবে পরিপূর্ণ হইল, উভয়েই বিচারালয়ে প্রেরিত হইলাম, এবং বিশ্বরঞ্জনের উপদেশ মতে 'স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিন দিবসের পর বিশ্বরঞ্জনের আশ্রিত হইয়াছি', এই কথা বলিয়া তথা হইতে দুই জনেই নিষ্কৃতি পাইলাম। পিতা এত দিনও আমার অন্বেষণ করিতেছিলেন, বিচারালয় সম্বন্ধে আমার কৃত ব্যবহার জনরবে শ্রবণ করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে প্রস্থান

করিলেন। স্বদেশেপ্রতিগমন করিয়া আত্মীয় কুটুম্ব স্থানে আমার মৃত্যু হইয়াছে ইহাই ব্যক্ত করিলেন।

হায় রে! এ অভাগিনীর মৃত্যুই কি সহজে হইবে? এ পথে পদার্পণ করিয়াই এক প্রকার যমদণ্ডের বিপক্ষে ডঙ্কা মারা হইয়া গিয়াছে, আবার সেই এক বারের মিথ্যা মৃত্যু জনরবে আমার পরমায়ু দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সে যাহাই হউক প্রায় তিন বৎসর এই অবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিলাম, পরে আমার মাতৃ নামাঙ্কিত এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইলাম; পত্র খানির মর্ম্ম এই;—পিতার স্বর্গ লাভ হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী যথোচিত শোকাকুলা, আমাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় কাতরা হইয়াছেন। আমি সেই পত্র খানির কতক দূর পাঠ করিয়াই ভূতলে পতিত হইলাম, ক্ষণেক পরে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। আমি কি লজ্জাহীন! এই কালামুখে আবার পিতৃ বিয়োগ শোকের কথা প্রকাশ করিতেছি, আমি যে তাঁহাকে জীবদ্দশায় মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছিলাম! আমি যে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিয়াছিলাম! আমি যে তাঁহাকে অসহ্য লোক গঞ্জনায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম! তিনি আমারই কুচরিত্র জন্য লোকলজ্জা ভার বহন করিতে না পারিয়াই যে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন! ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াও যখন তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর প্রাণ-বায়ুর শেষ হইল না, তখন আর শোক কোথায়!

পর দিবস আমি বিশ্বরঞ্জনের সমভিব্যাবহারে তথা হইতে যাত্রা করিয়া নিয়মিত দিনে কলিকাতায় আসিয়া গোপনে মাতা ঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিলাম। মাতৃস্নেহ কিছুতেই ন্যূন হইবার নহে, তিনি এই কুলনাশিনীকে দেখিয়া যেন কত আহ্লাদিত

হইলেন এবং স্থানান্তর যাইতে আমাকে বারম্বার নিষেধ করিলেন, আমিও তাঁহার আজ্ঞানুসারে কলিকাতাতেই বাস করিলাম।

মুকুন্দরাম নামক একজন আমাদিগের স্বজাতীয়, তিনিই আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আমি যে বাটীতে ছিলাম, আমার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে সেই বাটীতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন এবং লোকদ্বারা কতমত কাতরতা প্রকাশ করিতেন, আমি তাহাতে কেবল কষ্টই হইতাম। এইরূপে মাসেক গত হইল, বিশ্বরঞ্জন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে শমন ভবনে গমন করিলেন। আমি তখন নিতান্ত নিঃসহায়, অবসর পাইয়া মুকুন্দবাবু আরও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অগত্যা তাঁহাকেই অবলম্বন করিলাম। ক্রমে শুনিলাম পিতা মৃত্যুকালে মাতাঠাকুরাণীকে আর মুকুন্দ বাবুকে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীও মুকুন্দ বাবুর অবাধ্য ছিলেন না, মুকুন্দ বাবুই একপ্রকার কুল্লে কর্ত্তা, তখন তাঁহার বিলক্ষণ আয় ছিল, আমাকেও সম্ভব মত যথেষ্ট অলঙ্কারাদি দিয়াছিলেন, আমার মাতাঠাকুরাণীও কখন কখন কিছু কিছু দিতেন।

আমি অল্পদিনে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলাম, ক্রমে আমার সহিত মুকুন্দ বাবুর সংঘটন গোপন রহিল না, মাতাঠাকুরাণী এবং আত্মীয়বর্গ সকলেই জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ বাবুর উপর সকলেরই দ্বেষ জন্মিল, সকলে একবাক্যে 'তিনি বিশ্বাসপাত্র নহেন' এইরূপ প্রমাণ করিয়া রাজদ্বার হইতে তাঁহার আধিপত্য নষ্ট করিলেন। তাঁহার বাসস্থান কলিকাতা নহে,

এই উপলক্ষেই এখানে বাস করিতেন, বিষয়টী হস্তান্তর হইলে আর এস্থানে থাকিবার বিশেষ আবশ্যকতা রহিল না, এবং আমার প্রতিও দিন দিন যত্নের ক্রটী হইতে লাগিল, কিছু দিন পরেই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অভাগিনীর ভাগ্য বড় মন্দ, শেষে অনেক দুর্দ্দশা ভোগ কপালে আছে, তাহা না হইলে সেকালে আমার যে সঙ্গতি ছিল তদ্দ্বারা কোন তীর্থে বাস করিয়া অনায়াসে দিন নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম, সে যে সৎকর্ম্ম তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? আর ইহাও বুঝিলাম না যে যদি আমার সুখের কপাল হইবে তবে এত দুর্গতি হইবার কারণ কি ছিল? আমি যে একপ্রকার রাজরাণী ছিলাম, সে ঐশ্বর্য্য আমার কপাল গুণেই নষ্ট হইয়াছে, এতেও চেতনা হইল না, তাহাই বা বলি কেন? যদি আমার সৎবুদ্ধি হইত তবে কেন এত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে? সুতরাং আমার অসৎপ্রবৃত্তির অন্তর না হইয়া সংসর্গ গুণে বরং মদ্‌টুকু খাওয়া বৃদ্ধি হইল, ক্রমে কলসির জলও গড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে একটী ভদ্রলোকের সংঘটন হইল, তাঁহার আচার ব্যবহারের কথা কি বলিব, যদি তাঁহার এই দোষটী না থাকিত তবে তাঁহাকে ঋষি বলিলেও বলিতে পারিতাম। শুনিলাম তাঁহার প্রথম বয়সে যোগ্যা স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিলনা, তদবধি একটী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে ছিল, সে স্ত্রীলোকটীও গত হইয়াছে, তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক নহে (চল্লিশের উপর হইবে না); কিন্তু পুনরায় বিবাহ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই এই সকল শুনিয়া আমি মনে করিলাম যদি তাঁহাকে

বিশেষ যত্ন করি, তবে তাঁহার দ্বারাই সুখী হইতে পারিব; বিশেষতঃ আমার যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহাই যথেষ্ট, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না পাইলেই স্বচ্ছন্দে থাকিলাম। তখন তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন অকপটে তাহাই করিতে লাগিলাম, মদ খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, অল্পদিনেই পরস্পরে বিলক্ষণ রত হইলাম।

অধিক কাল নহে এইরূপে তিনমাস গত হইতেই আমার লীলা খেলা প্রায় ফুরাইয়া যাইবার লক্ষণ হইয়া উঠিল। আমি যাঁহার নিকট অকষ্টে জীবন যাপন করিবার আশা করিয়াছিলাম তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, এই সময়ে তাঁহার ব্যবসায় বিশৃঙ্খল প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত আমার অধিকাংশ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে দিলাম। আবার তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়া আমার কৃত এই সামান্য উপকার স্বীকার করিবেন ইহাও লজ্জাস্কর; এই লোকাপবাদ গোপন করিবার নিমিত্ত অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিয়া একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিলাম, তাহার মূল্যের মধ্যে যাহা অকুলান হইল, একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে পরম বিশ্বাস পাত্র জানিয়া তাঁহার হস্তে ঐ ভূমির সত্ব কিয়দ্দিবসের জন্য সমর্পণ করিয়া তখন কার্য্য সাধন করিলাম। লোকে এসকল ব্যাপার ঘুনাক্ষরেও জানিতে পারিল না। মনে করিলাম আমার কারবার চলিলেই সকল দিকে মঙ্গল হইবে, দুর্ভাগ্য ক্রমে আশার বিপরীত ফল হইল। কিছুদিন পরে কারবার একেবারে বন্দ হইয়া গেল, দিন নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর দেখিয়া উভয়েই স্থানান্তরে গমন করিলাম। তৈজসাদি যা কিছু ছিল, তাহাও এক

ব্যক্তির নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, তিনিই তাহা সংগ্রহ করিলেন। জমিটুকু সেই অবধিই সেই অবস্থায় আছে তাহা উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই। এক্ষণে একপ্রকার জলপাত্র ভোজন পাত্র বিহীন হইয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় কালযাপন করিতেছি। সেই ভালমানুষটী মুখে এখন অযত্ন করেন না, কোনক্রমে দিনপাতের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং দেন তাহাতেই প্রাণ ধারণ করিতেছি, তাহাই বা কত দিন? তিনি তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমার বিপক্ষ ভিন্ন নহেন। ধর্ম্ম ভাবিয়াই হউক তিনি কতক সদয় আছেন বটে কিন্তু এই কাটা গাছের ছায়াটী কখন্ আছে কখন্ নাই তাহারই বা কি নির্ণয় আছে? বিশেষতঃ এক্ষণে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত! অসৎ প্রবৃত্তি তাঁহার অন্তঃকরণকে পূর্ণরূপে কখনই অধিকার করিতে পারে নাই! বয়স দোষে যেটুকু ছিল তাহাও এককালে তিরোহিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে তাঁহার স্ত্রী যোগ্যা হইলে, তাঁহার অসচ্চরিত্র ছিল কি আছে এমন একটী সংস্কার যাহাতে তাহার অন্তঃকরণে উদয় না হয়, তাহাই করিবেন, এবং আমাকেও অনুক্ষণ সদুপদেশ দিতে ত্রুটী করেন না। আমিও তাঁহার উপদেশে এবং রামায়ণ মহাভারতাদি ধর্ম্মপুস্তক সকলে কুকর্ম্মশালীর শাস্তির বিষয় যাহা বর্ণিত আছে সে সমুদায় পাঠ করিয়া একপ্রকার দৃঢ়রূপে কৃতসংকল্প হইয়াছি যে সত্বরে পুণ্যধাম বৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া, (যদিও আমাদিগের পাপের শাস্তি নাই বটে) যতদূর পারি সেই পবিত্র তীর্থ বাসে নিয়ত দেবদর্শন, পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা দুরদৃষ্টের সম্পাতা সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

মা দুঃখিনি! তোমার নাম দুঃখিনী বটে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সতীত্ব রত্ন তোমার অঞ্চল-বদ্ধ আছে সে পর্য্যন্ত রাজমহিষীরাও তোমা অপেক্ষায় অধিক সৌভাগ্যবতী নহেন; সতীত্বই প্রধান ধন; এই অমূল্য ধন বিসর্জ্জন দিয়া অষ্টালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অতুল আধিপত্যের সহিত দিব্য অট্টালিকায় বাস করাও ঘৃণাকর। সতীত্ব সত্বে গাছের বাকল পরিধান, নির্ঝরের বারি পান, দিনান্তে ফলমূল ভক্ষণে প্রাণ ধারণ, এবং ভয়শঙ্কুল হিংস্র জন্তুগণের সহিত বৃক্ষমূলে শয়ন, ইত্যাদি সাধ্বী-স্ত্রীর পরম আভরণ রূপে পবিত্র শরীরের সুসজ্জা সাধন করে, বিপদ শব্দও তাহার কর্ণগোচর হয় না। পরলোকে দেব লোকের প্রতিও আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারেন। বাছা! আমাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল ঘটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে প্রার্থনা করি যেন অতিবড় শত্রুকেও ভগবান এ পথে পদার্পন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন।

আমার এ অবধিই শেষ, এক্ষণে কুসুম বিবির রঙ্গ ভঙ্গি গুলি শুনিয়া খেদ মিটাও, এই কথা বলিয়া কানন সজল নয়নে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন। তখন বিমলা বলিল "এসো গো কুসুম! এবার তোমার মাথায় ফুলের মালা ছড়াটী দিয়ে দিই, এইবার তুমি বেদিতে বসিলেই হয়"। কুসুম হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল "নে ভাই! তোদের যেমন আর খেয়ে দেয়ে কাযনাই, আমার কথাই বা কি? আর বোল্-বোই বা কি? তাই কি দুটো কথা তোদের মত সাজিয়ে বল্‌তে জানি? এই যে তোরা কত রকম ভাবভঙ্গি করে এক এক জন দুদিন তিনদিন ধোরে গল্প কল্লি, কানন

এক নিশ্বাসে ফড়্ ফড়্ করে পণ্ডিতের মত কত উপদেশ দিলে, খেদ কোল্লে, ও পরিচয় দিয়ে গেল, আমার কথায় রসও নাই, বৃত্তান্তও সকলে জান না এমন নয়, তা আবার লোকের কাছে কি বল্‌বো ?' তখন কমলা বিরক্ত ভাবে কুসুমকে বলিল "তোর কেমন একটা স্বভাব বটে! চিরকাল নানান কথা কওয়া রোগ কি না? এখানে কে পণ্ডিত আর কে সুভাষী আছে? কেইবা কথকতা কর্ত্তে এসেছে? আর ভাল কথা শুনে গলার হার ছড়াটাই বা কে কাকে খুলে দিচ্চে? পাঁচ জনে বল্‌তে বল্‌তে যে যা জানিস্ বল্? তোর তো তানয়, কেবল আকথা কুকথায় কাল কাটালেই হলো, চুপ কোরে মুখটী বুজিঁয়ে থাক, না হয় যতক্ষণ আপনা আপনি বসে আছি পাচঁটা পাঁচরকমের কথা বার্ত্তায় অন্যমন হওয়া, তাই বা কতক্ষণ, এইত সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যার পরেই আজ ব্রহ্মচারী আস্‌বেন মনে নাই কি ?"

দুঃখিনী ব্রহ্মচারীর নাম শুনিবামাত্র কমলাকে জিজ্ঞাসিলেন হ্যাঁ গা! ব্রহ্মচারী আবার কে? এখানেই বা তিনি কেন আস্‌বেন? কমলা উত্তর করিল ও মা সে অনেক কথার কথা, পুলিনবাবু এক ব্রহ্মচারী পেয়েছেন, সে ঠাকুরটী আবার কত গুণ জ্ঞান জানেন, গুণ করে তোমাকে ভুলিয়ে দিবেন বলেছেন, আমাদের বাবুর তাঁর উপর বড় ভক্তি, তিনিই আজ সন্ধ্যার পর আস্‌বেন।

তদনন্তর কানন বিস্মিত মুখে কহিতে লাগিল, দেখ কমলা! ব্রহ্মচারীকে যেরূপ দেখিলাম, তাঁহার আকার প্রকারে একটী প্রকৃত তপস্বীই বোধ হইল, তিনি যে স্বয়ং ধর্ম্ম হইয়া পরের

ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন এ কথায় আমার সন্দেহ হইতেছে, কেন না, দুগ্ধ মন্থন করিলে নবনীত ভিন্ন কালকূট বিষ উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি অনুমান করি, ভগবান দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ব্রহ্মচারী রূপে ইহাকে ত্বরায় উদ্ধার করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি আপনিই বলিলেন, যে বিপদ্‌গ্রস্তকে বিপদ হইতে মুক্ত করাই তাঁহার প্রধান সংকল্প, এস্থানে এ কথাটী দুঃখিনীর পক্ষেই বিশেষ মঙ্গলদায়ক; কেন না দুঃখিনীই যথার্থ বিপদাপন্ন। পুলিনবাবুর বিপদ ত সুখ ইচ্ছা; তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইলে একজনের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, না হইলে কিছুই হানি নাই, সেই শান্তমূর্ত্তি তপস্বী যে অধর্ম্মের উৎসাহ বৃদ্ধির হেতু হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর। মা দুঃখিনি, তুমি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আগমনে ভীত হইও না, তাঁহার সম্মুখে বিনয়ের সহিত তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিও; আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তিনি তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করিবেন।"

দুঃখিনী উত্তর করিলেন, "দেখ মা! আমি আর কাহার, সাহায্যের প্রার্থনা করি না, আমার সহায়, সম্পত্তি, গুণ, জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সকলই তোমাদিগের অনুগ্রহ, তোমাদিগের কৃপায় আমি অবলীলাক্রমে মুক্ত হইতে পারিব, অতএব ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট বিনয় করা, কিম্বা আমার মানস ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা প্রয়োজন কি?"

কানন কহিল, "দুঃখিনি! কোন বিরুদ্ধভাবে বলিতেছি না, আমাদিগের সাধ্য পক্ষে কোন প্রকারেই যত্নের ত্রুটি হইবে না, কিন্তু মা! তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি মনোযোগী হইলে আমাদিগের যোগে কোন একটা যুক্তি দ্বারা অনায়াসেই

তোমাকে স্থানান্তরিত করিলে করিতে পারেন। যাহা হউক এক্ষণে সে কথার চালনায় আবশ্যক নাই; আমরা তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত এই স্থানেই থাকিলাম, উপস্থিত মতে যেমন হয় সকলেই মিলে স্থির করা যাইবে।”

অনন্তর কুসুমের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল “কি গো? কুসুম ঠাকুরাণী যে চুপ্ চাপ্? মনে কর্‌তেছ কি? কোমর বান্দো আসরে নাবো, আর কি কর্‌বে বল?” তখন বারম্বার সকলের অনুরোধে, কুসুম আর নীরবে থাকিতে পারিল না; স্বীয় জ্ঞানাবচ্ছিন্নের সমুদয় ঘটনা বিস্তারিত রূপে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিংশ অধ্যায়।

কুসুম।

কুসুম কহিল “ভাই! যদি নিতান্ত গোবধ করাই তোমাদের মত হলো, তবে আর চারা কি? সাত পাঁচ কথায় কাজ নাই এই বল্‌তে আরম্ভ কল্লেম, শুনে কর্ণ-সুখ কোরে নেও। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ গোবিন্দবাটী গ্রামে আমার বাপের বাড়ী, সে গ্রামে ঘর কতক আগুরি আর ঘর কতক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সে গ্রামের লোক গুলি চাস বাসেই দিন কাটাতো, আর যে দুএকটী ব্যবসা ছিল সে অতি চমৎকার। বোধ করি কাতলাপাড়া দেশের কথা শুনে থাক্‌বে, এটী সেই দেশ, এদেশের মানুষের শরীরে যে দয়া মায়া গো! তা আর বলবার নয়,

মাচ মারা মানুষ মারা ইহাদের সমান জ্ঞান। আবার ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের এককাটি বাড়া, তাঁদের একটী মেয়ে জন্মিলেই, বলত একপ্রকার বড় মানুষ হলেন। মেয়েটী তিন বছরে পোড়তেই তার বিবাহের চেষ্টা করিতে থাকেন। ছোট ছোট মেয়ে তাই নিয়ে বিবাহ দেন; কিন্তু যিনি বর তাঁহারত ঐ বিবাহ করাই শেষ। বিবাহের পর হয় শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন কি সেখান থেকে ফিরে আসবেন, সেই পথেই কনের বাপই থাকুন কি ভাইই থাকুন, তাঁকে পঞ্চত্ব পাইয়ে দিয়ে কনের মাতার সিঁদুর মুছে দিয়ে আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ক্রমে মেয়ে যত বড় হয় ততই দর বাড়ে, এমন একবার দুবার নয়, মেয়ের তের চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত, যত বার করে উট্‌তে পারেন চেষ্টার ক্রটি করেন না; যার পরমায়ু অখণ্ড সে শেষ বারে তাঁদের জামাই হয়, আবার তার সঙ্গেও বিবাদ বিসম্বাদ করেন, যাতে পরস্পরের মুখ দেখা দেখি না থাকে, তাই করেন। আমিও জন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে জন্মিয়াছিলাম; ক্রমে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে ঐ রূপ তিনটী চাঁদ পানা ভাতারের মাথা খেয়েছি, দয়ালু পিতার আকিঞ্চনের ক্রটি ছিল না ঘটলে আরও দুচারটী খেতে পার্‌তেম, লোকের পরমায়ু শেষ হওয়া চাইত, কিছু দিন আর বিবাহ যুঠে উঠেনা; যখন আমার বয়স তের বৎসর তখন মনে কল্লেম, এঁরা আমার বিবাহ দিয়ে টাকা উপায়ের চেষ্টা করুন, আমিও এদিক ওদিক হাত বাড়াই, আমারই বা পৃথিবীর ভোগে বঞ্চিত হওয়ার ফল কি? এইরূপে কিছু দিন যায়, পরে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রাম

বাসী হরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাড়ে চারিশত টাকা পণ দিয়া আমাকে বিবাহ কল্লেন; তখন আমার বয়স পনের বৎসর। আমার চতুর্থ বরটীও যুবা দেখ্‌তে শুন্তেও মন্দ নয়। তাঁকে দেখে আমার কেমন একটা হঠাৎ মায়া জন্মিল; তাঁকে আমি কোন কথাবলি এমন চেষ্টা করতে লাগলেম, অল্প কালের মধ্যেই আমার চেষ্টা সফল হলো। সে দিন বিবাহের দিন বটে, কিন্তু আমার ত আর বিবাহ নয়, পণের টাকা, কড়ি নেওয়া দেওয়া হয়ে গেলেই যে যার আপন আপন ঘরে চলে গেল। দুটো একটা দুখোরাঁড়ী যাদের রাত বেড়ান রোগ আছে, তারাও বাসর জাগার ছলে খানিক খানিক থেকে যার যার আপন আপন অভিপ্রায় মত স্থানে প্রস্থান কল্লে। এই আমরা স্ত্রী পুরুষেই বোলতে হয়। নির্জ্জন হোলেম, সুযোগে আমার মনোগত কথা গুলিও বলে নিলেম। আমি বল্লেম "দেখ গো! যদি আমাকে বিবাহ কল্লে, তবে কালই আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে চলো। আমাকে এখানে রেখে দুদিন একদিন আসা যাওয়া কর্ত্তে ইচ্ছা কল্লে, তোমার প্রাণ বাচান ভার হবে। এখানে এমন দশা অনেকের ঘটে, এ দেশ অতি কুদেশ, এমন কি তোমাকে মারবার কাজ পড়লে আমার বাপও ছেড়ে কথা কবেন না।" তিনি এই কথা শুনে চম্‌কে উঠলেন, বিস্তারিত জানবার জন্য অনেক প্রকারে আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, আমি আর কিছুই বল্লেম না; কেবল বল্লেম "যদি বেঁচে থাকি আর থাক, আমারে বাড়ী নিয়ে গেলে সব শুন্‌তে পাবে।" তারপর তিনি আমাকে ও বিষয়ের আর কোন কথা বল্লেন না। ক্রমে চারি

দিকে কাক পক্ষী সকল ডেকে উঠলো, বাইরের আলো ঘরে প্রবেশ করে প্রদীপের আলোকে মলিন কল্লে, রাখাল গণ গরুর পাল নিয়ে ধবলী সামলী ইদিক ইদিক্ বোলে চিৎকার করে দৌড়া দৌড়ি কর্ত্তে লাগলো, এবাড়ী ওবাড়ীর লোক উঠে, বামা, শাস্তে, পরাণে, সাত্তুকে বলে কৃষক গণকে ডেকে মাঠে পাঠায়ে দিচ্চে। আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলেই গুল গাল করে কথা কচ্চে। আমাদের বোধ হলো রাত্র প্রভাত হয়েছে; তাবৎটী রাত্র ছেলের মায়ের সমান সপ্রতিভের ব্যবহারে, আমোদ প্রমোদে কাটুয়ে, তখন আমি বিয়ের কনের মত জড় সড় হয়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে শুয়ে থাকলেম। বর বাহিরে বেরুলেন, পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায়, তিনি প্রথমে রাজি হলেন না; পরে বুঝি ভাব্‌লেন যে আদ্‌বুড়ো মাগীকে আর কোথাও বিয়ে দিতে পার্‌বেন না। কথায় কথায় যেমন প্রথা আছে, ঝকড়া ঝাঁটী করে আমাকে পাটিয়ে দিলেন। আমি সেই দিনই স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী এলেম। লোকে কনে দেখতে এলো, আমি ত আর কনে নই দেখতে কনের মার মতন আকার প্রকার, তাই দেখে কতলোকে কত রকম কাণাকাণী কর্ত্তে লাগলো। দুই একটা ঠোঁটকাটা মাগীও টিপে টিপে দুই এক কথা বলে ফেল্লে। শাশুড়ী ঠাকুরুণও চড়ুকে হাঁসি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কুলাচার কর্ম্মগুলি করে নিলেন; আমার স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব বিবাহ রাত্রেই প্রায় হয়, দিনে দিনে আরও বেস্ বেড়ে উঠলো; স্বামীও জোয়ের ঘর কন্না পেয়ে আমাতে বিলক্ষণ রত হলেন। তিনি স্বয়ং

উপায়ক্ষম, আমার মন যোগাতে ত্রুটি করেন না, আমিও তাঁকে রীতিমত যত্ন করি, এই সকল দেখে শাশুড়ী ঠাকুরুণের আমার উপর দ্বেষ জন্মিল। তিনি সর্ব্বদাই ব্যাজার ব্যাজার ভাল করে কথা কহেন না, কিছু বল্‌তেও পারেন না, আমি ত সেবার ত্রুটি করি না তা বলবেন কি? কিছুদিন পরে ছুতো খুঁজতে লাগলেন; সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন। আমি সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে তাঁর খাবার জিনিষ নিয়ে যদি মা বলে ডেকে খাওয়াই, তা হলে ঘুম ভাঙালে বলে তিরস্কার করেন; আবার যদি না ডেকে ডুকে খাবার ঘরে রেখে আসি, তা হলে তার পর দিন পাড়ার লোক জন যড় করে আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করি, তারি প্রমাণ দেখিয়ে নানান কথা বলেন। কিন্তু ভাই এই বড় আশ্চর্য্য যে, প্রায় অনেক শাশুড়ীতে পুত্র বধুর বিপক্ষ হয়; কেন যে হয় বলতে পারি না। আবার বলি তার কারণও আছে, এখনকার বৌগুলি ভাতার পেলেন ত যেন অমনি গিলে বোস্‌লেন, ছেলেরাও এখনকার মাগ মুখো, মাগ কে ব্রহ্ম পদার্থ ভাবেন, তাঁরা মাগের মুখ দেখে বাপ, মা, ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজন সব ভুলে যান, ভাল মানুষের মেয়েরা নাড়ী ছেঁড়ে ধনে বঞ্চিত হয়, পেটের ভাতে আজির হয়ে বোর মুক-নাড়া খেয়ে কাল কাটায়। এই সকল দেখে শুনেই বৌকে প্রথমে বশে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আমার শাশুড়ী দেখ্‌লেন যে আমাদের স্ত্রীপুরুষে অল্প দিনের মধ্যে বেস ভাব হয়ে উঠলো, তাঁরও বুঝি ঐ রূপ ভয় হলো, তাতেই নানান কথা বলে কয়ে আমাকে কোন ক্রমে জব্দ করে রাখবেন মনে করেছিলেন। আমি কিন্তু এক দিনের

জন্য তাঁর অবাধ্য হইনাই, তিনিও বিমলা দিদির শাশুড়ীর মত আমাকে মার পিট কর্ত্তেন না; যা কিছু কথার জ্বালাই দিতেন, আবার অপরে এক কথা বল্লে তার গলার নলি ছিঁড়ে ফেল্‌তেন।

আমি তখন ভাত ভাতার দুই পেয়েছি, আর কোন জ্বালা যন্ত্রণা মনে কর্ত্তেম না। তার পর ভাতারের গুণ বাড়্‌লো, তিনি এমনি মাতাল হলেন যে, প্রায় প্রতি দিন রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকৃতেন; যে দিন ঘরে থাকা হতো, আমাকেও একটু একটু করে মদ খাওয়াতেন, আমিও তাঁকে আটক করবার আশায় মদ খেতে অস্বীকার কর্ত্তেম না। এইরূপে মদ্যপানটী আমার ক্রমে এক প্রকার নিত্যকর্ম্ম হয়ে উঠলো, একদিন ঘরে না এলেই বিষম বিপদ খুঁজে আন্‌তে হয় এবং বিলক্ষণ রূপে সেবা শুশ্রূষায় তাঁকে সুস্থ করিতে বিরক্ত হইতাম না। নবকুমার নামে আমাদের বাড়ীতে একজন দোহাল ছিল, সে জাতিতে গোয়ালা, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়, রংটী ময়লা বটে, কিন্তু দেখতে নিতান্ত বিশ্রী ছিল না। শাশুড়ীর অজ্ঞাতে সেই নবকুমারের সঙ্গে গিয়ে, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রায়ই তাঁর তল্লাস কর্ত্তে হতো। স্বভাব কত দিন গোপন থাকে? কাককে স্বর্ণ দ্বারা ঠোঁট, হিরার দ্বারা পা দুখানী এবং গজমুক্ত দিয়ে তার প্রত্যেক পাখা সাজিয়ে রেখে, আদর করে ক্ষীর, ছানা, ননী, খাওয়ালে সে কখনই আপনার বোল ছাড়তে পারে না। আমার প্রথম বয়সেই নষ্ট বুদ্ধি হয়েছিল, দিন কতক স্বামীর প্রণয়ে বাধ্য হয়ে একটু ক্ষান্ত ছিলাম; এই সময় সেই নবকুমারের সঙ্গেই আবার পোড়া কপালটা পুড়ে উঠ্‌লো।

তখন নবকুমার অন্ত প্রাণ, স্বামীর বমির গন্ধ, শাশুড়ীর

মন্দ কথা আর কি সহ্য হয়? দিন কতক পরেই সেই নবকুমারকে সহায় করে, সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে বেরুলেম। নবকুমার আমাকে নিমতলায় একখানি ছোট ঘর ভাড়া করে রেখে, আপনার বাড়ীতে গেল; আমি কোথায় থাকলেম কি কল্লেম তখন কেহই জাস্তে পাল্লে না। নবকুমার সর্ব্বদাই আমার কাছে আসতো বটে, কিন্তু অতি গোপনে। থাকৃতে থাকৃতে সেখানকার লোকের সঙ্গে আলাপ হলো, আমার ঘরে আরো লোকের যাতায়াত হতে লাগলো। অদৃষ্ট ক্রমে, ইতর ভিন্ন ভদ্রলোকের মুখ প্রায়ই দেখ্‌তে পেতেম না। আমি দেখতে মন্দ ছিলাম না, বয়স অল্প। যদি কখন কোন ভদ্রলোকের চক্ষে পড়্‌তেম আর তিনি আসবার চেষ্টা কর্ত্তেন, আমার সংসর্গ দেখে আর মুখের বোল শুনেই বাপ বাপ করে পালাইতে পথ পেতেন না। যেমন সঙ্গ তেমনি সভ্যতা, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ ভিন্ন মুক দিয়ে প্রায় কথা বেরুত না; তাও যেমন শুন্‌তেম তেমনি বল্‌তেম, নূতন নূতন তর বিতর হাঁসি হাঁস্‌তেম, পাল খানেক পাড়া গেঁয়ে নাপীত, কুমার, কামার, তাঁতি, শুঁড়ি, গোয়ালা, চাশা, গাঁজাখোর, গুলিখোর আর পেঁচি মাতাল নিয়ে, দিনরাত কেঁতাকেঁতি মারামারি খেয়োখেয়ী করে কাল কাটাতেম। পেটে খাওয়া হোক না হোক আমোদ হলেই চরিতার্থ। উপায় উপার্জ্জনের মধ্যে দিন কতক কেউ কেউ দুচার আনা দিতো, তার পর আমার গতিক দেখে সকলেই হাত গুড়িয়ে বোস্‌লো। যে টাটি-খানি মুটি-খানি নিয়ে ঘর থেকে এসেছিলাম, তাই বেচি আর মদ খাই; এইরূপে হাতের পায়ের সব ঘুচে গেল, ধারে কর্জ্জে ডুবে গেলেম, হাত পাতি এমন যো নাই,

দিনান্তে পেটের ভাত যোটা ভার হলো, তখন ইয়ারেরা রান্নার ধোঁয়া না দেখলে সে দিগ মাড়ান না। আবার এই কষ্টের উপর মুখের গুণে ও অনেকের কাছে ধাঁমসা পেটা হতে হয়েছে।

এইরূপে কিছু দিন যায়, ক্রমে এমন হয়ে উঠ্‌লো যে মাঝে মাঝে এক এক দিন অনাহারেই কেটে যেতো। এক দিন অনেকেই বসে আছেন, ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি খাবার জলের কলসি থেকে হাত ডুবিয়ে এক গণ্ডূষ জল নিয়ে পান কল্লেন, সেই উপলক্ষে আমার ঘরে যিনি সর্ব্বদা আসা যাওয়া কর্ত্তেন, তাঁর সঙ্গে বকাবকি হতে লাগলো; আমি তাদের নিরস্ত কর্‌বো বলে ভাল কথা বল্‌তে গেলেম, ভাল কথাটী এই "এখানে ত বিজন্মা ছেলে কেউ নাই, তবে এত গোল হচ্চে কেন?" এই কথা শুনে সকলে আমার উপর রেগে উঠ্‌লো, মার ত যৎপরোনাস্তি খেলেম, অবশেষে আমার আঁচল থেকে চাবি নিয়ে আমাকে ঘরের বাহির করে দিয়ে, ঘর বন্দ করে দিলে। যিনি আমার পক্ষ ছিলেন, তাঁকে মাতাল বলে পুলিসে চালান দিলে। আহা! মা গো! এ অভাগীর কপালে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ হলো, আরও বা কত ভোগ কর্ত্তে হবে, তার কি ঠিকানা আছে? আমি যে দিন এখানে এলেম, তার পূর্ব্ব দিনের যে ভোগ তা মনে কল্লে, এখনও ইচ্ছে হয় যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি। সে দিন সমস্ত দিন উপবাসী, ঘরে এমন কিছুই নাই যে, গালে দিয়ে একটু জল খাই, সারা দিন ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত শুয়ে পড়ে থেকে কোন ক্রমে কাটালেম। শেষে আর সহ্য কর্ত্তে পাল্লেম না, বাহিরে এলেম। আমার ঘরের কাছেই এক খানি মুদির দোকান ছিল, ভাব্-

লেম ইহার কাছেই কেঁদে কেটে কিছু খাবার নিয়ে আসি, কিন্তু অভাগীর কপালে তখন দোকান খানি বন্দ হয়ে গিয়েছে; কাছে গিয়ে মুদীর ছেলের নাম ধরে দুই একবার ডাকলেম, উত্তর পেলেম না। তখন দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপ্‌লেন, ভাবলেম এদের ত সাড়া শব্দ কিছুই পেলেম না, বেস্‌ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্‌চি, যো করে না হয় কিছু নিয়ে যাই, হাতে পয়সা হলে তখন দিয়ে ফেল্‌বো। এই মনে করে, আস্তে আস্তে ঝাঁপ ঠেলে দোকানে প্রবেশ কল্লেম। অন্ধকারে হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে একটা খালি হাঁড়ি পড়ে ভেঙ্গে গেল, শব্দটাও বিলক্ষণ হয়ে উঠ্‌লো, আমি ভয়ে জড় সড় হয়ে একটী কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দোকানীরা পিতা পুত্রে উঠে বস্‌লো, তাদের মনের কথা ধর্ম্ম জানেন, সেই হাঁড়ি পড়া উপলক্ষে কথায় কথায় দুজনে ঝক্‌ড়া করে মারামারি আরম্ভ কল্লে, শুন্‌তে তাদের মারামারি, কিন্তু মারগুলি সবই আমার পিঠের উপর, এক এক বার বকাবকি করে, মারবার সময় দুজনে আমাকেই মার্‌তে লাগলো। আমি একে সমস্ত দিন অনাহারী, তার উপর সেই নির্দ্দয় প্রহারের যন্ত্রণা আর কতক্ষণ সহ্য হয়, ক্রমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, চুপ করে আর থাকৃতে পাল্লেম না, আস্তে আস্তে বল্লেম "ক্ষমাকর আর মেরো না," মুদি বল্লে "হাঁরে পাজিবেটা মার্‌বো না বৈকি? তোমার হাড় একঠাঁই, মাস একঠাঁই, করে তবে ছাড়বো" বোলেই আবার নুতন করে আরম্ভ কল্লে। আমি নির্দ্দম হয়ে পড়্‌লেম, কথা কবার শক্তি প্রায় নাই, কিন্তু দেখলেম প্রাণ যায়, চিঁ চিঁ করে বল্লেম "ওগো আমি কুসুম আমার প্রাণ

যায়, আমাকে ছেড়ে দেও" আমার কথা শুনে তারা প্রদীপ জ্বাল্লে, তখন আমার উত্থান শক্তি নাই, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, একটু জল খেতে চাইলেম, মুদির ছেলে একটী সন্দেশ আর এক লোটা জল দিলে, তাই খেয়ে উঠে বস্‌লেম, মুদি মিন্‌সে সেই প্রদীপ জ্বেলেই পাছা চাপড়াতে চাপড়াতে "আহা! মেয়েটাকে মেরে ফেল্লেম, তোমরা এসে দেখ গো ?" এই বলে পাড়ার লোক জড় কল্লে, আমি লজ্জায় আর মুক তুল্‌তে পাল্লেম না, কতলোকে আরও কত কথা বল্‌তে লাগ্‌লো; আমি ঘাড় হেঁট করে হাপুস নয়নে খানিকক্ষণ কাঁদ্‌লেম। সে রাত্রে ঘরে গেলাম না, লোকের ভিড় কতক কতক ভেঙ্গে গেলে সেখান থেকে উঠে, বরাবর চলে এসে, এঁদের আশ্রয়ে পড়্‌লেম। এখনও কোন দিন ভগবান চালান, কখন কখন আপনাকেও চালাতে হয়। শুন্‌লে মা ? এ পথের সুখ সম্পত্তি শুন্‌লে ? এটী কেবল আমি বলেই নয়, এমন প্রায় অনেকেরই ঘটে থাকে, এ কর্ম্মের ফলই এই। বাছা! যদি মন নিবিষ্ট করে সংসারে থাকৃতেম, তা হলে এত ক্লেশ কখনই পেতে হোত না, সরকারী ধামার মত যেখানে সেখানে পিটুনি খেতে হত না, পেটের চিন্তাও কর্ত্তে হোত না। আক্ষেপ করাও বৃথা, কেন না আগুনে ঝাঁপ দিলে শরীর দগ্ধই হয়ে থাকে, শীতল কখনই হয় না, কিন্তু সামান্য আগুনে পুড়্‌লে, কালে আবার জ্বালা নিবারণ হবার সম্ভাবনা আছে, এযে বিসম আগুন, এ আগুনকে একবার স্পর্শ কল্লে, জীবন মরণে সমান জ্বালাতন হতে হয়।

এই কথা কহিতে কহিতে কুসুম কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইল,

তখন যামিনী সুখ তিমিরাবরণে লুক্কায়িতা, নিশীথিনীকে তরুণভাবে অল্পে অল্পে সমাগত দেখিয়া, তারকা রাজি হাস্য-মুখে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বিক্রম বিকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে যেন চক্রভেদিনীকে সহচারিণী করিয়াই, সদানন্দ ব্রহ্মচারী দুঃখিনীর বাস গৃহে শুভাগমন করিলেন। দুঃখিনীর গৃহাভ্যন্তরে ব্রহ্মচারী প্রবিষ্ট হইলেন, পুলিনবাবু অলক্ষিত রূপে ইহা দর্শন করিয়া, তদীয় ভবনে প্রতিগমন করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। বেশ্যাগণ ব্রহ্মচারীর সমাগমে তটস্থা, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া যথা নিয়মে নমস্কার করত বসিতে আসন প্রদান করিল। দুঃখিনী ম্লানমুখে গললগ্নকৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী স্বীয় পবিত্র দক্ষিণ কর পল্লব, প্রণত সরল হৃদয়া দুঃখিনীর শিরস্পর্শ করত অনতিপরিস্ফুট বচনে “বৎসে! অচিরাৎ সিদ্ধকামা হও,?” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রণামানন্তর বেশ্যাগণ একপার্শ্বে কুণ্ঠিত ভাবে দণ্ডায়মানা, দুঃখিনী মস্তকোত্তোলন করিয়া এক একবার ব্রহ্মচারীর পাদ-পদ্ম দর্শন করেন, আর সূক্ষ্ম নির্ঝর প্রস্রবণের ন্যায় অজস্র অশ্রুধারা তাঁহার নয়নযুগল হইতে বিগলিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী পরিস্পন্দ বিশ্লিষ্ট ভাবে নেত্রমিথুনের নিমেষাপনোদন করিয়া, তন্মনে ক্ষণকাল সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গীন সুগঠন এবং আতপতাপে বিশীর্ণমান ছিন্ন বৃন্ত আবিস্ফুরিত কমল কোরক সদৃশ বিষণ্ন মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষৎ প্রসারিত হইয়া, সজল অরুণিমা প্রাপ্ত হইল। তপোমণির চিত্ত বিকৃতির সাক্ষ্য স্বরূপ এই

অভিনব বিকৃতভাব প্রতিভূত হইলে, শান্তিপথে মায়াবিনী মহামায়া আবির্ভূতা হইয়াছেন ; ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। কিন্তু তৎকালে তিনি যে অনন্যমনে কিরূপ মনশ্চেষ্টায় নিবিষ্ট হেতুক ঈদৃশ স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কতক্ষণ পরে, সুগভীর চিন্তা সাগরোত্থিত প্রবলোর্ম্মি স্বরূপ সুদীর্ঘাকার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেশ্যা-গণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময়ে দুঃখিনী দীন-বচনে তদীয় দৃঢ় সংকল্পের আভাস মাত্র সংক্ষেপে ব্যক্ত করণাভিপ্রায়ে, সেই পরম পবিত্র তপশ্চারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "দেব! সুস্নিগ্ধ সুধাধারবর্ষী ধারাধর কি, এ নিরপরাধিনীর মস্তকে বজ্র বর্ষণ করিতে উদিত হই-লেন? প্রভো! নির্ম্মল শান্তিরস কি, এ অভাগিনীর হৃদয় ভেদ করিবার নিমিত্ত হিংসা বিষে কলুষিত হইল? ভগ-বন্! যে করপল্লব কল্পপাদপের একমাত্র শাখা রূপে প্রকাশমান এবং চতুর্ব্বর্গ প্রদানের হেতুভূত, উহাই কি ব্যাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হলাহল বমন করিতে প্রবৃত্ত হইবে? পিতঃ! যদি ধর্ম্ম স্বয়ং অপমার্গে পদার্পণ করেন, তবে সহায় বিহীন স্বধর্ম্মরক্ষণেষ্ট ধার্ম্মিক কুলের অনুকূলে, কোন্ ইষ্টদেবের প্রসন্নতা অভীষ্টসিদ্ধি প্রসাদ প্রদান করিবেন? হে তাত! পাপিনীর ভাগ্যে কি সরিৎপতি অনলময় প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিতে প্রস্তুত হইলেন?" বলিতে বলিতে দুঃখিনীর কণ্ঠরোধ হইয়া উঠিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না ; অধোবদনে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দুঃখিনীকে দর্শন করিয়াই ব্রহ্মচারীর হৃদয় বাৎসল্যে পরিপূর্ণ

হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার মুখনিঃসৃত ন্যায়ানুগত বচন প্রণালী শ্রবণে এককালে আরও অধীর হইয়া উঠিলেন, যেন কি বলিবেন মনে করিয়া, মুহুর্ম্মুহু দুঃখিনীর দিকে আর সেই গণিকা গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অনতিপ্রস্ফুটিত কণ্ঠে কহিলেন, "সদসৎ প্রকৃতি পূর্ব্বজনিত সুকৃতি দুষ্কৃতির অনুগত, সুকৃতি সৎকান্তির জন্ম স্থান, অতএব এ নিরুপম রূপনিধান সুশীলতা এবং ধর্ম্মশীলতাদি সদ্গুণ সমূহে অলঙ্কৃতা হইবে, ইহা অসম্ভাবিত নহে, অথবা বিমল কমলগর্ভে সুনির্ম্মল পরিমল ব্যতীত গরল কখনই ধারণ করে না।"

কানন বিলক্ষণ সুচতুরা, তপস্বীর মুখ ভঙ্গী দেখিয়া এবং তাঁহার এবম্বিধ অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। তখন সে যোড় হস্তে বিনীত ভাবে বলিল "প্রভো! আপনকার শ্রীচরণ দর্শনাবধি আমরা একপ্রকার স্থির-চিত্ত হইয়াছিলাম, এবং ঐ দুর্লভ পদ রেণুই যে চিরদুঃখিনী দুঃখিনীর এই সুগভীর বিপদ সাগর হইতে মুক্তি হেতু সেতু স্বরূপ হইবে ইহাও নিশ্চয় জানিতাম। কেননা সুধাধার সুধাকর রাহুগ্রস্ত হইলেও ক্রমান্বয়ে অমৃতময় অংশু বিকাশ করিতে কৃপণ হয়েন না। আপনিও অকলঙ্ক চন্দ্র স্বরূপ, যদিও পুলিন রাহু কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইতেছেন, তথাপি এই স্বধর্ম্মবতী শুদ্ধমতি দুঃখিনীর দুঃখ তিমির নিবারণ জন্য সর্ব্ব সুমঙ্গল ময় করুণা কিরণ বিতরণ করিবেন, ইহাতেই বা সন্দেহ কি? দেব! আপনি নীরবে আছেন, কিন্তু আপনার বিসদৃশ মুখ ভঙ্গি আমাদিগের আশাঙ্কুরকে পল্লবিত করিতেছে। দয়াময়! তাহাকে সদয় বাক্য রূপ ফল পুষ্পে সুশোভিত করিবার প্রতিবন্ধক যদি

এ পাপিনীরাই হইয়া থাকে, তবে আজ্ঞা করুণ, আমরা একণেই স্থানান্তরে গমন করি। ভগবন্! আমরা মহাপাপিনী, কিন্তু দুঃখিনীর অনিষ্টকারিণী নহি। দুঃখিনীর পরিত্রাণ আমাদিগের প্রধান সংকল্প।" দুঃখিনী কহিলেন "পিতঃ! যেমন শশাঙ্কে কলঙ্কাপবাদ, ইঁহাদিগের দুর্নামও তদ্রূপ, নতুবা সরলতা এবং দয়া প্রভৃতি অসামান্য গুণগুলি ইঁহাদিগকে সম্যক্ রূপেই আশ্রয় করিয়াছে। এতদিন ইঁহারাই আমাকে স্বধর্ম্মের সহিত জীবিত রাখিয়াছেন।" এতৎ শ্রবণে ব্রহ্মচারী মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "করুণাময়! আপনার করুণাময়ী মহিমা জলনিধিতে সন্তরণ সক্ষম মহাপুরুষ অতি বিরল। বিভো! যদি সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি সোপান নির্দ্দেশ করিলেন, তবে এই অদূরবিত্তা অবলাকে এরূপে দুস্তর কূপে নিক্ষেপ করিলেন কেন? অথবা পঙ্গু হইয়া উচ্চতর দুরারোহ লীলাচল উল্লঙ্ঘন করিতে যত্নবান্ হইলে, হাস্যাস্পদের কারণ হইয়া উঠিব।"

তদনন্তর বেশ্যাগণকে সাদরে বসিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং আসন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! নিঃশঙ্কা হও; ভগবান্ তোমাকে নিষ্কৃতি দিবার উপায় অগ্রেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার সরল এবং পবিত্র চিত্তবৃত্তির পক্ষপাতী জীবমাত্রেই হইবে সন্দেহ নাই। সময় ক্রমে স্বয়ং বিধাতা সাকার রূপে তোমার বিপদ্‌পাতের বিপক্ষ হইবেন, অতএব তোমার সশঙ্ক হৃদয়কে আশঙ্কা বিশ্লিষ্ট ও আয়ত্ত কর। আমি অচিরে এই অনুগতবৎসলা মহিলাগণের সাহায্যে তোমাকে গতবিপদা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ

করিব। বৎসে! সম্প্রতি রূপ মহাধাতুর পরীক্ষার্থ বিধাতা বহুবিধ বিড়ম্বনাগ্নি সৃজন করিয়াছেন, তাদৃশ বহ্নিদহনে সেই সুবর্ণ যদি বিবর্ণে কলুষিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরয়কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। অবিকৃত সারাংশকে আনন্দ ভুবনের অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, সমধিক যত্নের সহিত রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মাংশে যে কত বিঘ্ন, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী প্রকৃত ঘটনার আদ্যোপান্ত তোমাদিগের নিকট অবিকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভণ্ডতপস্বী।

আমি তীর্থচারণ ক্রমে, আরাকান দেশে গমন করিয়াছিলাম, তথায় বিজয়পুর নামে একখানি গ্রাম আছে। বেলা এক প্রহর সময়ে, আমি সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া রাজবর্ত্মে গমন করিতে করিতে, এক গৃহস্থের সম্মুখদ্বারে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম পুরমধ্যে মহা কোলাহল, প্রতিবাসী বেশিনীতে প্রায় গৃহটী পরিপূর্ণ, কিন্তু সকলেই অপ্রসন্ন। তত্রস্থ স্ত্রী পুরুষ সমুদায়ের তাদৃশ বিষণ্ণতা দর্শনে, কোন বিশেষ মনঃপীড়ার হেতু হইয়া থাকিবে, ইহাই বিবেচনা করিলাম, এবং তদ্বিশেষ অবগতির নিমিত্ত, আগ্রহতার সহিত সেই গৃহের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিলাম। একটী গতবয়স্কা

বিধবা কুলাঙ্গনা ধূলিধূষরিতকলেবরা নেত্রজলে প্লাবিতা, ভক্তি ভাবে আমার সম্মুখে আসিয়া গলবাসে প্রণাম করিলেন। বর্ষীয়সীর নিরীহ এবং অকৃত্রিম শোক চিহ্নিত প্রতিমা দর্শন করিয়া, তাঁহার মনো বিকারের কারণজ্ঞ হইবার নিমিত্ত, হৃদয় নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিল। "মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম; যোষিৎ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "দেব! দেবতা বুঝি আমার মঙ্গলামঙ্গল সকলি অপহরণ করিলেন, আমার মঙ্গল ঘট বুঝি বিসর্জ্জন দিতে হয়।" আমি আশ্বাস বাক্যে কহিলাম, "মাতঃ! স্থিরা ভব। আপনার এতাধিক চিত্তবৈকল্যের কারণ কি? যদি মাদৃশ গণ হইতে তাহার কোন প্রতিকার সম্ভব হয় আমি অক্ষুণ্ণান্তঃকরণে ও প্রাণ পণে তাহা সাধন করিয়া আপনকার অন্ত- স্তৃপ্তি সম্পাদন করিব।"

পুরন্ধ্রী উত্তর করিলেন "প্রভো! শোকের কারণ মুখে প্রকাশ করিতে বুক বিদীর্ণ হইয়া যায়, হতভাগিনীর জীবন সর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীশ্বর শয্যাগত, ত্বরায় আসিয়া তাহার মস্তকে চরণার্পণ করুন" আমি সেই বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, বিপ্র লক্ষ্মীশ্বর বিকলাঙ্গ শয্যায় শয়ান আছেন; দুই পার্শ্বে পুরসুন্দরী গণে তাল বৃন্ত ব্যজনাদি দ্বারা শুশ্রূষা করিতেছেন। একটী নবীনা অবগুণ্ঠনবতী প্রকৃতি, নেত্রনীরে পরিপ্লুতা, গদগদ দীন বেশে সেই গৃহের এক পার্শ্বে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মানা, সেই রমণীরত্নের ব্রীড়াবনত কমনীয় কান্তি দর্শনে বুঝিতে পারিলাম, যে তিনিই লক্ষ্মীশ্বরের সহধর্ম্মিণী। শিরোভাগে উপবেশন করিয়া, সদাশিব নামে অপর একজন ব্রহ্মচারী, তাহার মস্তকে মন্ত্রপূত রক্ষা বন্ধন করি-

তেছেন ; কিন্তু তাহার নয়নদ্বয়, সেই ম্লানাননা লক্ষ্মীশ্বরের তরুণীর তরুণ লাবণ্য জলধিতে সন্তরণ করিতেছে। আমি তথায় উপস্থিত হইলে, কামিনীগণ আমাকে যথা নিয়মে প্রণাম করিলেন। সদাশিব তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত কহিলেন, "বিলম্ব কি? সত্বরে দেবীর অর্চ্চনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করা আবশ্যক, কাল ব্যাজে অত্যহিত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

স্থবিরা সকাতরে উত্তর করিলেন, "প্রভো! দেবীপূজার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে, আর কাল হরণ করিবার প্রযোজন নাই ;" সদাশিব বলিলেন "লক্ষ্মীশ্বর তথায় গমন করিতে সক্ষম নহেন, তাহার মাতা প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার আরোগ্য কামনায় কৃতসংকল্পা হইবেন, তাহার স্ত্রী আর দুই চারি জন দাস দাসী, যাহাদিগকে পরিচর্য্যার জন্য নিতান্ত আবশ্যক এবং বাদ্যকর কয়েক জনা ভিন্ন, আর অধিক লোক সমভিব্যাহারে গমন করিলে, সমাধিসম্পন্ন মহাযোগীবর যিনি তথায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার যোগবিঘ্ন উৎপাত উপস্থিত হইবে।" সেই অপরিজ্ঞাত দেবীপীঠ এবং মহাযোগীর আশ্রম, দর্শন করিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিল। আমি লক্ষ্মীশ্বরের মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মুখ ভঙ্গিদ্বারা গমনাভিলাষ প্রকাশ করিলাম। তিনিও তদনুসারে প্রার্থনা করাতে, সদাশিব ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া, কি বিবেচনা করত উত্তর করিলেন, "তপশ্চারীগণের পক্ষে দেবদ্বার সমুদায়ই উদ্ঘাটিত আছে, যথেচ্ছা গমন করিতে পারেন।" উঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথনের সময়, আমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মীশ্বরের আপাদ মস্তক, বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করি-

লাম ; কিন্তু তাহার কোন কঠিন পীড়ার লক্ষণ লক্ষিত হইল না ; অথচ দ্বিজবর প্রায় মৃত্যু শয্যায় পতিত, ইহার কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া, যথোচিত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

তদনন্তর অগ্রে সদাশিব পথ দর্শক, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীশ্বরের জননী এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কতিপয় দাস দাসী সমবেত, দেবী পূজার উপচার সকল লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলাম। কতক্ষণ পরে রামপুরার পর্ব্বত আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হইল, এবং অবিলম্বে তাহার উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। তখন সদাশিব ব্রহ্মচারীর আদেশ মতে, বাদ্যকরগণ আপনাপন বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। সদাশিব বলিলেন, "এই পর্ব্বতের উপরিভাগে গুহা মধ্যে দেবীপীঠ নির্ম্মিত, তাহার সম্মুখেই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইবে। তথায় গমন করিবার পথ অতিসুদূর, সুপথে গমন মানসে কালক্ষয় করিলে কার্য্য হানি হইবে, অতএব কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দিগন্তর অবলম্বন সাপেক্ষ না হইয়া, এই স্থান হইতেই অচিরে অধিরূঢ় হওয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃ" এই কথা কহিয়া বাদ্যকর গণকে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে অনুমতি করিলেন, আপনিও অল্পে অল্পে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলেন। আমরাও অগত্যা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাকষ্টে, অধিত্যকায় অধিরোহণ করিলাম। স্থানটী রমণীয় বটে, কিন্তু সেটী দেবালয় বলিয়া কোন ক্রমে বোধ হইল না। সানুদেশে একটী মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলাম, সরসী সুদীর্ঘায়ত না হইয়াও গভীরতা, স্বচ্ছতা এবং অপরাপর সঙ্গত ভূষণে ভূষিতা হেতু সমধিক শোভনীয়া। প্রস্ফুটিত,

অৰ্দ্ধস্ফুটিত এবং মুকুলিত কমলাবলী, যেন তমসা যামিনীর বিমলাম্বরে নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। উৎপলশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে বিকশিত কোকনদ সকল, করি শিরঃ ভ্রষ্ট মৌক্তিক মালিকা মধ্যগত প্রবালরাজির ন্যায় আরক্ত কান্তি বিন্যস্ত; বিরল ভাগে হংসগণ যূথবদ্ধ, কেলী ছলে বিচরণ করিতে করিতে আমাদিগকে দেখিবামাত্র, যেরূপ নূতন ভঙ্গীতে উড্ডীন হইল, তাহা এবং তত্রস্থ মৃগগণ, প্রথমত বাষ্টভাগের সহিত মনুষ্য সমাগম দর্শনে চমকিত হইয়া, যেরূপ বিস্মিত ভাবে আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত করিয়াছিল, তদ্দ্বারা উহারা যে অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইয়াছিল। তৎপরে পশ্চাৎ ভাগে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। এতদ্বিলোকনে বোধ হইল, যেন এই হংস এবং হরিণগণ সঙ্কেত দ্বারা আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিল যে, "এটী মনুষ্য সমাগমোচিত স্থান নহে, তোমরা অকারণে এস্থানে আগমন করিয়া, আমাদিগের আহার বিহারাদির কণ্টক স্বরূপ হইলে কেন?"

তদনন্তর সদাশিবের আদেশ মতে, আমরা সকলেই গুহা গৃহের সম্মুখে গমন করিলাম, তাহার একপ্রান্তে একটী অনতিবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপে লক্ষ্য এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সদাশিব বলিলেন, "যে মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি এই উদ্ভিদ পদার্থের ন্যায়, মৃৎরাশির অভ্যন্তরে যোগাসনে বিরাজমান, যদি ইচ্ছা হয়, তথায় যাইয়া সেই সমাধিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক কর।"

মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া,

সকলেই সেই দিগে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। সদাশিব অগ্রসরে যোগীবরের অঙ্গৈক দেশাচ্ছাদিত মৃত্তিকা মোচন করাতে, তৎস্থান যেন ক্ষার লিপ্ত স্বর্ণবিগ্রহের প্রত্যঙ্গের ন্যায় বোধ হইল। যে বৃক্ষের ছায়াতলে যোগীবর সমাধি ন্যাসে নিবিষ্ট, সে বৃক্ষটীকে পূর্ব্বে বদরী বৃক্ষ জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেটী তুলশী বৃক্ষ, তুলসী বৃক্ষের এতাদৃশ দৈর্ঘ সেই স্থানেই দেখিয়াছি।

মহাযোগীর অবয়ব অণুমাত্র বিকৃত হয় নাই, তিনি সহস্রারচ্যুত অমৃত রসে রসনা সংলগ্ন করিয়া, তৎপানে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছেন। ভৌতিক দেহ ভারেও ভারাক্রান্ত নহেন, তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় নিশ্চল, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় গণকে একত্র সংযত করিয়া, পরম তত্ত্বে যোজনা করত, জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পরমধনকে অবলোকন করিলে, পাষণ্ডের অন্তঃকরণেও দৃঢ় ভক্তির উদয় হয়। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আপনিই কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। চক্ষু পদার্থান্তর বিলোকন বিফল জ্ঞানে অচঞ্চল হইয়া, সেই দিগেই পড়িয়া রহিল। এই পবিত্র ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তনুভার বহন করিয়া, অকারণ ইতস্ততঃ বিচরণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় চরণ স্থিরভাব অবলম্বণ করিল।

এই সময়ে সদাশিব কহিলেন, "দেবীপূজার উপযুক্ত কাল অতীত হইবে, অতএব পূজান্তে বর প্রাপ্তির পর, পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে ক্ষণকাল কালক্ষেপণ করিলে ক্ষতি নাই, এক্ষণে চল পূজাদি সমাপন করা যাউক।" তৎপরে সদাশিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, পুনরায় সেই কন্দরাঙ্গণে গমন করিলাম।

সদাশিব অর্চ্চনোপযোগী উপচার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, গুহাদ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং ক্ষণকাল পরে বহির্ভাগে আসিয়া, মুক্তকণ্ঠে দেবীর স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হইলে, আমরা সকলেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম নৈবেদ্যাদি উপকরণ যেন কে ভোজন করিয়াছে, কেবল পাত্রের একপার্শ্বে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ অবশিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিস্ময় জন্মিল, তাহা নিরাকরণের কিছুমাত্র উপায় করিতে পারিলাম না। কন্দরপ্রবেশের পথও দিগন্তরে দেখিতে পাইলাম না। অতএব বিপুল ভ্রান্তি আমার অন্তরগৃহে সন্নিবেশিত হইয়া, আমার প্রসন্নতা হরণ করিল। এই চমৎকারিণী ব্যাপারের তত্ত্বোদ্ভেদ করিবার নিমিত্ত মন যথোচিত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু উপায়ান্তর শূন্য দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম।

সদাশিব হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, "বৃদ্ধে! আর তোমার লক্ষ্মীশ্বরের কোন বিপদাশঙ্কা নাই, দেবী সুপ্রসন্না না হইলে পূজা প্রত্যাখ্যান করিতেন, এক্ষণে চল বাহিরে যাইয়া সকলে ঐকান্তিক মনে প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করি।" এই কথা কহিয়া সদাশিব কন্দর হইতে বাহির হইলেন, অপর সকলেই তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ভক্তিভাবে বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহারি পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ, নিরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি স্বয়ং দুই বাহু উন্নত করিয়া, সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কৃপাময়ি! কৃপাবলোকনে নিরপরাধী লক্ষ্মীশ্বরের জীবন রক্ষার বিহিত বিধান আদেশ করুণ? বিশ্বজননি! কুসন্তানের প্রতি ঘৃণা করিলে, জননী নামের গৌরবের খর্ব্বতা হইল, মাতঃ ভগবতি!

আমরা কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি যে, আপনি সদয়া না হইলে, আমাদিগের হৃদয় বিদারিত শোণিতধারে এই পুণ্যস্থান প্লাবিত করিয়া; আপনার দয়াময়ী নামকে কলুষিত করিব।"

সদাশিব এইরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইবামাত্র, অন্তরীক্ষে আমরা এই দৈববাণী শ্রবণ করিলাম, যথা "বৎস সদাশিব! লক্ষ্মীশ্বরকে নিরাময় করিবার মহৌষধ অন্যত্র বিরল, সেই সরলহৃদয় লক্ষ্মীশ্বর যাহাকে শরীরার্দ্ধভাগিনী সহধর্ম্মিণী জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই পাপিনী সাধ্বীবেশধারিণী ক্ষমঙ্করীই তাঁহার এই ভয়ঙ্কর পীড়ার কারণীভূতা, ক্ষমঙ্করী ডাকিনী, স্বভাবসিদ্ধ বাণমন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মায়াবিনীর কপটমায়াতরঙ্গরাজি উল্লঙ্ঘন করত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, সপ্তাহ মাত্র দেবী নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিলে, লক্ষ্মীশ্বর অচিরাৎ বিগতব্যাধি হইবেন।" এই অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইলে, ক্ষমঙ্করী ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া, দীনকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এমন কথাও ত কোথাও শুনি নাই, কি অপকলঙ্ক! আমি ডাকিনী হইলাম? আমি আমার জীবনসর্ব্বস্বের জীবনান্তের কারণ হইলাম? জ্ঞানাবচ্ছিন্নে যাঁহার শুশ্রূষা আমার পরম তপ, যাঁহার ফুল্ল বদন আমার হৃদয় কমল বিকসিত করিবার জন্য জ্ঞান করিয়া থাকি, সেই প্রাণেশ্বরের প্রাণ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কি আমিই কুহক জাল বিস্তার করিলাম? হা! হতভাগিনি! তোমার অদৃষ্টে কি এই দশা ঘটিল? ভগবতি! কোন্ অপরাধে এই দুর্ভাগিনীকে এমন ঘোরতর অপকলঙ্কে কলঙ্কিত করিলেন!" বলিতে বলিতে ক্ষমঙ্করীর বিম্বোষ্ঠ নীলিমা প্রাপ্ত

হইল, উচ্ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় নিস্পন্দা, ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এদিকে অমানুষিক বাক্য শ্রবণে, সকলেই সহর্ষে জয় উচ্চারণ করিয়া উঠিল। সেই আনন্দধ্বনি এবং বাদ্যোদ্যমে তৎস্থান কোলাহল ময় হইল, তত্রস্থ পশু পক্ষী সমুদায় এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার জন্য ভয়াকুলিত অন্তরে দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

আকাশ কুসুম।

এখনও ক্ষমঙ্করীর মূর্চ্ছা অপনীত হয় নাই, লক্ষ্মীশ্বরের মাতা তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া, সরোষে কেশাকর্ষণদ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন এবং গর্জ্জিতস্বরে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, “পাপিনি! তুমিই আমার অঞ্চলের নিধি হরণ করিবে? তোমার কুটিলতাই আমার জীবন ধন লক্ষ্মীশ্বরের প্রতি বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে? রাক্ষসি! তোমার কুচেষ্টা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কি, এই সুবিস্তৃত অবনী মধ্যে অন্য কোন পদার্থই পাইলে না? আহা! নিরীহ লক্ষ্মীশ্বরই কি তোমার এক মাত্র শিকার স্বরূপ হইলেন? হা! বিশ্বাসঘাতিনী স্বামীহত্যা কারিণি! পরকালের ভয় করিলি না? এখন তোমার কুহক জালে

আর কি হইবে? তোমার কপট মায়ায় আর কাহাকে ভুলাইবে? তোমার দুঃখে, আর কাহারই বা মন দুঃখিত হইবে? তোমার মোহ ছলনায়, কাহাকেই বা মোহিত করিতে পারিবে? দুর্বৃত্তে! চল, তোমাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং কুকর্ম্মের ফল হাতে হাতেই চাক্ষুষে লোকে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ করুক।"

মা! দুখিনি! আমি এই অভাবনীয় ঘটনার মর্ম্মভেদ করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পরিলাম না, বিস্ময়ের পরা কাষ্ঠার অধীন হইলাম এবং কাহাকে কিছু না বলিয়াই একদিকে চলিয়া গেলাম।

তখন এরূপ অন্যমনস্ক যে কোন্ দিগে যাই কি করি, যে পথে গমন করিতেছি, তাহার গম্যাগম্যাদি বিবেচনা শূন্য, অবাধে কিয়দ্দূর গমনের পর, অপর একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। সেই শৈলের নির্ঝর হইতে একটী নির্ঝরিণী প্রস্রুত হইয়া, অনতি পরিসৃতরূপে দক্ষিণাপথে গমন করিতেছে। বাহিনীর আয়তন সংকীর্ণ বটে, কিন্তু প্রখর শ্রোত বাহিনী হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে ত্রুটি করে নাই, দ্রুতপদে সেই তটিনীর তটভাগে অবতীর্ণ হইলাম। তখন ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় পীড়িত, বনজাতবৃক্ষের সুফল অবচয়ন করত ভোজন এবং জলনিধি গামিনীর স্বচ্ছ জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ বিগতক্লম হইলাম। লোকালয় উদ্দেশে অল্পে অল্পে পুলিন পথেই গমন করিতে লাগিলাম।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, আমি সশঙ্ক চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বহু সংখ্যক নিবিড় অরণ্যানি অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছি। দেখি সম্মুখে এক বৃহদাকার শার্দ্দূল, লাঙ্গূল আস্ফালন, বিকট দশন প্রদর্শন ও ভীষণ গর্জ্জন সহকারে

আমার গমন পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। তখন আমি এই দুর্ঘটিত অপমৃত্যু আশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার হিত বুদ্ধি এককালে তিরোহিত হয় নাই। ভাবিলাম বিপন্ন দশায় ধৈর্য্যের সহিত সাহসকে আশ্রয় করিতে পারিলে, অনিষ্ট দর্শন আকাশ কুসুমের ন্যায় কদাচিৎ দৃষ্টি পথে পতিত হয়; নিমেষ মধ্যে বদ্ধ পরিকর হইয়া, স্বকরে কক্ষস্থিত লৌহ নির্ম্মিত সুদৃঢ় সন্দংশ ধারণ পূর্ব্বক, আর্ত্তস্বরে চিৎকার আরম্ভ করিলাম। আমার তাদৃশ বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্রাঙ্গ ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া, পরক্ষণেই উল্লম্ফন দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। আমি ভরশা নির্ত্তরতায় সম্মুখ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য বল পূর্ব্বক, সেই কঙ্কমুখ নখায়ুধের বিকট মুখে বিদ্ধ করিয়া দিলাম। সন্দংশকের কঠিন আঘাতে হিংসকের হিংসাবল হীন বল হইয়া পড়িল, তাহাকে অবসন্ন দেখিয়া, বিদ্ধ চিমটা উৎপাটিত করিয়া লইয়া, পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। তাহার আক্রমণে যদিও আমার প্রাণান্ত হয় নাই, তথাপি পঞ্চনখের নখাঘাত হইতে রক্তধারের অবিশ্রান্ত স্রবণে, আমাকে দ্রুত গমনে অক্ষম করিয়াছিল। মহাবল ব্যাঘ্র সেই সামান্য আঘাতে, আর কতক্ষণ ব্যথিত থাকিবে, অবিলম্বেই ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন উপায়ান্তর শূন্য, অগত্যা লম্ফ প্রদান করিয়া শৈবলিনীর গর্ভে স্রোতমুখে পতিত হইয়া, প্রবল বেগে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণ দিগে গমন করিতে লাগিলাম। ব্যাঘ্রও একদৃষ্টে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল।

আমার ক্ষতবিক্ষত শরীর জলসংলগ্নে নিরতিশয় ব্যথিত অধিকতর, রক্তস্রাবে যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া উঠিল। করকা নির্ব্বিশেষ নির্ঝর নীরের শৈত্যানুভবে, সন্ধিবন্ধ সকল শ্লথ হওয়ায় আমি সন্তরণাক্ষম হইলাম ও জীবনাশয়ে ক্ষান্ত হইয়া, কায়-মনে পরম পিতার স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় একখানি কাষ্ঠফলক আমার অদূরেই ভাসিতেছে দেখিতে পাইলাম, দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠফলক আমার আয়ত্তীভূত হইল, আমি তদা-রোহণে ভাসমান, অচিরে মূর্চ্ছা অলক্ষিত রূপে উপনীত হইয়া, আমার চেতনা হরণ করিল। তৎপরে ব্যাঘ্র কোথায় গেল, আমিই বা কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেশে গেলাম, কিছুই জানি না। এই-রূপে সে দিবসের অবশিষ্ট দিবা ভাগ, সমস্ত রাত্র এবং পর দিবস বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি, বিচেতিতাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি।

অবিরত জলমগ্নে ক্ষত বেদনা, অনেক অংশে শান্তি হইয়া-ছিল। সূর্য্যমণ্ডলের প্রচণ্ড কিরণতাপে, শরীর সন্তপ্ত হওয়াতে চেতিত হইলাম। শঙ্কাসঙ্কুচিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, দেখি-লাম, তটে অবতীর্ণ হইয়াছি; স্থানটীও অত্যধিক বনাকীর্ণ নহে। মন জীবনাশায় কতক আশ্বস্ত হইল। অনেকক্ষণের পর সেই স্থানেই উঠিয়া বসিলাম; অল্পে অল্পে সুস্থতার সহিত দুরন্ত জঠরানল প্রবলবেগে উদিত হইল, বহুকষ্টে তীরস্থ আয়ত্তভূত বৃক্ষ হইতে ফল গ্রহণ পূর্ব্বক, অবিচারিত চিত্তে ভোজন করিলাম। ফলের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য বা তিক্ত কটু কষায়াদি বনবিশেষের তারতম্য বিচারের অপেক্ষা করিবার অবকাশ ছিল না, কিঞ্চিৎ উদরসাৎ করাই তখন প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং আয়ত্তগত যাহা প্রাপ্ত

হইলাম, তাহাই উদ্দীপ্ত ক্ষুধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলাম। ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত, হিংস্র জন্তু ভয়ে নিষ্কৃতির নিমিত্ত কায়ক্লেশে নিবিড় প্রশাখাচ্ছন্ন নিম্নশাখ শাখীর স্কন্ধদেশ উদ্‌-গমন করত, তরুভুজের আশ্রয়েই রাত্রি যাপন করিলাম। দিবসে ফল ভোজন, বৃক্ষ স্কন্ধে রাত্রি যাপন, এই রূপে দুই দিবস গত, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে ভাবিলাম, কতিপয় দিবসের ন্যায় অসুপ্ত এবং ঈদৃশ বিজন বনবাসাদি ক্লেশকর অবস্থা সহনাপেক্ষায়, কষ্টসৃষ্টে জনপদাভিমুখে গমন করাই শ্রেয়; বিশেষতঃ বিজয়-পুরের সেই বিস্ময়কর ব্যাপারটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, তাহার চরম দেখাইবার জন্য, উপর্য্যুপরি আকর্ষণ করতঃ অন্তঃ-করণকে ধৃতির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল। ব্যস্ততার সহিত চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে নিম্নে অবরোহণ করিতেছি, দূর হইতে কে যেন দ্রুতপদে আমারই দিকে আসিতেছে। এই জন-শূন্য বনমধ্যে কোন্ প্রয়োজন সাধনেচ্ছায় কে আসিতেছে? মানব কি? আগন্তুক যতই নিকটবর্ত্তী হয়েন, ততই দৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় অনুভব হয়, দেখিতে দেখিতে আমার আকুল সময়ের অনু-কূল কূলে অবতীর্ণ হইলেন। যে স্থলে আমার জীবন রক্ষার হেতু অবলম্বিত কাষ্ঠ ফলক পতিত ছিল, তথায় দাঁড়াইয়া প্রফুল্ল মুখে কহিতে লাগিলেন।

"এই যে প্রাণেশ্বরী আসিতেছেন. হৃদয়! তুমি এখনও কাতর হইতেছ কেন? তোমার আর ব্যস্ত হইবার কারণ কি? এই বার ত তোমার কামনা পূর্ণ হইল? তুমি যাহার অনুসরণে সাগর সিঞ্চন করিয়াছিলে, সেই অমূল্য রত্নকে এখন তোমার চিরভূষণ করিয়া রাখিতে পারিবে। কর্ণ! যে মধুর কণ্ঠের অনির্দ্দেশ্য

অপরিস্ফুট দুই একটী বাক্য শুনিবার জন্য তুমি লালায়িত হইতে, সেই সুধাবর্ষী কণ্ঠ হইতে দিবানিশি অবিশ্লিষ্ট ভাবে, অমৃতময় অনুকুল বচন প্রণালী নিসৃত হইয়া তোমাকে পরিতোষিত করিবে। নেত্র মিথুন! তোমরা কি এ এখনও বুঝিতে পার নাই যে, আজ তোমাদিগের কি সুভদিন উপস্থিত? আজ তোমাদের কি সুভ-ক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল? প্রিয়তমার মধুর মাধুরীর ছায়া মাত্র তড়িদ্দর্শন করিলে তোমরাই না স্বর্গ ভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিতে? এখন প্রস্তুত হও, তোমাদিগের আনন্দদায়িনী প্রবল শত্রু নিমেষকে বিনাশ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত নয়ন পথের পথবর্ত্তিনী হইতে আসিতেছে। আহা! চারুনয়নার সুচারু নয়নে মিলিত হইয়া না জানি আজ তোমরা কত সুখই সম্ভোগ করিবে। করদ্বয়! তোমরাই আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তোমাদিগকে যাবজ্জীবনের মত জীবনময়ীর বেশ বিন্যাসে নিযুক্ত করিলাম; তদুপলক্ষে সেই সুকোমল অঙ্গলতিকার স্পর্শ সুখ অনুক্ষণ অনুভব করত, চরিতার্থতা লাভ করিবে। এই যে জীবিতেশ্বরী নিকটে এলেন!! কৈ সে সর্প কৈ? ঐ যে সেই ফাঁশটী যেমন তেমনিই আছে, পবনাশন বুঝি পলায়ন করিয়া থাকিবে।”

বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া, শশব্যস্তে লম্ফ প্রদান করত শ্রোতমুখে পতিত হইলেন এবং কাষ্ঠময় বৃহদাকার এক সিন্দুক ভাসাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই উত্তীর্ণ হইলেন ও বহুযত্নে সিন্দুকটীকে কূলে উঠাইলেন। আমি অনন্যা-নুভূত প্রচ্ছন্ন ভাবে এত নিকটে ছিলাম যে, সিন্দুকের ভিতরের নিশ্বাস বায়ুর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দও আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

আগন্তুক তখন কায়মনে সিন্দুকের আবরণ উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, উৎসাহের সীমা নাই, মুহুর্মুহু আশ্বাস প্রদান এবং প্রাণের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। "মনময়ি! চিত্তরূপিনি! প্রাণপুত্তলিকে! তোমার রোদন করিবার কারণ কি? তুমি কি জাননা, আমি তোমার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত ছিলাম। আমি তোমার নিমিত্ত কোন্ অপকর্ম্মই বা না করিয়াছি। প্রিয়তমে! ভয় নাই, আমি তোমাকে অনাদর করিব না, আমি যাবজ্জীবন তোমার ক্রীতদাস হইয়া রহিলাম, তবে একমাত্র দুঃখ থাকিল, তোমার সুকুমার সর্ব্বাঙ্গে সুসঙ্গত আভরণ বিন্যাস করিয়া, সুসজ্জীভূত দর্শনে লোচন সার্থক করিব একান্তই মানস ছিল। ভগবান্ আমাকে সেই সুখেই বঞ্চিত করিলেন, কেননা তোমাকে লইয়া নির্জ্জনে অবস্থান ভিন্ন, জনালয়ে গমন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। অথবা পূর্ণ চন্দ্রমার শীত রশ্মিই অলঙ্কার, ধবলদ্যুতি সংলগ্নে নক্ষত্র মালার উজ্জ্বলতা বিশ্লেষিত হইয়া যায়, কিন্তু শ্বেতকান্তির বিমল কান্তি সমভাবেই দেদীপ্যমান থাকে, কিছুতেই তারতম্য প্রাপ্ত হয় না। প্রিয়ে! তোমার প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিকী রমণীয়তাই সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার। মণি, মুক্তা প্রবালাদিতে তোমার সুশ্রীকতার গৌরব বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বরং তোমার অঙ্গ প্রভার প্রভাবে তাহারাই নিষ্প্রভ হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে আগন্তুক যেমন সিন্দুকটী নিরাবৃত করিলেন, অমনি সেই সিন্দুকের গর্ভ হইতে দীর্ঘকায় কাল কুণ্ডলী নিষ্কাশিত হইয়া সগর্জ্জনে ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিয়া, একদিগে পলায়ন করিল। আগন্তুক দংষ্ট্রীর

বিষম দংশনে বিষাক্ত এবং নিরতিশয় জ্বালাতন হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইলেন। বৎসে দুঃখিনি! আগন্তুক কে? তুমি এখনও চিনিতে পার নাই? ইহার পরিচয় পাইবার জন্য তোমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? ইনিই সেই ভণ্ডব্রহ্মচারী সদাশিব।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈরাগ্য।

এখন সদাশিবের নির্ব্বেদ উপস্থিত, সদাশিব বিকলাঙ্গ, আর উত্থান শক্তি নাই; আর্ত্তস্বরে আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন। "নিখিলনাথ! এ পামরের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন বটে, বিষতুণ্ডের দংশনে মৃত্যু ভিন্ন পাপাত্মার অন্য প্রকার মৃত্যু বিধেয় নহে। কেন না আমি যে কুমতির বশম্বদতায় এতাধিক কুক্রিয়া সাধন তৎপর হইয়াছিলাম, তাহার আধার এই কলুষিত দেহকে কালকূট দ্বারা জর্জ্জরিত করা ব্যতীত, তাহাকে বিশেষ যন্ত্রণা দিবার উপায় আর কি আছে? প্রভো! তথাপি আমার কৃতাপরাধের দণ্ড যে অসম্পূর্ণ রহিল? হে লোকেশ্বর! এই ঘটনাটী লোকালয়ে ঘটিত হইলে আপামর সাধারণের পরুষ বাক্য মিশ্রিত হইয়া, অধিকতর গুরুতর হইত, এবং স্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী ফল বিশেষ যে, জীবলোকের অবশ্য ভোক্তব্য, আমার এই উপযুক্ত শাস্তিই তাহার আদর্শ

রূপে প্রদর্শিত হইত। দীননাথ! সুদীন লক্ষ্মীশ্বরের পক্ষে যে এখনও অত্যাহিত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একুলের কুটিলতা এবং অসদভিসন্ধির তদন্ত ভেদ করিয়া, কোন্ মহাত্মা এই উত্তরীয় বদ্ধ যোগৌষধ তাহাকে সেবন করাইবে। কেই বা কথা ক্রমে শুশ্রূষা দ্বারা তাহার জীবন দান করিবে। সেই সাধ্বী প্রধানা ললনা লক্ষ্মীশ্বরের কুললক্ষ্মীর মস্তত অপকলঙ্ক অপনোদন করিবার কিছুই উপায় করিতে পারিলাম না। তিনি যদি এখনও জীবিত থাকেন, এ অসহ্য কলঙ্ক ভার কখনই বহন করিতে পারিবেন না, অবশ্যই আত্মঘাতিনী হইবেন। হা! বিধাতঃ! এ পাপদেহ বিনষ্ট হইয়াও কি ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করিতে ক্ষান্ত হইল না?"

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সদাশিব চেতনা শূন্য হইলেন, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, স্পন্দ রহিত, আমি সত্বরে নিকটে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার প্রাণবায়ুর স্বল্পাবশেষ অঙ্গ বিশেষে প্রবাহিত হইতেছে। ভাবিলাম দুর্ব্বৃত্তের এই দুর্ঘটিত মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। ইহার পুনর্জ্জীবন অন্তত লক্ষ্মীশ্বর এবং ক্ষমঙ্করীর শুভঙ্কর হইবে।

মন্ত্রৌষধ প্রভাবে তাঁহাকে অচিরাৎ চেতিত করিলাম। সংজ্ঞা প্রাপ্ত সদাশিব চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল, দৌর্ব্বল্য জন্য কিছুই বলিতে পারিল না। দুইটী চক্ষু হইতে দরদরিত জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, আমি তাহাকে ভূয়সী প্রীতি বচনে আশ্বস্ত করত, তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তিন দিনের পর, সদাশিব কিঞ্চিৎ সবল হইলে আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক তাহারই মুখে শুনিতে মানস

প্রকাশ করিলাম। সদাশিব বলিলেন, "ভগবন্! আপনি আমার জীবনদাতা, আপনার নিকট কিছুই গোপন করিব না, কিন্তু আমার ঐকান্তিক মানস, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়-পুরে চলুন। তথায় যাইয়া অগ্রে লক্ষ্মীশ্বরকে নিরাময় করিব, তৎপরে সর্ব্ব-সমক্ষে, আমার খলতা এবং কপটাচরণের আদ্যো-পান্ত পরিচয় প্রদানে, বিশুদ্ধমতি ক্ষমঙ্করীর দোষক্ষালন করিব। এক্ষণে আপনি যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শিরোধার্য্য।"

আমি সদাশিবের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম, অচিরাৎ তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বিজয়পুরে গমন করিলাম।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

আরোগ্য।

যখন আমরা লক্ষ্মীশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় এক প্রহর। দেখিলাম লক্ষ্মীশ্বর সেইরূপ বিকলাঙ্গ, ব্যাধিকাতর এবং চরমদশার পূর্ব্বদশাপন্নের ন্যায়, শয্যায় শয়ান আছেন। উভয়েই তাঁহার নিকট যাইয়া, উপবেশন করিলাম দেখিয়া, নিরতিশয় মৃদু এবং কাতরস্বরে সদাশিবের উদ্দেশে বলিলেন, "ভগবন্! প্রত্যাগমনে এত বিলম্ব হইল কেন? কেবল আপনার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই প্রাণ ধারণ করি-তেছি। কালগৌণে এক প্রকার হতাশ্বাস এবং জীবনাশায়

পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম ; ক্ষণমাত্র আপনাদিগের শুভাগমন না হইলেই, এ চিরানুগত পদানত লক্ষ্মীশ্বরের প্রাণবায়ুর নিঃশেষ হইত। দুর্ম্মতি কুহকিনী ডাকিনীর দুশ্চেষ্টজনিত কোন অনিষ্ট মূর্ত্তি ত দর্শন করেন নাই ?" সদাশিব অপ্রতিভের শেষ, কি উত্তর দিবেন ? মস্তক অবনত করিয়া, ম্লানবদনে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে দরদরিত বারিধারা বহিতে লাগিল। লক্ষ্মীশ্বর সদাশিবকে তদবস্থ দর্শনে, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আনন্দস্বরূপের নিরানন্দ, পবিত্রনেত্রে অশ্রু নিপতন, ইহার কারণ কি ? আপনি কি সত্যই বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, হা বিধাতঃ ! এই পাপাত্মার মঙ্গল চেষ্টায়, স্নেহভাণ্ডার তপশ্চারীর বিশুদ্ধ হৃদয় ব্যথিত হইল ? বিষবৃক্ষের পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত, কি কল্পতরুর শাখাচ্ছেদ করিলেন। এই শান্তিশীল তাপসকে ক্লেশ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা ? এ পাপ প্রাণে প্রয়োজন কি ? এখনই দেহ হইতে নির্গত হউক।" এইরূপে লক্ষ্মীশ্বর নানাপ্রকার বিলাপ আত্মভৎসনা এবং সদাশিবের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কতিপয় বাহক শিবিকা স্কন্ধে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা উপনীত হইয়া, শিবিকাদ্বারে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, কে একটী ব্রীড়ানম্র-বদনা, অবগুণ্ঠনবতী কুলবতী, শিবিকাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া, যেন আমাদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অস্পষ্টরূপে, সমাগত যুবাকে কোন আদেশ করিলেন। দূরত্ব হেতুক তাহার আভাসও বুঝিতে পারিলাম না। কুললক্ষ্মী অচিরেই গৃহান্তর প্রবেশনে অন্তরিতা হইলেন। যুববর ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে সত্বরে আমাদিগের নিকট আসিতে লাগিলেন। আগমন কালে, বোধ

হইল যেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, মুখ রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে লোমরাজি হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

আগন্তুক যুবকের ঈদৃশ প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে, তিনি দ্বিতীয় রিপুর অধীন হইয়াছেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, সশঙ্কচিত্তে গাত্রোত্থান করিলাম, হস্তপ্রসারণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করত কহিলাম, বৎস! ক্ষান্ত হও। ক্রোধ সম্বরণ কর, রাগানুরাগ কাল বিশেষে যোজনা করা উচিত। অধুনা লক্ষ্মীশ্বরকে নিরাময় করাই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম, তাহা যদি পরম শত্রুদ্বারা সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, আমরা তাহারও পদানত হইব। এক্ষণে লক্ষ্মীশ্বরের জীবন মৃত্যু সদাশিবের চেষ্টায় নিহিত হইয়াছে, উহার আনুকুল্যই লক্ষ্মীশ্বরের মহৌষধি, অতএব উহাকে প্রসন্ন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা ভিন্ন উহার প্রতি প্রতিকূল ব্যবহার করিলে, লক্ষ্মীশ্বরের জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। আমার এবম্বিধ সান্ত্বনায়, তিনি কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সে প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি কি প্রবোধ জলে এককালে নির্ব্বাপিত হয়? তাঁহার মুখ হইতে পরুষ বচন সকল শিখারূপে উপর্য্যুপরি বিনির্গত হইয়া, সদাশিবকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সদাশিব নীরব। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই অন্যমনস্ক, রোগীর দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। লক্ষ্মীশ্বর নিস্পন্দ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নীলিমা প্রাপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় সমধিক বিবৃত, তারকাযুগলের অর্দ্ধভাগ কপালফলকে বিলুপ্ত হইয়াছে। সহসা তাঁহার এই বিকৃত ভাব দর্শন করিয়াই, পৌরগণ রোদন করিয়া উঠিল, আমি আস্তে ব্যস্তে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনের নিমিত্ত, সেই বিসদৃশ মুখে জলসেচন করিতে লাগিলাম। ক্ষণপরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, জল

পিপাসায় কষ্ট বোধ, হইয়াছে, কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, মুখ ব্যাদান করিয়া জলপানাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন, অত্যল্প পরিমাণে জিহ্বাগ্রে জলদান করিতে করিতে কণ্ঠ সরস হইল, বিলক্ষণ সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পপূরিত হইয়া উঠিল, বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনের কারণ ভূয়োভূয় জিজ্ঞাসা করাতে, দীনকণ্ঠে এই মাত্র বলিলেন, "পাপিনী কি নিতান্তই আমার প্রাণনাশিনী হইল, দুর্ঘটনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থের নিমিত্ত, এ দুর্ভাগার জীবনই কি এক মাত্র উপকরণ। হা দুর্বৃত্তা বিধর্ম্মিণি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, সহধর্ম্মিণী রূপে প্রতিপন্না হইয়া, আমার প্রাণদণ্ড বিধান করিলে? ভগবন্‌! ভবাদৃশ মহাতপাগণের ঐকান্তিক স্বস্ত্যয়ন কি নিষ্ফল হইল? কুহকিনীর কুহক সম্ভূত হতভাগ্যের অকালমৃত্যু কি এতই প্রবল; যে অমোঘ দৈববলও তাহার প্রভাবে হীনবল হইয়া পরাভূত হইল? প্রভো! তাদৃশ দৃঢ়বন্ধন মোচন করিয়া, পাপিনী পুনরাগমন করিয়াছে? রাক্ষসী আমার নয়ন পথে পতিত হইবামাত্র আসন্নমৃত্যুর আশঙ্কা আমার হৃদয় নিলয়ে উদিত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান হরণ করিয়াছিল।" বলিতে বলিতে পুনরায় তাঁহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইল, বাক্যের প্রসন্নতাও তিরোহিত হইল এবং অবসন্নভাবে একটু জল দেন বলিয়াই স্তম্ভিত হইলেন।

আমি বলিলাম, "বৎস! কথা কহিবার প্রয়োজন নাই, স্থির হও, অচিরাৎ আরোগ্য হইবে, অকিঞ্চিৎকর চিন্তায় আকুলিত হইতেছ কেন? স্বয়ং মহাকাল যদি তোমার উপর কালদণ্ড নিক্ষেপ করেন, তাহাও ক্ষমঙ্করীর সতীত্ব প্রভাবে চূর্ণ হইবে।"

লক্ষ্মীশ্বর উত্তর করিলেন, "প্রভো! সৈরিণীর সতীত্ব প্রভাব, এ কিরূপ আজ্ঞা করিলেন? দেব! পবিত্রজিহ্বায় দুশ্চারিণীর নাম উল্লেখ করিলেন কেন?" আমি বলিলাম, "বৎস! পতিপরায়ণা ক্ষমঙ্করীর অপরাধ মাত্র নাই। দুষ্টের কুচেষ্টাই তোমার কষ্টের কারণ, সে সকল কথায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই, তুমি নিতান্ত বলহীন কি জানি, জীর্ণ শরীরে তাদৃশ বিপুল আনন্দ প্রবাহ ধারণ করিতে না পার ত হিতে বিপরীত ঘটিলেও ঘটিতে পারে। আমরা অনন্যগন্তা, এই স্থানেই রহিলাম, তুমি নির্ব্ব্যাধি হও? তোমার শরীরে কিঞ্চিৎ বল হউক? তখন এই অনির্ব্বচনীয় দুর্ঘটনার হেতুর আদ্যোপান্ত তোমাকে পরিচয় দিয়া, তোমার কৌতুক দূর কবির।" লক্ষ্মীশ্বব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কি উত্তর করিবার উপক্রম করিতেছিলেন কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না, পুনরায় অজ্ঞানের প্রায় হইয়া পড়িলেন, আমরা অপর আন্দোলনায় ক্ষান্ত হইয়া, কেবল তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম। নিয়ম বিশেষে, সদাশিব তাঁহাকে ঔষধি সেবন করাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ সপ্তাহ গত হইলে, তিনি বিগতব্যাধি হইয়া বলাধান হইলেন। পরে সম্ভ্রান্ত কতিপয় প্রতিবাসীকে আহ্বান করিয়া, সর্ব্ব সমক্ষে ক্ষমঙ্করীর নির্দ্দোষিতার প্রমাণস্বরূপ এবং লক্ষ্মীশ্বরের সাংঘাতিক পীড়া জননের কারণীভূত অপূর্ব্ব আখ্যানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অপকলঙ্ক মোচন।

পৌরজন অনন্যচিত্ত, কতিপয় কুলবালিকা বেষ্টিতা ক্ষমঙ্করী সদাশিবের বচনাবলির সত্যতাবধারণের নিমিত্ত, সভামণ্ডপের অবিদূরিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন। সদাশিব প্রাগারম্ভে বিনীত ভাবে বলিলেন, "এ দুর্ব্বৃত্তের দুরভিসন্ধি সমুদায় মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন? এবং যথার্থ দণ্ড বিধানে ইহাকে চরিতার্থ করুন?

আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার নাম নলিনীকুমার, সুশীলা পতিব্রতা ক্ষমঙ্করীর পিতৃভবনের অদূরেই আমার নিবাস ভূমি। শৈশবাবধি ক্ষমঙ্করীর সহাধ্যায়ী ছিলাম। তৎকালে আমি ক্ষমঙ্করীকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম, তিনিও আমাকে অপ্রিয় জ্ঞান করিতেন না, এবং তাঁহার পিতা মাতাও অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সস্নেহ শুশ্রূষায় চক্ষুঃশ্রবা পোষ্টার বাৎসল্য ময় অঙ্কে বর্দ্ধিত হইলে, কি অবসর মতে সেই ক্রোড়কেই দংশন করিয়া, বিষাক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হয়? কুটিলের কুটিলতা চরিতার্থ করিবার কি পাত্রাপাত্র ভেদ আছে? দস্যুগণ কি দরিদ্রের দ্রব্যাপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুমতি

ক্ষমঙ্করীর পাণিপীড়ন অভিলাষ হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূলিত এবং তন্নিষ্ঠপ্রলাপ বিতর্ক সকল শাখা প্রশাখা রূপে বিস্তীর্ণ হইয়া, মূলভাগ বিক্ষিপ্ত ধৈর্য্যরূপ জ্যোতিশ্চক্রের জ্যোতির সহিত লজ্জা-কেও অন্তরিত করিল, তখন আমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ, ক্ষমঙ্ক-রীও ন্যূনাধিক দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রান্তা। আমার মনোগত অভিপ্রায় আর গোপন রাখিতে পারিলাম না। নির্ভয়ে ক্ষমঙ্করীর নিকটেই ব্যক্ত করিলাম, বলিলাম "সুশীলে! এই সংসার বিষবৃক্ষের ফল ভোগে, বিষাক্ত ব্যথিত হৃদয়কে নির্ব্বেদনা করিবার নিমিত্ত, ভগ-বান্ সুশীলা মহিলাগণের সুপবিত্র প্রেমামৃতই একমাত্র ঔষধ বিধান করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষের মন যোগ্যতাই তাহার উপযুক্ত অনুপান। অনুপানের ব্যতিক্রমে মহৌষধীর বীর্য্য বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি বিদ্যাবতী, আমার স্বভাব চরিত্রও বিলক্ষণ রূপে অবগত আছ, অতএব আচার মতে তুমি আমাকে স্বামীত্বে বরণ করিলে, আমার সংসার বাসনা চরিতার্থ হয়, এবং উভয়েই যাবজ্জীবন অপরিমিত সুখভোগে কাল যাপন করি।"

ক্ষমঙ্করী হাস্যাস্যে বলিলেন, "একথা আমাকে বলিলে কেন? বিবাহের কোন কথাতেই ত আমার অধিকার নাই, পিতা, মাতা. ভাই, বন্ধু ঐক্যতায় ঘটকের দ্বারা আপনাদিগের জাতি কুলের অনুরূপ মনোমত পাত্র স্থির করিবেন। আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া বিবাহ দিবেন। বিবাহ ত কাহার ইচ্ছায় হয় না' আমি উত্তর করিলাম, "সে সব সে কালে ছিল, এক্ষণে পাত্র কন্যার মতই মত। বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া অবধি এরূপ ঘটনা অনেক হইয়াছে যে, পিতা মাতার স্থিরীকৃত বরপাত্রে কন্যা পাত্রস্থা হয় নাই, তাহাকে বিবাহরাত্রে বিমুখ করিয়া দিয়া,

কন্যার অভিলষিত বরে, পিতা আপনিই কন্যা দান করিয়াছেন। তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া স্বীয় জীবদ্দশাবচ্ছিন্নের আনুক্ষণিক সুখ দুঃখের হেতু যে পরিণয়, তাহা সম্পাদনার্থ পিতা মাতার প্রতিই নির্ভর করিবে কেন?" তিনি বলিলেন, "নলিন! যদি আমাকে বুদ্ধিমতি বলিয়া তোমার বোধ থাকে, তবে ইহাই জানিবে যে, আমার সদ্‌বুদ্ধিই এরূপ প্রবৃত্তি দিবার মূল। আরও বলি, যদি তুমি কুলে শীলে আমাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হও, পিতার নিকট প্রার্থনা প্রকাশ কর? এরূপে আমাকে লজ্জা দিবার আবশ্যক কি?" ক্ষমঙ্করী এই কথা বলিয়াই উঠিয়া গেলেন।

কতিপয় দিবসের পর, সুযোগ ক্রমে ক্ষমঙ্করীর নিকট আমি পুনরায় ঐ কথার প্রস্তাব করিবামাত্র, তিনি বিরক্ত ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "নলিন! তুমি আমার পাঠাভ্যাসের সহকারী বলিয়া, আমি তোমাকে যথেষ্ট মান্য করিতাম, কিন্তু এক্ষণে যে, চমৎকার শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা। তোমারও বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাইতে আর অপেক্ষা নাই। একথা আমাকে বারম্বার বলিবার কারণ কি? আমি কি পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিব? আমি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের অবাধ্য হইয়া, স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করি, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? কি আশ্চর্য্য! তুমি এখন অল্প বুদ্ধি, আমার ত কথাই নাই, স্ত্রী মাত্রেই জন্মদিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরাধীনা, বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বৃদ্ধকালে সন্তান কর্তৃক রক্ষিতা হয়েন। যেখানে এই সুনিয়মের যত্নের ন্যূন হয়, সেখানে বিপদের সীমা থাকে না। আমাকে

বুদ্ধিমতী জ্ঞান করাও অসঙ্গত। আমার বুদ্ধিতে কি হিতাহিত কর্ম্ম বিশেষ কোন মতে স্থির হইতে পারে? আমি ত বালিকা, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে, বিবেচনা শক্তি কতদুর তারতম্য হয়, তাহা কি তুমি জান না? পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষায় পাঠাংশে শতগুণে ন্যুন হইয়াও, বহুদর্শনজনিত বুদ্ধি বৃত্তির প্রখর প্রভাবে, যে বিচক্ষণতা প্রাপ্ত হন, কেবল পুস্তক পাঠে সদ্বিদ্যাশালিনী রমণীগণের পক্ষে, তাহাও সর্ব্বতোভাবে চির অপেক্ষণীয় এবং সুদুষ্প্রাপ্য। একটী পুতুল কিম্বা সেই মত কোন বস্তু দেখিলে, বালকে আবদার করিয়া থাকে, আবদার না পাওয়া পর্য্যন্ত, পাইলেই সন্তোষ এবং তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট করিতেও কষ্ট অনুভব করে না। মাতাও সেই দ্রব্য দিয়া সন্তানকে সান্ত্বনা করেন বটে, কিন্তু সেটী যদি পুতুল খেলার পুতুলের মত জিনিষটী হয়, তবেই দিতে পারেন, নচেৎ বিবেচনা স্থল। কোন ক্রমে হাবা জুজু দেখাইয়া শান্ত করেন। ইহাও ত সামান্য বস্তু বিশেষের কথা বলিলাম, বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা (আমি বা কোন্ তুচ্ছ) আমার মাতাঠাকুরাণীও পিতার অগ্রে, মুখাগ্রে আনিতে পারেন না।" আমি বলিলাম, "তোমার পিতা কৌলীন্য গৌরবে যদি কোন সৎকুলোদ্ভব মুর্খপাত্রে তোমাকে সমর্পণ করেন?" শুনিয়াই উত্তর করিলেন যে, "পিতা কেবল আমারই সুশিক্ষার নিমিত্ত, এই অপরিমিত ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বাটীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, তিনি এই প্রাণাধিক প্রিয়তমা একমাত্র কন্যাকে, কখনই অপাত্রে অর্পণ করিবেন না। অদৃষ্ট ক্রমে যদিস্মাৎ তাহাই ঘটিয়া উঠে, বিধি লিপি বলিয়াই নিশ্চয় করিব। সেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট স্বামীতে মন অর্পণ করিয়া, ঐহিকের সুখস্বচ্ছন্দ সম্পাদিত করিব; ঐকান্তিক মনে তাঁহার

সেবা এবং তুষ্টি সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। তিনি অবশ্যই সুপ্রসন্ন হইবেন, স্বামীর প্রসন্নতাই স্ত্রীজাতির জীবদ্দশায় উৎকৃষ্ট অভরণ, মরণে সঙ্গী হইয়া স্বর্গের পথ দেখাইবার একমাত্র কারণ বলিয়া বিদিত আছে।

দেখ নলিনীকুমার! আমি এক্ষণকার মেয়েদের মত নহি। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালা ঋজুপাঠ পড়িতে শিখিয়াই, সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন, অহঙ্কারে মাটীতে পা দেন না। লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, পিতা মাতা প্রভৃতির অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই, অনায়াসে ইচ্ছাচারী হইতে প্রস্তুত হয়েন, বিশেষত রমণী আর হৈমবতীর পরিণয় সম্বন্ধীয় আচরণে, বিচক্ষণ মাত্রেই অসন্তুষ্ট, তাঁহারা সকল মতেই ভাল বটেন, কিন্তু দেশাচারের বিপরীতাচার করা কি তাঁহাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে? রমণীকে একপ্রকার বালিকা বলিলেই হয়, একবার তিনি বিনয়কে দেখিবামাত্র, তাঁহাতে অনুরাগিণী এবং তাঁহার প্রণয়পক্ষপাতিনী হইয়া, গুরু-জনের মুখাপেক্ষা উপেক্ষা করত, প্রৌঢ়ার ন্যায়, তাহার অনু-গামিনী হইলেন। গুরুপরম্পরায় চিরপ্রচলিত বংশমর্য্যাদার অনু-রোধ করিলেন না। বিনয় যেন কুলশীল সম্পন্ন, রমণীর পাণিগ্রহ-ণের যোগ্য পাত্র বলিয়া, পরে পরিচিত হইলেন কুমারীর পিতৃকুলও কলঙ্কিত হইল না, তথাপি রমণী রমণী-কুলের প্রধান ভূষণ যে কুললজ্জা, তাহা অবলীলাক্রমে অবহেলা করিয়া, যখন মনোভি-লাষ চরিতার্থের অনুগমনে শঙ্কুচিত হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাকে কে প্রশংসা করিবে। কুলমর্য্যাদার ব্যবহার, প্রায় পৃথি-বীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকা প্রকাশ আছে; উচ্চ ঘর হইতে কন্যা নীচ ঘরে কখনই প্রদান করে না।

হৈমবতীর বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়াই যাহা হউক, নচেৎ মোহিত-মোহনের সহিত তাঁহার আশৈশব পবিত্র ভগ্নীভাব নিবদ্ধ থাকায়, হঠাৎ মোহিতের সহিত তাঁহার বিবাহের কথার প্রসঙ্গে, যখন তাঁহার পিতার অসম্মতি হইয়াছিল, তাঁহার তখনকার বিলাপ, অনুতাপ এবং প্রেমানুরাগযুক্ত আত্মপ্রকাশ, কি লজ্জাস্কর হয় নাই? তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাব অপরিজ্ঞাত লোকে সেই শোকপ্রণালী শুনিলে, কি সহসা তাঁহাকে চরিত্র দোষে দোষী করিতে পারে না? তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না হইলেই বা তিনি কি ব্যবহার করিতেন ঈশ্বর জানেন। সে যাহা হউক, আমি কোন মতেই পিতা মাতার অনভিমতে কর্ম্ম করিব না, বিবাহের কথা মুখেও আনিতে পারিব না, বরং তোমারও উচিত যে, স্বয়ং না পার কোন উপযুক্ত লোক দ্বারা, একথা তোমার পিতার নিকট প্রস্তাব কর? তোমার পিতাও উপযুক্ত পদবী অবলম্বন করুন, 'ভবিতব্যতা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ সাপেক্ষ'।"

ক্ষমঙ্করী আমাকে এবম্প্রকারে প্রবোধিত করিয়া, প্রস্থান করিলেন, প্রবোধ বিষ বোধ হইয়া উঠিল, ক্ষমঙ্করীর অনুশরণ, ক্ষমঙ্করীর রূপদর্শন এবং ক্ষমঙ্করীর সহিত কথোপকথন ব্যতীত অন্য আলোচনা শূন্য হইলাম, স্বপ্নেও ক্ষমঙ্করীর নিদর্শন ভিন্ন, কোন উৎকৃষ্ট পদার্থান্তর দেখিতে পাই না। তখন লজ্জাবগুণ্ঠন উদ্ঘাটন করিয়া, ক্ষমঙ্করীর পিতার নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। তিনি আমার কথায় কিছু মাত্র মনোযোগ করিলেন না, আমার আত্মপ্রকাশ কর্ত্তৃক মানস সফলিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং সমধিক উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিলাম। ক্রমে বয়স্যগণ এবং পিতা মাতা প্রভৃতির নিকটেও এই প্রসঙ্গে যথোচিত

লাঞ্ছিত হইলাম, কিন্তু কিছুতেই ক্ষমঙ্করী লাভ লালসার অবসান হইল না। তখন প্রতিবাসী পরম্পরায় শুনিলাম, ক্ষমঙ্করীর পিতা ক্ষমঙ্করীকে পাত্রস্থা করিবার নিমিত্ত, উপযুক্ত মনোনীত পাত্র মাত্র কেবল লক্ষ্মীশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন। মাদৃশ অসৎ পথাবলম্বী দুরাত্মাগণের হৃদয়াকাশোদ্ভূত প্রত্যুৎপন্নমতি উৎপাত ধূমকেতুরূপে প্রতারণাগ্নি বর্ষণ করতঃ খলতা বিশ্লিষ্টান্তঃকরণ বিশিষ্ট শিষ্ট জনসমূহকে, কোন্ প্রকার বিপদাগ্নিতে দগ্ধ করিতে না পারে? ভাবিলাম প্রকারান্তরে লক্ষ্মীশ্বরকে এবম্বিধ পরিণয়োৎসাহ হইতে ক্ষান্ত করা ভিন্ন উপায়ান্তর বিরল, অতএব ক্ষমঙ্করীকে কোন বিশেষ কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিলে, তাঁহার প্রতি লক্ষ্মীশ্বরের শ্রদ্ধার ক্রটি অবশ্যই হইবে, তাহা হইলে তিনি ক্ষমঙ্করীর পাণিগ্রহণে যদি বিমুখ হয়েন, তবে পুনরায় বরান্বেষণ জন্য কাল বিলম্ব হইবেক, ইত্যবসরে আবার এক বার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। এই রূপ দৃঢ়তা পরতন্ত্র হইয়া, উপকেশ বিন্যসিত শ্মশ্রু প্রভৃতিতে সমন্বিত, এই তপস্বী বেশটী অবলম্বন পূর্ব্বক এই সদাশয় লক্ষ্মীশ্বরের নিকট আসিয়া, আতিথ্য স্বীকার করিলাম। নিয়মনিষ্ঠ লক্ষ্মীশ্বর, স্বয়ং সাক্ষাৎ শান্তিরূপা তাঁহার জননী এবং অপরাপর পরিজন সমবেত যথা নিয়মে অতিথিসৎকার করিলেন। সেবান্তে কথায় কথায় লক্ষ্মীশ্বরের বিবাহের কথা উপস্থিত করিলাম এবং ক্ষমঙ্করীর সঙ্গে যে, লক্ষ্মীশ্বরের বিবাহের কথা উপস্থিত হইয়াছে, এই কথার প্রস্তাব মাত্রেই আমি বলিলাম, উদ্বাহের অনুকূলে প্রদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া দিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়; এ পক্ষে কথাই নাই, কিন্তু দম্পতিগত দোষাদোষ নির্ণয় করা উভয়েরই শ্রেয়স্কর। আমি

এই কথা কয়েকটী এরূপ ভঙ্গিতে বলিলাম, যেন ক্ষমঙ্করী বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত আছি এবং তিনি নির্দ্দোষী নহেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইল।

এই কথা শ্রমণ মাত্রে সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং আগ্রহতার সহিত ক্ষমঙ্করীসংক্রান্ত লক্ষণালক্ষণ আমার মুখে বিশেষ রূপে শুনিবার জন্য সকলেই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার বক্তৃতার সত্যতা দৃঢ়ীকরণাভিপ্রায়ে, প্রথমে অনেক গুলি কপট বাক্য প্রয়োগ করিলাম; পরে মানস চরিতার্থের সোপানে পদার্পণ করিয়া বলিলাম; "ক্ষমঙ্করীর অনুরূপ রূপবতী কামিনী, কামিনী-মণ্ডলীতে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, গুণেরও সীমা নাই বটে, কিন্তু বিধাতা নির্দ্দোষ পদার্থ একবারেই সর্জ্জন করেন নাই বলিয়া, সেই নিরুপমা রমণীরত্নকেও দূষিতা করিয়াছেন, যেমন সমুজ্জ্বল শিরোমণি ভূষিত ফনীগণ বিষতুণ্ড জন্য ভয়ানক রূপে পরিগণিত, তেমনি সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ক্ষমঙ্করী ঘটনাক্রমে ডাকিনী মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া, নয়ন তৃপ্ত কর মনোহর কান্তি মাধুরির সহিত গুণরাশিকে মলীন করিয়াছেন। যদ্যপি ক্ষমঙ্করী লোকাপবাদ নিরাকরণ মানসে, নিতান্ত আত্মসংগোপন করিয়া কালক্ষেপণ করেন, এবং মন্ত্র প্রভাবও সর্ব্বক্ষণ অন্যের অনিষ্ট কর না হয়, অন্তত তিনি যাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, তাঁহার পক্ষে অনুক্ষণ পীড়াদায়িনী হইবেন, ইহার সন্দেহ নাই।" বৎসে দুখিনি! এই অবসরে আমি সদাশিবকে জিজ্ঞাসিলাম, "অন্য কোন অপবাদ না দিয়া, ডাকিনী বলিলে কেন?" সে উত্তর করিল, "দেশানুযায়ী ব্যবহার, এতদ্দেশে অদ্যাপিও এ বিষয়ে বিশেষ বিশ্বাস আছে, ইহাপেক্ষা গুরুতর

ভয়ানক আর কিছুই নাই।" এই কথা কহিয়া পুরাবৃত্তের অবশিষ্ট ভাগ বক্তৃতায় সদাশিব প্রবেশ করিলেন।

এই অন্তর্ভেদী বাক্য প্রয়োগে সকলের অন্তঃকরণ হইতে, মহোৎসবের উৎসাহ অপহরণ করিলাম। সকলেই বিষণ্ণ, লক্ষ্মীশ্বর ম্লানবদনে কি ভাবিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট লিপিই বলবৎ বিবাহ ত এক্ষণে কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না।" আমার ইষ্ট সাধনের প্রতিকূল এই বাক্যটী শ্রবণ করিয়া, আমি অনতিবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলাম এবং ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাটী গমন করিলাম, ভাবিলাম আবার একবার প্রকার ভেদে ক্ষমঙ্করীরই উপাসনা করিয়া অক্ষোভ হই। যে গৃহটীতে আমাদিগের পাঠশালা, সেটী নিভৃত স্থান, কেবল অধ্যাপক এবং পাঠার্থী বালক বালিকা ভিন্ন, তথায় অন্যের সমাগম প্রায় নাই। এক দিবস বেলা প্রহরেক সময়ে, আর্য্য আচার্য্য মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, অপর বালক বালিকাও কেহই উপস্থিত নাই, এই অবসরে আমি ক্ষমঙ্করীকে বলিলাম, সুমতে! আমি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি না, অতএব আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল যে, তুমি আমার তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিবার কোন উপায় করিবে কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি এককালে এত উন্মত্ত না হইলে বরং প্রকারান্তরে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দেখিতাম, কিন্তু ক্ষিপ্ত কখনই বিশ্বাস ভূমি নহে। বুদ্ধিমান্ লোকে সুসাধ্য দুঃসাধ্য কর্ম্ম বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তাহার সাধন তৎপরতায় ব্যাকুলিত হয়েন, তোমার স্বেচ্ছাই প্রবলতর, হিতাহিত বিবেচনা মাত্র নাই, অতএব তোমাকে ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়াই জ্ঞান

করা উচিত। এক্ষণে আমার প্রকৃতোত্তর ইহাই নিশ্চয় জানিবে। পিতা যদি আমাকে পঙ্গুর হস্তে সমর্পণ করেন, আমি সেই পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট বিকলাঙ্গ স্বামীকে, কন্দর্প লাঞ্ছিত পুরুষপ্রধান জ্ঞানে তৎসঙ্গে এবং তাঁহারই সেবা প্রসঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিয়া, সাংসারিক সুখেচ্ছা চরিতার্থ করিব।"

এই কথাগুলি কর্ণগোচর হইবামাত্র নৈরাশ প্রত্যক্ষিত হইয়া, আমার জীবন আশা হরণ করিল। আমার হস্তে একখানী ছুরিকা ছিল। তৎক্ষণাৎ সেইখানী গ্রীবালগ্ন করিয়া বলিলাম, তবে এই দণ্ডেই তোমার প্রত্যক্ষে স্বীয় প্রাণদণ্ড নিষ্পাদনে সন্তোষ সাধন করি। এই বিস্ময়কর ব্যাপারে ক্ষমঙ্করী সমধিক ভীতা হইয়া, সত্বরে আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিবার উপক্রম করিলেন। তখন আমি চেতিত হইয়াছি, সবিনয়ে ক্ষমঙ্করীকে ক্ষান্ত করিলাম, এবং তাঁহার আদেশ মতে সেই স্থানেই ছুরিকা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলাম। গমন কালে কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, যদি কখন তোমার প্রিয়পাত্র হইবার উপায় করিতে পারি, ত পুনরায় তোমার দৃষ্টিপথের পথিক হইব, নচেৎ এই অবধিই শেষ হইল। সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সংস্পর্শে গলদেশে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

তৎপরে এই সমস্ত ব্যবহার গোপন থাকিবার নহে, প্রকাশে জনসমাজে লজ্জিত হইব, এরূপ শঙ্কাও আছে, আরও দিগ্বিদিক্ পর্য্যটন দ্বারা যদি ক্ষমঙ্করী লাভের কোন উপায় করিতে পারি, এইটীই বিশেষ উদ্দেশ্য। কিছু দিন পরে মহানগর কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, সহরের শোভা অতি চমৎকার দেখিয়া, যার পর নাই প্রীত হইলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই বিপুল

ধনাঢ্য সমন্বিত নগরীতে নিরাশ্রিতের আশ্রয় যোগ্য নিরূপিত স্থান কোন স্থানেই দেখিতে পাইলাম না। রাজপুরুষেরাও এ বিষয়ে মনোযোগ করেন না। সঙ্গতিশালী মহাত্মাগণের অন্তঃকরণে এরূপ ব্যাপার যে কখন উদয় হয়, এমন বোধ হয় না, হইলেই বা কি করিবেন, যদিও মহতী ক্রিয়া বটে, কেই বা বিনা কারণে কেবল ধর্ম্মোদ্দেশে এবম্বিধ অপরিমিত ব্যয়সাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সামান্য লোকে পথিকগণের অপেক্ষাযোগ্য পণ্যশালা নির্ম্মাণ অবশ্যই করিতে পারিত, কিন্তু তত্রত্য ভুমি মূল্য অত্যধিক অক্রেয় জন্য তাহাতে দুঃসাধ্য, অতএব এতাদৃশ হিতকর কর্ম্মে যে, কি নিমিত্ত রাজকীয় স্বাস্থ্য রক্ষার সমাজ সম্পাদক গণের কৃপাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহা বলিতে পারি না। কলিকাতার সৌন্দর্য্যের উপমা নাই। নিঃসম্বলের সর্ব্বস্থানই ক্লেশকর, এই মহানগরী অর্থ সঙ্গতি সম্পন্ন অসহায় পথিক বৃন্দের পক্ষেও যমদ্বার স্বরূপ। অসংখ্য পৃথক্‌জাতি প্রহরীগণ, পর্য্যায়ক্রমে দিনযামিনী নাগরিক বাহ্যিক শান্তি রক্ষা নিবন্ধন, ‘এ গাড়িওয়ালা, এ ছাতিওয়ালা’ ইত্যাকার রব করত রাজবর্ত্মে বিচরণ করে, কিন্তু আভ্যন্তরিক গৃহস্থ নিকরের আপদ শান্তির উপায় দেখিতে পাইলাম না, বোধ করি, তদ্বিষয়ক কোন গোপনীয় বিশেষ নিয়ম থাকিবে, আরও দেখিলাম তথাকার স্বভাবসিদ্ধই এই যে, কোন বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত আপামর সাধারণ লোক মাত্রেই কেহ কাহার সহিত আলাপ করে না, যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক বক্তৃতা অনাবশ্যক। আমার নিকট পাথেয় অর্থ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ছিল বটে, তথাপি আমি যে কয়েক দিবস তথায় ছিলাম, অতি দীন ভাবেই দিনপাত করিতাম, দিবসে ব্রহ্মচারী বেশে ভ্রমণ, রাত্রে ভাগীরথী তীরে

উদাসীন সমূহের সহিত কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতাম। এই রূপে কতিপয় দিবস পরে ভবানীপুরে গমন করিয়া, একটী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম। ভবানীপুরে ন্যূনাধিক দুই বৎসর অবস্থান করিয়াছিলাম এবং সেই স্থাম হইতেই ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি। তৎপরে একজন বিজাতীয় বাজিকর কলিকাতায় আসিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল; তাহার নিপুণতা দর্শনে, ঐকান্তিকমনে আমি তাহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা যে তাহার নিকট ছাত্ররূপে প্রতিপন্ন হই, কিন্তু অন্য কোন প্রকরণ শিখিবার মানস নহে, কেবল স্বরভেদ মাত্র শিক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। বিদ্যাটীর কৌশল অতীব চমৎকার, এমন কি, তাহাকে দৈবশক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা অতিসুলভ। ঐন্দ্রজালিক প্রথমে আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বাগাড়ম্বর করিতে ক্রটি করে নাই, পরে আমার একান্ত চেষ্টা দেখিয়া উপদেশ প্রদান করিল। আমি তাহার উপদেশানুসারে বৎসরেক অনন্যচেষ্ট, স্বরসাধনে মিবিষ্ট থাকি। তদনন্তর অধ্যবসায়ে কৃতবিদ্য হইয়া, পতিপরায়ণা ক্ষমঙ্করীকে প্রতারণা পাশে বদ্ধ করিয়া, চিরবর্দ্ধিত দুশ্চেষ্টা সফল করণ মানসে, এই স্থানে এই ছদ্মবেশে আগমন করত, প্রথমেই লক্ষ্মীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম লক্ষ্মীশ্বর অপেক্ষাকৃত মলিন, লক্ষ্মীশ্বরের কান্তিপুষ্টির নাম মাই। আমাকে দেখিবামাত্র, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া, যথোচিত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমিও তাদৃশ অভ্যর্থনে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। লক্ষ্মীশ্বর অতীব গোপনভাবে এই মাত্র বলিলেন, "প্রভো! সিদ্ধ বাক্য কখনই

অসত্য হইবার নহে। কুটিলা ক্ষমঙ্করীর পাণিগ্রহণাবধি আমি এক প্রকার চিররুগ্ন হইয়াছি। আমি ভাবিলাম, ক্ষমঙ্করীর পাণি-গৃহীতা চিররুগ্ন হইবেন বলিবার আমার উদ্দেশ্যই এই, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও দেশাধিকরণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী এবং সন্দিগ্ধাত্মা হইয়া, নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপারেও মনকে উদ্বিগ্ন করেন। মানবদেহ কখনই অজরামর নহে, লক্ষ্মীশ্বর কখন না কখন অবশ্যই অসুস্থ হইবেন, তৎকালে আমার এই কথা স্মরণ করিয়া ইহাকেই দৃঢ় জ্ঞান করিবেন, অতএব আমার সেই যুক্তি যখন বিফল হয় নাই, তখন অভীষ্টসিদ্ধি অবশ্যই নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। প্রকাশে লক্ষ্মীশ্বরকে আশ্বাস প্রদান করত বলিলাম, বৎস! ভয় নাই, আমি শীঘ্রই তোমাকে বিপত্তি-শূন্য করিব। এই ঔষধি গ্রহণ কর, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিদিন সেবন করিবে, আমিও ত্বরায় আসিয়া এককালে তোমার বিপদ বিনাশের উপায় অবধারণ করিব। এই কথা বলিয়া যে ওষধি লক্ষ্মীশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলাম, তাহা গরল বিশেষ, সেই বিষাক্তৌষধি আশু প্রাণান্তক নহে, কিন্তু তাহার বীর্য্য প্রভাবে শরীর জরাযুক্ত এবং দৈনন্দিন বিফলিত হইতে থাকে, উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যতিরেকে মৃত্যুর ভীষণমূর্ত্তি নেত্র পথে উদিত হওয়ারই বা অসম্ভাবনা কি আছে?

অনন্তর প্রায় সপ্তাহে উপযুক্ত স্থানানুসন্ধান করিয়া, পরিশেষে এই বিজয়পুরের প্রান্তরে গমন করিলাম, তথা হইতে রামপুরা পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। পথাপথ বিবেচনা শূন্য দুর্ম্মতি মূর্ত্তিমতী হইয়া মুহুর্মুহু উৎসাহ প্রদান করিতেছে। নির্ভয়ে সেই জনশূন্য হিংস্র জন্তু পরিপূরিত নিবিড় বনাকীর্ণ পর্ব্বত

চূড়ায় আরোহণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না। পার্ব্বতীয় রমণীয়তা আমার দুশ্চেষ্টাকে সত্বর উদ্দীপিত করিল। কেবল যে কন্দরটীকে দেবীপীঠ আখ্যানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, সেই কন্দরের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত অভ্যন্তর প্রদেশ পরিষ্কৃত, এবং যথাযথ বনপুষ্পে সুসজ্জিত করণানন্তর লক্ষ্মীশ্বরের বাটীতে প্রত্যাগত হইলাম। এই কয়েক দিনেই লক্ষ্মীশ্বরের শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে, পুরীমধ্যে হাহাকার ভিন্ন শব্দান্তর নাই। এই সময় আমি আসিয়া বাগাড়ম্বরের সহিত দেবী পূজায় প্রবৃত্তি প্রদান করিলাম। সকলেরই আমার কথায় দৃঢ় প্রত্যয়, আমার আদেশ ফলিত হইল। দেবী পূজা ছলনা মাত্র, উপচার হস্তে কন্দর প্রবিষ্ট হইয়া, আমি স্বহস্তে তত্রস্থ একটী অন্ধকারাবৃত সুড়ঙ্গে নৈবেদ্যাদি নিক্ষেপ করণানন্তর, বাহিরে আসিয়া স্তবপাঠ করিতেছিলাম। পুনঃ প্রবেশে সকলেরই আশ্চর্য্য দর্শন বোধ হইল। আমি উন্নতমুখে অভ্যস্ত গম্ভীর স্বরে কথা কহিলে, শ্রোতাগণ দিগন্তর উদ্ভূত অমানুষিক বাক্য ব্যতীত আর কিছু বিবেচনা করিতে পারেন না। দৈববাণী সেই ইন্দ্রজালিকী স্বরভেদ বিদ্যা কৌশল, নচেৎ প্রকৃত দৈববাণী কখনই এতাধিক বাগাড়ম্বরযুক্ত হয় না। কৃত্রিম প্রত্যাদেশে যাবদীয় লোকের অন্তঃকরণে বিশ্বাস বিস্তার করিলাম। সর্ব্বসম্মতিতে সাক্ষাৎ শক্তিরূপা ক্ষমঙ্করীর সজীবপ্রতিমা স্বহস্তে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, প্রতারিত স্তোভ বাক্যে লক্ষ্মীশ্বরকে সান্ত্বনা করিয়া, দুর্ম্মতি পরতন্ত্রতায় পুনরায় অনসূয়া পতিপ্রাণা ক্ষমঙ্করীর অনুসরণ অবলম্বন করিলাম।

বৎসে দুঃখিনি! এই সময় সদাশিব অধীর হইয়া উঠিল, নেত্র

বারি আর ধারণ করিতে পারিল না। বলিতে লাগিল, "হৃদয়! তুমি কি এ পাপাত্মার দুরভিলাষপক্ষপাতী হইয়া, এত কঠিন হইয়াছিলে, আহা! সাধ্বী ক্ষমঙ্করী বিসর্জ্জন সময়ে, "স্বামিন্! আমি দুর্ভাগিনী হইয়াও এক্ষণে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেছি, কেননা আপনাকে জীবিত দর্শন করিয়া আমি বিসর্জ্জিতা হইলাম, প্রভো! একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন, পাপিনী জন্মের মত বিদায় হইল, আপনার নয়নকণ্টক নির্ম্মূলিত হইল; নাথ! ডাকিনী পরীবাদ অপেক্ষা এ দুর্ব্বিনীতার প্রাণান্ত ক্লেশকর নহে" এরূপ করুণারসম্পর্শেও তুমি অণুমাত্র সুকুমার হইলে না।" তৎপরে ক্ষমঙ্করী বর্জ্জনের পর দিবসীয় সর্পাঘাতাদি কতিপয় দিবসের বন ব্যাপার এবং লক্ষ্মীশঙ্করকে বিষনাশক ঔষধাদি প্রদান দ্বারা নিরাময় করা ইত্যাদির পরিচয় প্রদান করিয়া, পামর স্বীয় চিত্ত বৃত্তিকে ভূয়োভূয় ধিক্কার করিতে লাগিল।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

বিসর্জ্জন ও উদ্ধার।

ক্ষমঙ্করীর খেদ কলাপের বিশেষ বর্ণনা অত্যুক্তিমাত্র, সেই সুশীলা কুলমহিলার সুবিমল চরিত্র এবং এই দুর্ঘটিত চরমাবস্থা স্মরণ করিয়া, কাহারই বা হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? অতএব এই বিলপনীয় বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত স্মরণ করিলে, তাঁহার তৎকালোচিত করুণ বচন সকল স্বরূপ ধারণ করিয়া, সকলেরই মনদর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এদিগে ক্ষমঙ্করীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভঞ্জন, লক্ষ্মীশ্বরের শঙ্কট পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই নৌকাযোগে বিজয়পুরে আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে একটী সিন্দুক স্রোত পথে ভাসমান দেখিয়া, সকৌতুকে তাহার নিকটস্থ হইলেন। সিন্দুকের উপরি ভাগে রজ্জুবদ্ধ ভুজঙ্গমের ভীষণ মুর্ত্তি দর্শনে, সকলেই সশঙ্কিত। প্রভঞ্জন স্বয়ং প্রকারান্তরে সর্পকে স্থানান্তরাবদ্ধ এবং সিন্দুকের আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়াই দেখিলেন, তন্মধ্যে ক্ষমঙ্করী প্রায় নিষ্পন্দা পতিতা আছেন। প্রভঞ্জন দুর্ঘটনার কারণ কিছুই জানিতেন না, সহসা প্রাণাধিক প্রিয়তমা সহোদরার ঈদৃশাবস্থা বিলোকনে চমকিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল, নাবিকগণকে কাতরস্বরে বলিলেন, "তোমরা ত্বরায় আসিয়া দেখ, আমাদিগের বুঝি কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে" তাহারা তাঁহার আদেশ মতে ক্ষমঙ্করীকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, যথোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিল, পরে ক্ষণ মধ্যে ক্ষমঙ্করী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। প্রভঞ্জন এই শোচনীয় ব্যাপারের আদ্যো-পান্ত ভগ্নীর মুখে শ্রবণ করিলেন। সেই কাল সর্পকে সিন্দুকের অভ্যন্তরে পুনর্ব্বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বমতে ভাসাইয়া দিলেন এবং বিজয়-পুরের নিকটবর্ত্তী নদীকূলে উত্তীর্ণ হইয়া এক খানী নরযান আনাইলেন, ক্ষমঙ্করীকে তদারোহণে সঙ্গে লইয়া, স্বয়ং পদব্রজে লক্ষ্মীশ্বরের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

বৎসে! ইতি পূর্ব্বে যে অবগুণ্ঠনবতী আর যুবাপুরুষের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই এই ক্ষমঙ্করী আর ক্ষমঙ্করীর সহোদর প্রভঞ্জন। ইহাদিগের আগমন সময়ে, একটী পুরবালিকা এই মাত্র বলিয়াছিল, "ঐ! বৌ আর বৌয়ের ভাই এলো!" সেই

বালিকার উক্তিই আমাকে সতর্কিত করিবার মূলীভূত। ক্ষমঙ্করীর নির্ব্বাসন ব্যাপার অগ্রেই শুনিয়াছিলাম। ভণ্ডতপস্বীর সেই অভেদ্য শঠতার চমৎকার প্রভাব, দুর্ব্বৃত্ত রামপুরার পর্ব্বত হইতে বিজয়পুরে আসিয়া, কল্পিত দৈবকাণ্ডের আলোচনায় তত্রস্থ আপামর সাধারণ লোকের পক্ষে, একপ্রকার দেবতুল্য বিক্রমশালী এবং শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। পুরবাসী প্রতিবাসী সর্ব্ব সমবেত সেই পামরকেই পুনরায় ক্ষমঙ্করী বর্জ্জনের উপায় অবধারণ করিতে উপদেশ করিল, নরাধম তদীয় চিরকল্পনা সাধনের উপযুক্ত অবসর জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিল, "কুহকিনী ডাকিনীগণ মন্ত্রবলে অসাধারণ শক্তি সম্পন্না হইয়া থাকে, উহাদিগের সহজে বর্জ্জন, অর্থাৎ বনবাসাদি শাস্তি প্রদান করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে উহাদিগের কুচেষ্টিত অনিষ্টাপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই, অন্তর্ভেদিনী ব্রহ্মঘাতিনী কৃত অনর্থ কল্পনার করাল গ্রাসের, এক কালে অনায়ত্ত হইবার বিশেষ উপায় না করিলে, লক্ষ্মীশ্বরের পক্ষে পদে পদে বিপৎপাতের আশঙ্কা তিরোহিত হয় না, অতএব এই প্রবল উপদ্রব নিরাকরণের যুক্তি একমাত্র আমি ইহাই স্থির করিয়াছি।

লক্ষ্মীশ্বরের মাতা উত্তর করিলেন, দয়াময় কেবল আপনকার প্রসন্নতাই এই সুশীল লক্ষ্মীশ্বরের প্রাণ রক্ষার কারণ, এক্ষণে পাপিনীর মুখ আর না দেখিতে হয়, এমন কি উপায় নিশ্চয় করিয়াছেন আজ্ঞা করুন? দেবাজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘিত হইবে না। তখন সদাশিব বলিল "সাবরণী কাষ্ঠাধার" অর্থাৎ কাষ্ঠ ফলক নির্ম্মিত সিন্দুক মধ্যে ক্ষমঙ্করীকে দৃঢ় রূপে আবদ্ধা এবং তদুপরিস্থ আবরণ ফলকে কালসর্প সন্নিবেশিত করিয়া পাত্র সমবেত কোন

নিবিড় বনগামিনী স্রোতোবাহিনীর স্রোতে নিক্ষেপ করা ব্যতীত অন্য সদুপায় দেখিতে পাই না। তৎকালে সদাশিবের আদেশ সকলেরি শিরোধার্য্য, ক্ষমঙ্করীকে এই প্রকারে জলাঞ্জলি দিতে সকলেই এক বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন, লক্ষ্মীশ্বরও তাহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। সদাশিবের আনন্দপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, অবিলম্বে আপন মনোমত সিন্দুক নির্ম্মাণ করাইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা, লক্ষ্মীশ্বরের কুললক্ষ্মীকে তন্মধ্যে দৃঢ় রূপে নিবদ্ধ করত, সিন্দুকোপরি এক বৃহচ্চক্র সবিশেষ পূর্ব্বক সিন্দুকটী পূর্ব্ব প্রকটিত তটিনীর জল প্রবাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত দুরাশা সফলিত করণাশায় স্বীয় কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিল।

যখন সর্ব্ব সমক্ষে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণন সমাপন হইল, তখন সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, লক্ষ্মীশ্বরের জননী আনন্দে উন্মত্তা, তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সস্নেহে পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করত নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন, জননি! এরাক্ষসী আবার তোমাকে স্নেহবাক্য বলিতেছে!! তোমার মূর্চ্ছিতাবস্থায় তোমাকে পীড়িত করিতে ও নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগে তৎসনা করত, তোমাকে দারুণ মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতে এ বাঘিনীর মনে দয়ার লেশ মাত্র উদয় নাই! মা! তোমার প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত, আমিই প্রধান উদ্যোগিনী!! উঃ!!! আমার মন কি নির্দ্দয়? আমি মূর্ত্তিমতী রাজ লক্ষ্মীকে নিরপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম? হা! কপট তাপস-বেশধারী কামুক কুলাঙ্গার!! তোর মনেও এই ছিল? এই

অনবস্থা অবলা কুলবালাকে এই অসহ্য যাতনা প্রদান করিলি? মা! আমি অজানত তোমাকে কতই পীড়ন করিয়াছি; এই মর্ম্ম-বেদনা আমার কথনই অন্যথা হইবার নহে।"

ক্ষমঙ্করী শশ্রু চরণে বিলুণ্ঠিতা হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা! আপনকার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ আমি যে, অকলঙ্কিনী হইয়া আবার আপনার স্নেহ নেত্রে পতিত হইলাম এবং এই বিষম অপবাদ ক্ষালিত হওয়ায় নির্দ্দোষিতা হইয়া, আপনকার সেবার অধিকারিণী হইলাম; ইহা অপেক্ষা আর আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? এইরূপ পরস্পরে নানাপ্রকার অনুতাপ এবং যথানিয়মে সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। আমি সদা-শিবকে সেই পর্ব্বতস্থ মহাযোগীর বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। তৎপরে তথা হইতে তীর্থান্তরে গমন করিলাম। সদাশিব কতক দিন আমার সমভিব্যাহারেই ভ্রমণ করিত, পরে যোগাভ্যাস করিতে গমন করিয়াছে, এক্ষণে কোথায় আছে কিছুই বলিতে পারি না।

বিশুদ্ধমতী দুঃখিনি! পতিব্রতা লক্ষ্মীশ্বরবণিতার ব্রতরক্ষার উপায় কিছুমাত্র ছিল না, কেবল দ্বিধাশূন্য পাতিব্রত্য নিষ্ঠাই, তাঁহাকে এই দুস্তর বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছে। বৎসে! ক্ষমঙ্করীর দুর্গতির সহিত তুলনা করিলে, তোমার উপস্থিত আপন্নদশা সাগর সন্নিহিত গোষ্পদ বিশেষে উপমেয় হয়। অতএব আমি দৃঢ় রূপে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম, যে কোন উপায়েই হউক, তোমাকে দুর্ব্বৃত্ত পুলিন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া, স্থানান্তর গমন করিব। তদনন্তর সদানন্দ ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন এবং কাননের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেন, "সরলে!

তুমিই একবার প্রাতঃস্নানের সময়ে, আমার নিকট গমনকরিও।

এ দিগে ব্রহ্মচারীর প্রত্যাগমনের কালবিলম্ব হইতেছে, পুলিন বাবুর বিষমোৎকণ্ঠা, বিলাসগৃহ নিগ্রহ বোধ, ক্ষণেক অঙ্গনে ক্ষণেক প্রাঙ্গণে, ক্ষণেক সৌধশিখরে, কখনও বা উপবন চত্বরে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিছুতেই সুস্থ হইতেছেন না। এমন সময় ব্রহ্মচারী জগৎকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে, পুলিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই চারুনয়নাই পুলিনের মনশ্চেষ্টার এক মাত্র উদ্দেশ্য, অন্যতর সম্ভাষণ আর কি করিবেন, ব্রহ্মচারীকে দর্শন মাত্রেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! মঙ্গল ত?" সদানন্দ কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নীরব, পরক্ষণেই বলিলেন, "পুলিন! মঙ্গলামঙ্গলের কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি নাই, ফলত তাহার বদ্ধমূল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে সামান্য চেষ্টায় বিনষ্ট হইবে, ইহা কোন ক্রমেই অনুমিত নহে। অদ্য অধিক রাত্র হইয়াছে তুমি শয়ন কর, আমিও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি, রাত্র প্রভাতেই দৈবোপাসনায় প্রবৃত্ত হইব। অন্ততঃ দিবসত্রয় যথা নিয়মে সঙ্কল্পিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, কামনাসিদ্ধি লাভে কখনই বঞ্চিত হইব না। বৎস! তুমি স্বয়ং সমুদ্যোগী হইয়া পূজোপযোগী উপচার গুলি সত্বরে প্রস্তুত করিয়া দিবে, অনুষ্ঠিত কার্য্যে কালক্ষয় করা অবিধেয়।" এই কথা বলিয়া, ব্রহ্মচারী সেই বিষ্ণুমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট কুশাসনে শয়ন করিলেন, পুলিনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উদ্ধার।

নিশাপতি মলিনিত মুখে তদীয় সহচর সমীপে বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন, তামসী তমস্বিনী যদিও প্রিয় সহবাসোল্লাসে এতক্ষণ সহাসমুখী ছিলেন, তথাপি স্বভাবসিদ্ধ তমপ্রভাব পাত্রবিশেষে বিস্তার করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। অধুনা অচিরাৎ অবশ্যম্ভাবী পতিবিরহ বিধুরতা তাঁহার মনোমধ্যে সমুদিত হইল। তৎকালোচিত বিকলতাবস্থায় পাছে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষিতা হয়েন, এই আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিলেন। তমোময়ীর বিস্তীর্ণ তমোভাগের প্রাদুর্ভাব অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতে লাগিল, তখন অবমাননা ভয়ে স্বয়ং কোন নিভৃত স্থানে প্রস্থান করিবার পথানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতই বুদ্ধিমতী হউন, তথাপি স্ত্রীজাতি, মনের ভাব আর কতক্ষণ গোপন রাখিতে পারেন, ক্ষণমাত্রেই ম্লানমুখা হইলেন। তাঁহার এই বিষদৃশ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রশাখাবস্থিত যামিনী প্রতিকূল পক্ষিকুল এককালে পরিহাসচ্ছলে স্বীয় স্বীয় রব বিশেষের ধ্বনিতে মেদিনীকে ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

সদানন্দ ব্রহ্মচারী বিহঙ্গমগণের জগদ্ব্যাপ্ত সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনিতে বিগত নিদ্রা হইয়া, যথাবিধি প্রাতঃস্মরণ্য দেবতার নামোচ্চারণ করিতে করিতে, শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। প্রাভাতিক ক্রিয়া সমাপনান্তে সুরধুনী তীরস্থ হইয়া জাহ্নবীর কারণ বারীতে

স্নান করিয়া, আর্দ্রবস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর পরিধান করত, সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, অদূরে কাননকে করপুটে দণ্ডায়মানা দেখিয়া, তাহার হস্তে আর্দ্র বসনোত্তরীয় অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বালে! এই বস্ত্র দুই খানী গোপনে দুঃখিনীকে দিবা এবং তোমরা সতর্কিত ভাবে সেই অবলাকে গ্রামান্তরের পথ দেখাইয়া দিয়া, তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে, আমি অদ্য রাত্রেই তাহাকে মুক্ত করিবার উপায় করিব। তোমার এ স্থানে আর কাল বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।" কানন "যে আজ্ঞা" বলিয়া আর্দ্রবস্ত্র গ্রহণানন্তর ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করত, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। ব্রহ্মচারী সন্ধ্যোপাসনান্তে পুলিনভবনে গমন করিলেন।

পুলিন অনন্যচেষ্ট, রজনী প্রভাত না হইতেই ব্রহ্মচারীর আদিষ্ট পুষ্প, চন্দন, সমিৎ, কুশা, যজ্ঞকাষ্ঠ ও গাবীঘৃত প্রভৃতি ক্রতুসাধন যোগ্য সামগ্রী সকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সদানন্দ সমাগত মাত্রেই সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐকান্তিক মনে সেই অনবদ্যা, স্বধর্ম্মপরায়ণা, দুঃখিনীর উপস্থিত প্রমাদ প্রনাশনের স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন; পুলিন বাবু ব্রহ্মচারীকে পূজা নিবিষ্ট দেখিয়া, ধনমণি বৈষ্ণবীর বাটীতে গমন করিলেন, এবং তথায় ধনমণির সহিত কি কথোপকথন করিলেন, পরিশেষে দুঃখিনীর বাসগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দুঃখিনি! তুমিই ধন্যা। কিন্তু এবার ব্রহ্মচারীর হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি করিলে বল দেখি? এই বার ত তোমার পণের শেষ হইয়া গেল?" এইরূপে পুলিন দুঃখিনীর প্রতি কতপ্রকার শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। দুঃখিনী তাহাতে কিছুই উত্তর করিলেন

না। পুলিন তাহাতে সমধিক ক্রোধযুক্ত হইলেন, কোপনয়নে দুঃখিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আপন ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

বেশ্যাগণ যথাকালে দুঃখিনীর নিকট আসিয়া, ব্রহ্মচারী প্রদত্ত বসনোত্তরীয় দুঃখিনীকে সংগোপনে সমর্পণ করত, আপনাপন আলয়ে চলিয়া গেল।

এ দিকে সদানন্দ ব্রহ্মচারী সমস্ত দিবাভাগ জল গণ্ডুশও পান করিলেন না। সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ফলমুল ভোজন করিলেন, তৎপরে পুলিনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পুলিন! অদ্য রজনীতে কোন প্রক্রিয়া করা আবশ্যক, তজ্জন্য বারম্বার নায়িকার নিকট গমনাগমন কালে, তুমি একাকী আমার সঙ্গে থাকিবে।" পুলিন উত্তর করিলেন, "প্রভো! যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। দেবাজ্ঞা কিছুতেই লঙ্ঘন করিব না।"

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল, ব্রহ্মচারী পুলিনকে সঙ্গে লইয়া, বাটী হইতে বাহির হইলেন। ধনা বৈষ্ণবীর বাটীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "পুলিন! তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর, আমি সত্বর প্রত্যাগমন করিব।" বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তখনও সকলে জাগ্রত আছে। দুঃখিনীর গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "বৎস! আমার প্রেরিত বস্ত্রগুলি পরিধানে পুরুষবেশে সুসজ্জিত এবং প্রস্তুত হইয়া ক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা কর? পুরীস্থ লোক নিদ্রিত হইলেই আমি তোমাকে সম্বাদ দিব, তুমি তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহিরে গিয়া তোমার সেই পরমোপকারিণী বাররমণীগণ স্থানান্তর গমনেরপথ দেখাইয়া দিলে যথা ইচ্ছা প্রস্থান করিবে।"

তদনন্তর ব্রহ্মচারী পুলিন সমভিব্যাহারে বিষ্ণুমণ্ডপে পুনরাগমন করত, ক্ষণকাল পরে আবার পূর্ব্বমত ধনমণীর বাটীতে গেলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনবার যাতায়াত করিলেন কিন্তু উপযুক্ত অবসর পাইলেন না। রাত্রও দুই প্রহর অতীত, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধপ্রায়, এত রাত্রে আর কে জাগ্রত থাকিবে? এইবার সদানন্দের অভীষ্টসিদ্ধি প্রত্যক্ষিত, এইবার চতুর্থবার, সদানন্দ ধনমণীর বাটীতে গিয়া দেখিলেন, সকলেই সুখ শয্যায় সুসুপ্ত। দুঃখিনীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্ববৎ অস্ফুটরূপে বলিলেন। "বৎসে! আর বিলম্ব করিও না, আমি বাটীর বহির্ভাগে গমন করিলেই তুমি প্রস্থান করিবে, কাল বিলম্বে আমি পুনরাগমন করিব। সেই নরপিশাচ পুলিন, আমার সঙ্গে সঙ্গেই গমনাগমন করিতেছে, তাহার সম্মুখে পড়িলে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিবে।" দুঃখিনীকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর পুলিনের এবং ধনমণীর বাটীর দ্বারের ব্যবধান পথের অর্দ্ধাবশিষ্ট স্থানে আসিয়া, ব্রহ্মচারী সহসা দণ্ডায়মান হইলেন এবং সবিস্ময়ে বলিলেন, "বৎস পুলিন! বুঝি দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি।" এতৎ শ্রবণে পুলিন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ধনমণীর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া, গৃহপ্রবেশ করিলেন না, ব্রহ্মচারীও সত্বর আসিয়া, দুঃখিনীর বাসগৃহের কবাট পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ দেখিয়া, পুলিনকে আহ্বান করিলেন। পুলিন গবাক্ষদ্বার হইতে দেখিলেন, যেন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুঃখিনীশয়ান আছেন। ত্রিযামা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপেইঅতীত হইল। তৎপরে ব্রহ্মচারী এবং পুলিন উভয়েই বিশ্রামার্থে গমন করিলেন।

ব্রহ্মচারীর আদেশানুসারে বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, পরিত্যক্ত বস্ত্রখানী স্বীয় শয্যোপরি যে প্রকার ভঙ্গিতে বিন্যাসিত করিয়া, দুঃখিনী স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই বস্ত্র বিন্যাসের পারিপাট্য দর্শনে সহসা ইহাই অনুমতি হয়, যেন কেহ আগন্তুক বস্ত্রাবৃত শয়ান আছেন। পুলিন ইহাই দর্শন কবিয়া দুঃখিনীর অনন্যথা কৃতনিশ্চয়ে নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এদিকে যখন সেই কারাগৃহ হইতে দুঃখিনী নিষ্কাসিতা হইলেন, গৃহদ্বার যথাপূর্ব্ব অবরোধ করণানন্তর নিম্নগা সোপানাবলীতে যেমন পদার্পণ করিবেন, অমনি সেই পাপিনী গৃহস্বামিনী সতর্কিতা হইল, এবং বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল; "কে গা? কে যায় গা? ব্রহ্মচারী ঠাকুর কি?" এই অবসরে দুঃখিনী একবার হুঁ করে মাত্র প্রত্যুত্তর দিয়া ঈষদ্দ্রুতপদে এককালেই সেই পাপ গৃহের সীমা উল্লঙ্ঘন করিবামাত্র তাঁহার চিরসহায়িনী বার বিলাসিনীগণ সাদরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া গেল।

পাপিষ্ঠা ধনাবৈষ্ণবী দুঃখিনীর বহির্গমন কালে, অস্পষ্টোত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া, প্রদীপ হস্তে তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, তাহা অবিকৃত ভাবেই রুদ্ধ আছে, তখন আর তাহার মনে কোন সন্দেহ রহিল না, নিরুদ্বেগে পুনরায় শয়ন করিল।

দুঃখিনী বেশ্যাগণের সহিত বিমলার বাটীতে গেলেন, তথায় ব্রহ্মচারীর বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং বিমলাদত্ত উহার নিরুদ্দেশ পুত্রের বসন পরিধান করিলেন, অপর বস্ত্রাদি দ্বারা বক্ষস্থলের উচ্চতা কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, তদুপরি সূচীবিদ্ধ অঙ্গাবরণদ্বারা আবরিত হইলেন। সুচিক্কণ কেশ দাম সংযমিত করিয়া তদুপরি উষ্ণীষ বিন্যাস করিলেন। একগাছি যষ্টীক

ধারণ পূর্ব্বক যখন মহোপকারিণী বারবিলাসিনীগণের নিকটবিদায় প্রার্থনা এবং কৃতোপকারসম্বন্ধে তাহাদিগের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, তখন উহাদিগের স্নেহরস নেত্র জলের সহিত আরো শতগুণে উথলিয়া উঠিল। বিমলা ব্যাকুলা, উন্মত্তার ন্যায়, তাঁহার কক্ষ ধারণ পূর্ব্বক, "এসো মা এসো একবার তোমাকে কোলে করিয়া জন্ম সার্থক করি" বলিয়া, সস্নেহে ক্রোড়ে, তুলিয়া লইল। অপর কেহ চিবুক, কেহ বা হস্ত স্পর্শ করত, রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হা! অভাগিনীর সন্তান! এমন পোড়াকপালে রূপ নিয়েও জন্মেছিলে? আমরা হাতে করে করে সাজিয়ে, মেয়ে কি পুরুষ চিন্তে পারি না? আহা! মা গো! যে দিন তোমাকে প্রথম দেখেলেম্, সেই অবধি আমরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, কেবল তোমার উদ্ধারের চিন্তাই কর্‌তেছি বটে, ভগবানের ইচ্ছায় তাও আজ সিদ্ধ হলো, কিন্তু তোমার মুখ দেখে যে বুক ফেটে যাচ্চে। তোমাকে এখন কোথায় পাঠাচ্চি? তোমাকে যে এক প্রকার জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্চে? তোমার এই কোমল শরীরে পথের ক্লেশ কিরূপে সহ্য হবে? তুমি নিতান্ত ক্লান্ত হলে কেই বা তোমার সেবা কর্‌বে? যদি দুর্গম পথক্লেশে কোন পীড়াই উপস্থিত হয়, তখন কে তোমাকে ঔষধ পথ্য দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌বে? ভগবন্! এই সুশীলা অবলার প্রতি কি তোমার একবারও দয়া হয় না? প্রভো! এমন সতী লক্ষ্মীকেও কি এ অসহ্য যাতনা দেওয়া উচিত?" এই রূপে ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া, পরিশেষে একজন বলিল। "মা দুঃখিনি! আমাদিগের হৃদয়কে পাষাণে বান্ধিয়া, আজ তোমাকে আমরা বিদায় দিলাম, কিন্তু তুমি এই হতভাগিনীদের এক এক বার স্মরণ করিও। তুমি

লেখা পড়া জান, যেখানে যেরূপ থাক আমাদের সম্বাদ দিও। তাহা হইলেও আমরা অনেক সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইব। বিধাতা তোমাকে কখন না কখন অবশ্যই সুখী করিবেন। মা! আমাদের অবস্থা তুমি সকলি জান, আমরা দীনা অর্থ দ্বারা তোমার সাহায্য করি এমন শক্তি নাই, তবে এই যৎকিঞ্চিৎ তোমারই পথ খরচের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিলে তৃপ্ত হই।" এই কথা বলিয়া দুটী সিকি দুঃখিনীর হস্তে প্রদান করিল। দুঃখিনী তাহা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং উত্তরীয়ে অশ্রু মার্জ্জন করত কহিলেন "আমি যত দিন জীবিত থাকিব, আপনাদিগের এই অসামান্য স্নেহ কখনই বিস্মৃত হইব না, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দুর্ব্বৃত্ত পুলিনের হাতে আর না পড়িতে হয়।"

তদনন্তর বেশ্যাগণ জনশূন্য গোপনীয় পথে দুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া কতক দূর অগ্রসরে গ্রামান্তরের পথ দেখাইয়া দিয়া, ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাগমন করিল। দুঃখিনী পরম পিতার স্মরণ মাত্র অবলম্বন করিয়া, নির্ভয়ে দিগ্বিদিগ গমন করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী নিয়মিত উপাসনা কার্য্যে ব্যাপৃত, পুলিন কতিপয় বয়স্যগণে পরিবেষ্টিত, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে ধনমণী বৈষ্ণবী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, করযোড়ে পুলিনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু দুঃখিনী বুঝি পালিয়েছে, ধনমণীর কথা পুলিনের পক্ষে বজ্র নির্ঘোষের অনুরূপ বোধ হইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার বাটীতে গেলেন। পদাঘাতে দ্বারের শৃঙ্খল উৎপাটন করত গৃহ প্রবিষ্ট মাত্রে বাস্তবিক দুঃখিনী তথায় নাই দেখিয়া, বিকলাঙ্গ বসিয়া পড়িলেন।

এখন সেই ঘোষিত বজ্রাশনি তাহার মস্তকে পতিত হইয়া, হৃদয় ভেদ করিল, ক্রমে ক্রমে পারিসদগণও তথায় মিলিত হইলেন। হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত!! এই অবসরে সদানন্দ ব্রহ্মচারীও প্রস্থান করিলেন।

দুঃখিনী সেই ছদ্মবেশে অশ্রান্ত গতিতে, নদনদী, বন এবং জনপদাদি উত্তীর্ণ হইয়া, গমন করিতেছেন; দিবসে ক্রমে বর্দ্ধনশীল পথ পর্য্যটন, রাত্রে পান্থশালায় অতিবাহন, এইরূপে কিয়দ্দিবস পরে এক দিন সন্ধ্যাকালে পথঘটিত একটী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিয়া, এক গৃহস্থের বাটীতে আতীথ্য স্বীকার করিলেন। গৃহস্থ যথাদরে অতীথি সম্মান রক্ষা করিতে ক্রটী করিলেন না এবং অতীথির সহিত বহুক্ষণ আলাপনে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি পণ্ডিত বিশেষ, প্রকারান্তরে বরং তাঁহার নিকট এরূপ আভাসও প্রকাশ করিলেন যে, একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে একটী পাঠশালা স্থাপনা করেন; দুংখিনী তখন পথক্লেশে সমধিক ক্লান্তা, কিছুদিন বিশ্রাম করা আবশ্যক ভাবিয়া গৃহস্থের আদেশে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিলেন, এবং কিছুদিন তথায় বালক বালিকার শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া গুপ্তভাবে অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা সশঙ্কিতা, প্রতিদিন রাত্র প্রভাতের পূর্ব্বে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে তৎকালিক প্রচ্ছন্নবেশ সমন্বিতা হইয়া লোকালয়ে প্রকাশ হইতেন। মস্তকের উষ্ণীষ কখনই উদ্ঘাটন করিতেন না, কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আবৃত মস্তকে থাকা চিরাভ্যাস বলিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিতেন।

এই প্রকারে কিয়দ্দিন গত হইলে যে গৃহস্থের বাটীতে দুঃখিনী

বাস করিতেন, তথায় কোন বৃহৎ কর্ম্মোপলক্ষে পুলিন বাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। দুঃখিনী ইতিপূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় ঘটনাক্রমে পুলিনের নয়নপথে পতিতা হইয়া এককালে চমকিতা হইলেন। শারদ পার্ব্বণ চন্দ্রিমার চন্দ্রিকা সামান্য মেঘাবরণে কতক্ষণ আবরিত থাকিতে পারে? পুলিন দুঃখিনীকে দেখিবামাত্র দৃষ্টপূর্ব্ব জ্ঞানে কেবল উপর্য্যুপরি তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুলিনের ভাবভঙ্গি দেখিয়া দুঃখিনীর মন নিরতিশয় ভীত হইল। কার্য্যান্তরে পুলিনের নয়নান্তরাল হইয়া এককালেই পলায়ন করিলেন। তখন মনে মনে বিবেচনা করিতেছেন যে আর লোকালয়ে গমন করিব না। এক্ষণে বনবাসিনী হইয়াই জীবনযাপন করিব। এইরূপ গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না, সুপথ কুপথ কিছুই বিবেচনা না করিয়াই দ্রুতগমনে উন্মত্তা; ক্রমে সন্ধ্যাকাল অতীত। একটী ক্ষুদ্র জলাশয় সন্নিহিত বহুল বৃহদ্বৃক্ষ সমাকীর্ণ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতরা তথাপি গমনে ক্ষান্ত নহেন। সেই উদ্যানের অর্দ্ধেক ভাগ অতিক্রম করিয়াই একটী ভীষণ "সামাল" শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সচকিতে পশ্চাদৃষ্টিকরনোম্মুখী এই সময়ে এক নিষ্ঠুরের যষ্টিপ্রহারে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। ঘাতক স্বীয় অভিপ্রেত অর্থ তল্লাস করনাশয়ে তাঁহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়াই বলিয়া উঠিল "আহা! কি কুকর্ম্ম করিলাম! যেনিমিত্ত হত্যা করিলাম তাহার ত কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল স্ত্রীহত্যা করাই সার।" স্ত্রীহত্যা শুনিয়া অপর একজন তথায় উপস্থিত হইল। যষ্টির প্রহারে উষ্ণীষ শ্লথ হইয়া দুঃখি-

নীর মৃতবৎ মলিন মুখকমল আবৃত হইয়াছিল। আগন্তু তাহা উদঘাটন করিয়াই শোকবিহ্বল চিত্তে এবং বাস্পাকুলিত লোচনে বলিতে লাগিল "হা হতভাগিনি! তোমার কপালেও এত দুর্গতি ছিল ?এখনও তুমি পথের কাঙ্গালিনী হইয়া পথে পথে ভ্রমন করিতেছিলে? কোথাও স্থান পাও নাই? অবশেষে কি আমার হাতেই এই দুর্ঘটিত অপমৃত্যুতে পতিতা হইলে? আমিই তোমার জীবন বিনাশ করিলাম?" তৎপরে বসনাঞ্চলে অশ্রু-মার্জ্জন পূর্ব্বক "সর্ব্বনাশীর মুখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক বিদীর্ণ হইতেছে, শীঘ্র ইহাকে নির্দ্দিষ্ট কূপে নিক্ষেপ কর।" ঘাতক সকৌতুকে আগন্তুর সন্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল "সে কথার উল্লেখে আর ফল কি? তোমাকে যাহা বলিলাম তাহাই কর।" ঘাতক আর কোন উত্তর করিল না তৎক্ষণাৎ দুঃখিনীকে সেই উদ্যানান্তরবর্ত্তী নিভৃত কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া উভয়েই নিয়োযিত স্থানে প্রস্থান করিল।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রহস্য।

পঞ্চকোট পার্ব্বতীয় দেশাধিপতি প্রবল প্রতাপ বিপ্রকুলো-দ্ভব যুবরাজ বীরশেখর, বর্দ্ধমান বিভাগে স্বীয় মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে শস্ত্রধারী সৈন্য অধিক ছিল না, অশ্বা-রোহী পদাতিক, অনুবল এবং ভৃত্যগণ সমবেত উর্দ্ধসংখ্যায় ২০।২২ জন পুরুষ একটী হস্তী আর কয়েকটী অশ্বমাত্র তাঁহার

সমভিব্যাহারে ছিল। স্বাধিকার প্রতিগমন কালে, একটী পান্থ-শালার সমীপবর্ত্তী প্রাঙ্গনে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন এমত সময়ে অপরিচিত পথিকদ্বয় এক একটী বাদ্য-যন্ত্র হস্তে সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবরাজ বিলক্ষণ বিদ্যাবান, স্বরূপ এবং সম্যক সদ্গুণের উপামানরূপে পরিগণিত ছিলেন। গান, বাদ্য ও অদ্ভুত গল্প কল্পনার আলোচনায় যথেষ্ট উৎ-সাহিত হইতেন। যন্ত্রী পথিকদ্বয়কে উচিতাদরে সম্ভাষনান্তে তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যন্ত্রীদ্বয় সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "মহারাজ! আমরা পশ্চিম প্রদেশ বাসী ভট্টজাতি, পূর্ব্ব রাজ্যে অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া মুরসীদাবাদে নওয়াব সংসারে বহুদিবসাবধি সাময়িক গান, বাদ্য এবং সদ্গল্প প্রনালী কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বেতনভুক্ হইয়া প্রতিপন্ন ছিলাম, একণে স্বদেশে গমন করিব। পথ অতি সুদুর্গম যদি যুবরাজ এই নিরাশ্রয় পথিকদ্বয়কে আশ্রয় প্রদান করেন তবে যথেষ্ট উপকৃত হই এবং আমরা অনুগামী হইয়া আমাদিগের শিক্ষা নিপুনতার পরিচয় প্রদানদ্বারা চরিতার্থতা লাভ করি। ফলত আমাদিগের সংগীত শক্তি, যন্ত্র নিপুনতা এবং গল্প কৌশলের মধুরতা অনুভবে আপনি আমোদিত হইবেন, ইহার সন্দেহ মাত্র নাই।"

বীরশেখর আগন্তুকদ্বয়ের কথায় সমধিক প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি তোমাদিগের প্রার্থনায় সন্তোষের সহিত সম্মত হইলাম; তোমরা সচ্ছন্দে আমার সমভিব্যাহারে চল। অদ্য তোমাদিগকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিতেছি, এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য, তোমাদিগের সংগীতাদি শ্রবণ করিব।"

ভট্টদ্বয়ের আনন্দের সীমা নাই, মুক্তকণ্ঠে যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে রাজানুসঙ্গিক অনুচর এবং ভৃত্যগণ সমীপে গিয়া, রাজভোগে আহারাদি করত তথায় পরমসুখে রাত্র যাপন করিল। পর দিন প্রাতে রাজ নিয়োযিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া গমন করিতে লাগিল। অপরাহ্নে উপযুক্ত স্থানে যুবরাজ শিবির স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন এবং সকলেই সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল। যুবরাজ গতক্লম হইয়া, পথিকদ্বয়কে আহ্বান এবং তাহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা, অযোধ্যালাল আর রঙ্গলাল নামে উভয়ে পরিচিত হইল। অযোধ্যালাল ন্যূনাধিক পঞ্চাশত বর্ষ বয়ক্রান্ত, রঙ্গলালের বয়স ত্রিংশত বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু আকৃতিতে উভয়েই সমকায় এবং বয়াধিককেই অধিকতর বলীষ্ঠ অনুমান হয়। নৃপতি উহাদিগের শিষ্টাচারে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া উভয়কে উপবেশন নির্দ্দেশ এবং সুসঙ্গত সঙ্গীতালাপ করিতে অনুমতি করিলেন। রাজাজ্ঞায় পথিকদ্বয় স্ব স্ব যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া বিশুদ্ধ তাল মানে সুস্বর ঈশ্বর গানে নিমগ্ন হইল। গান শুনিয়া সকলেই বিমোহিত, ভূপতি উহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভোজনাদি সমাপনান্তে অযোধ্যালালের মুখে কোন অপূর্ব্ব আখ্যান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অযোধ্যালাল সহর্ষে যুবরাজের শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া খোশগল্প আরম্ভ করিল।

অযোধ্যালাল "বলিল মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে একরাজা ছিলেন, তাঁহার অতিশয় মাছ ধরা বাতিক ছিল। এক দিবস

তিনি একটী বৃহৎ হাতিতে চড়ে দীর্ঘাকার এক দিঘিতে গেলেন। অগ্রেই তাঁহার চাকরেরা চার করে রেখেছিল তিনি সেখানে যাবামাত্র স্বহস্তে হাতি হতেই ছিপ ফেল্‌লেন, একটু পরেই কি একটা ছিপে খেয়েছে, টানাটানি কোল্লেন তুল্‌তে পাল্লেন না। রাজাও খুব সবল, বিশেষ মানুষের হাতে জন্তু বৈ নয়, কতক্ষণ পার পাবেন, মহারাজ যেমন দুহাতে ধরে একটী সজোরে টান মেরেছেন, অমনি একটা বৃহদাকার বাঘ সগর্জ্জনে কিনারায় উঠে রাজার হাতিটার মাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে পুনরায় জলে পড়লো।

এই সময়ে বীর শেখর অযোধ্যালালকে জিজ্ঞাসা করিলেল, অযোধ্যালাল! "বাঘ নামে কি কোন প্রকার জলজন্তু আছে?" সে উত্তর করিল "তা কেন মহাশয়! যে বাঘ বনে থাকে, মাল্‌সার মত মুখ, বাঘের মত রং, বড় বড় থাবা সেই বাঘ।"

বীরশেখর।—তবে জলে থেকে ছিপেউঠে, হাতীর মাতা ছিড়ে নিয়ে পুনরায় জলে পড়া এ কেমন কথা হোলো?

অযোধ্যা।—মহারাজ! আরব্য ইতিহাসের বর্ণনা "দেয়াল ফেটে হাবসী বেরুল—ভাজামাচে কথা কইল" এ গুলো যেমন এও তেমনি জান্‌বেন।

বীর।—বটে? তবে বল। আর কোন কথারই বিতর্কে প্রয়োজন নাই।

অযোধ্যা।—মহারাজ! সেই মাতা ছেঁড়া হাতিটা চিৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে একটা বনের ভিতর ঢুক্‌লো; দৌড়া দৌড়ি করে বেড়াতে লাগলো। মাতা নাই, কিছুই দেখ্‌তে পায় না তার বড় বড় দাঁত দুটো একটা সজ্‌নে গাছে বিঁধে গেল। হাতিটা

গাঁ গাঁ শব্দে অনেক টানাটানি কর্‌লে, ছাড়াতে পার্লে না, চিৎপাত হয়ে পড়ে মরে রইল। রাজা আর কি করেন তার পিটে থেকে নেমে পায় পায় বাড়ী যাচ্চেন, কতকদূর গিয়ে রাত হোলো, অন্ধকার রাত্‌ কিছুই দেখ্‌তে পান না, একটা গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানে থাক্‌বার স্থান পেলেন না, আবার চল্‌তে লাগলেন। খানিক দূরে গিয়ে দেখেন একটা মানুষ এক খানা ঘরের দেয়াল টিপে পালিয়ে গেল। রাজা সেই ঘরের কাছে দেখ্‌লেন দেয়ালে সিঁদ ফুটান রয়েছে। তখন সোর গোল কর্ত্তে বাটীর লোক জেগে উঠ্‌লো, ঘরের ভিতর চোর ছিল, তাকে ধরেই "প্রহারেণ ধনঞ্জয়," (ধর্ম্মাবতার লেখাপড়া তত শিখি নাই, তবে আপনাদের সঙ্গে থাকায়, সর্ব্বদা কতাবার্ত্তা শোনায় দুটো একটা সাধুভাষা বেরিয়ে পড়ে) এ দিগে এরা চোরকে মারতে থাকুক। রাজা কিছু দূরে গিয়ে দেখেন একজনেরা স্ত্রী পুরুষে ঝকড়া কর্‌চে। মাগী বল্‌চে "আহা! ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌লে যে একবারে, গিয়ে ছাড়্‌য়ে দেও না?" মিন্‌ষে মাগীর কথা শুনে রেগে আগুণ!! বলে "অমন ছেলে থাক্‌লেই কি আর গেলেই কি? যে ছেলে ইসারা না বোঝে তার মরা বাঁচা সমান কথা। বেটা ঘরের ভিতর, আমি বাইরেথেকে, এইযে লোকটা আস্‌চে, একেই দেখে বাইরে দেয়াল টিপে ইসারা করে চলে এলাম, তখন কে কোথায় ছিল, তখন পালিয়ে এলে কে কি কর্ত্তে পার্‌তো? তখন ছেলের চেতনা হলো না, পরে এই সে গিয়ে গোল কর্লে বাড়ীর সকলে উঠে তাকে ধরে ফেল্‌লে। আমি এখন গিয়ে আর কি কর্‌বো?" এরূপে বকাবকী হচ্ছে,

রাজা তাদেরি ঘরের কানাচ নিয়ে চলে যাচ্চেন, এমন সময় সেই মিন্‌ষেটা ঘর থেকে দৌড়ে এসে রাজার মুণ্ড ছেদ্দ করে ফেল্লে। রাজা পেছন ফিরে দেখেন কাটা মুণ্ড গড়াগড়ি যাচ্চে; চোর্‌কে বল্লেন "কেন হে বাপু মুণ্ডচ্ছেদ কর্‌লে?" চোর বল্লে "তুমি কেন আমার ছেলেকে ধরিয়ে দিলে?" রাজা বল্লেন "বাপু হে! সাক চোরের ফাঁসি? এই লঘু অপরাধে এত গুরু দণ্ড দেওয়া ভাল হয় নাই।" এই কথা বলে রাজা চলে গেলেন। পর দিন বাড়ী পোঁছিলেন। পূর্ব্বদিন কিছুই আহার হয় নাই; রাণী শুনে মহা ব্যস্ত; ঘরে খাবার কিছুই ছিল না, তাড়াতড়ি করে আলুভাতে ভাত রেঁধে দিলেন। রাজা খেতে বসে মুখে গ্রাস তুল্‌তে গিয়ে দেখেন মুখ নাই; অমনি দুটী চক্ষের জল দাড়ি বয়ে পড়ে বক্ষস্থল ভেসে যেতে লাগ্‌লো; রাণীও কেঁদে আকুল হলেন।

বীরশেখর বলিলেন, "অযোধ্যালাল! অদ্যবিশ্রাম কর আমার নিদ্রাবেশ হইয়াছে।" অযোধ্যালাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেল।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচিত্র পত্র।

পর দিবস নিয়মিত সময়ে পথিকদ্বয়ের গান বাদ্য সমাপন হইলে বীরশেখর রঙ্গলালকে গল্প করিতে আদেশ করিলেন, রঙ্গলাল রাজাজ্ঞায় এক অদ্ভূত উপন্যাস আরম্ভ করিল।

রঙ্গলাল যোড় হস্তে কহিতে লাগিল নরেশ্বর! বৈদ্যনাথ প্রদেশের বনমধ্যে যে পথ আছে আমি কোন সময়ে ঐ পথে যেতে যেতে দেখ্‌লাম যে বৃহৎ পর্ব্বতাকার একটা হস্তী চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে পেছু হেঁটে যাচ্চে। এক এক বার সে তার সেই ভয়ানক শুঁড়ে গাছ পালা জড়িয়ে ধচ্চে, তাতে বড় বড় বৃক্ষ গুলোও ভেঙ্গে পড়্‌ছে। এই রূপ দেখে বোধ কল্লেম হাতীটার সে রূপে যাওয়া ইচ্ছা নয়, কিন্তু এর কারণ কি জানিবার জন্য তার কাছে গিয়ে দেখ্‌লেম চার পাঁচটা খুদে পিপড়ে তার পেচোনের পা ধরে হড় হড় করে টেনে নিয়ে যাচ্চে। আমি এই কৌতুক দেখ্‌বার মানসে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্চি, ক্রমে তিন চার ক্রোশ গিয়ে পড়্‌লেম, এক মাটের মাঝখানে হাতীটা থোম্‌কে দাঁড়ালো। পিপড়ে গুলো তাকে আপনাদের গর্ত্তে ঢুকাবার চেষ্টায় টানাটানি কর্ত্তে লাগলো, কিন্তু অতবড় হাতীর শরীর পিপড়ার গর্ত্তে ঢুকবে কেন? পিপড়ে রক্ত মুখী হয়ে উঠলো, এরি মধ্যে দুটো পিপড়ে দৌড়ে এসে হাতীটার আগলি পাদুটো ধরে গোটাদুই হেঁচকা টান মার্‌তেই হাতীটা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌লো। তখন পিপড়াগণ হাতীটাকে অনায়াসে গর্ত্তসাৎ কোরে ফেল্‌লে। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে ভাব্‌লেম আবার যদি আমাকেও খুদে পিপ্‌ড়ে পায়, তবে উপায় কি হবে, এই ভেবে সেখান থেকে পাল্‌য়ে গেলাম। তিন দিন পরে দেখি পাতাল থেকে পৃথিবী বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটা হাতী উঠে শুঁড়ে করে হু হু শব্দে জল প্লাবন কর্ত্তে লাগলো। জল তালগাছ সমান উচু হয়ে, ঘর বাড়ী, গাছ পাতর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি মনে মনে ভাব্‌লেম এ হাতীটা কখনই

সামান্য হাতী নহে, ইনি কোন দেবতা অবতার হয়ে থাক্‌বেন অতএব ভক্তি ভাবে ইহাঁকে স্তব করি, ইনি প্রসন্ন হলে আমার ভাল কর্ত্তে পারেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিকটে গিয়ে দেখি সেই হাতী যাকে পিপড়েতে পেয়েছিল। হাতী আমাকে দেখেই শুঁড়ে জড়্‌য়ে নিয়ে দৌড়িতে আরম্ভ কল্লে। এক দিনে তিন চারি শত ক্রোশ গিয়ে পড়্‌লো। বিশ ক্রোশী এক মাটের মাঝখানে একটী মনোহর সরোবরের তীরে গিয়ে দাঁড়াইল। তথায় বৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল সেই গাছের তলায় আমায় নামিয়ে দিয়ে সেই সরোবরে লাফিয়ে পোড়্‌লো। সরোবরটী দীর্ঘপ্রস্তে ঊর্দ্ধ সংখ্যা দশবিঘা। আমি সেই অশ্বত্থ তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কাণ্ডের আগা গোড়া চিন্তা কচ্চি আবার সেই হাতীটা একটা তিন ক্রোশী বাগান দাঁতে করে জল হতে কিনারায় উঠলো, আহা! বাগানটীর শোভা দেখ্‌লে চক্ষু যুড়ায়ে যায়। পলাশ, কৃষ্ণকালী, কৃষ্ণচূড়া, জবা, ধুতুরা, গেঁদা, অপরাজিতা, তরুলতা, আকন্দ, চিনের করবী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প বাটিকায় পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে জিবল্‌, শেওড়া, তুঁদ, পাট, ধঞ্চে, গম্ভার, মনসা, সোন্দাল ইত্যাদি সুফলযুক্ত মেওয়ার গাছ সকল ফল ভরে অবনত। বাগানের বেড়ার শোভার কথা আর কি বল্‌বো, শ্রেণীবদ্ধ ওল, কচু এবং ঘেঁটফুল গাছে এমনি বেষ্টিত যে তার ভিতর পিপ্‌ড়েটী প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। তার মধ্যে একটী রম্য অট্টালিকা। অট্টালিকায় হেঁট হয়ে ঢুকতে গেলে পিঠে ঠেকে, সোজা ঢুক্‌তে মাতায় ঠেকে, অর্থাৎ খোঁচা না খেয়ে কোন ক্রমে তার ভিতর যাবার যো নাই। চালের এক এক দিক্‌ গলে খসে পড়্‌চে। দেয়াল এমনি চিকন যে কত শেয়াল

কুকুরে তার ফাটলের ভিতর অনায়াসে বাসা করে আছে। আমি চমৎকার ভাবে এই সকল শোভা দেখছি, হাতীটা এসে শুঁড়ে করে আমাকে চিৎকরে ফেলে পেটে এক পা আর মাতায় এক পা দিয়ে আমার নাড়ি ভুঁড়ি ছোরকুটে আমারে মেরে ফেল্‌লে। আমিও অমনি সেই খানেই মরা পড়ে রইলেম। খানিক পরে সেই অট্টালিকার ভিতর থেকে একটী প্রকৃত পরী বেরুলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি আমার নিকট এলেন। আহা! পরী ত যথার্থই পরী। আমরি! কি সুন্দর রূপ মাধুরি! তেমন রূপ যে কেহ কখন দেখেচেন এমন বোধ হয় না। রূপ দেখে আমার চোক যুড়িয়ে গেল। প্রথমেই আমি তার মাতার দিগে চেয়ে দেখ-লেম। সূর্য্যের কিরণে তার চাকচিক্য দেখেই আমি হতজ্ঞানের প্রায় হলেম। তাঁর নাকের তুলনা বাঁশীর সঙ্গেও হয় না। চোকের সৌন্দর্য্যের কথা কি বল্‌বো, হরিণগণ তার উপমাস্থলকে অদ্যাবধি দেখ্‌তে পেলেই পালায়। কর্ণও সেই রূপ, এবং ভঙ্গিতে বুঝ্‌লেম তাঁর পদানত বস্তুকেও তিনি উচু করে দেখেন এবং কারো প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি করেন না। অদৃষ্টক্রমে যে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌লেন সেও অনেক কষ্টে। ওষ্ঠের গঠন অতি চমৎকার। দাড়িটী বুকে ঠেকেই আছে। অপর সর্ব্বাঙ্গই প্রায় এই রূপ। আরও দেখলেম, পরী ঠাকুরাণীর পায়ের তলা কখনই মাটিতে পড়ে না। মহারাজ! পরীর রূপ বর্ণনা শুনে বোধ হয় আপনার আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে না, কেন না সকলেই জানেন পরীরা দেব তুল্যা, এ পরী সে পরী নয়, এ পরীর মাতার চাকচিক্য সুন্দর, কেশ বিন্যাস এবং তারই মত অলঙ্কার কর্ত্তৃক হয় নাই। ইহার গণ্ড দেশের উপর থেকে সমস্ত মাতায় টাক্‌ পড়া তাতেই

রৌদ্র লেগে চক্ চক্ কচ্ছিল। নাসিকা বাঁশীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় না, তার কারণ বাঁশী সরল এবং সুগঠন, পরীর নাসিকার মাঝে মাঝে তিনটী গাঁইট আর অগ্র ভাগটী ঠিক শানাইয়ের পেছোন দিগের মত। চক্ষু কর্ণের পরিমাণে হস্তীর দোসর, তাতে দুটী চক্ষুই এমনি ট্যারা যে পায়ের গোড়ায় কোন বস্তু দেখ্‌তে হলে কাত হয়ে পড়ে দেখেন। ওষ্ঠ দুখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন উপরি উপরি করে দুটী বালির পটল দাঁতে কাম্‌ড়ে রেখেছেন। তার উপর আবার ঘাড়ে গর্দ্দানে একত্র, কাযে কাযেই দাড়িটীও বুকে ঠেকে থাকে, লজ্জায় ঘাড় হেঁট হয় না। আবার পাদুখানি এমনি উল্‌টো দিগে মোচড়ান যে তার তলা কখনই মাটিতে ঠেকে না, অর্থাৎ কুশ পেয়ে। কিন্তু "সর্ব্বদোষ হরে গোরা" বর্ণটী ধবল, তাতেই সব ঢেকে গেল। সেই গজেন্দ্র নিন্দিত গামিনী উষ্ট্র গতিতে আমার কাছে এসে হাঁসিতে একটী গোভাগাড় বিস্তার করে বল্লেন যদি তুমি আমার পাঁচটী শ্লোকের অর্থ করে দিতে পার, তবে তোমার প্রাণ বাঁচিবে।

আমি তাই স্বীকার কল্লেম, তখন পরী ঠাকুরাণী শ্লোক বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

১ম শ্লোক—পরে পরে হলো ছেলে বাপেতে জানে না।
যখন জন্মিল ছেলে প্রসূতি ছিল না॥

উত্তর—শ্রীরামপুত্র কুশ।

২য় শ্লোক—মাচ ধরে ধরে খায় কিন্তু জেলে নয়।
বনেতে থাকয়ে কিন্তু বাস জলাশয়॥

বোকাতে বুঝিতে নারে, এ কেবল বকা।
বুঝিলে সার্থক বলি, সকলি এ বকা॥

উত্তর—বকাই বটে।

৩য় শ্লোক—হাঁড়িতে হাড়ীতে চোঁয় জল পানা মিষ্টি।
কিন্তু সেই জলে হয় যত মিষ্টি সৃষ্টি॥

উত্তর—খেজুর রস।

৪র্থ শ্লোক—গাছটীতো লম্বা পানা, রস বড় মিষ্টি।
পৃথিবীর যত মিষ্টি, তাতে হয় সৃষ্টি॥

উত্তর—আক গাছটা।

৫ম শ্লোক—আগা গেল বুনতে, গোড়া গেল চোরতে।
বুঝলে ভেড়া, নইলে ঘুরে ঘুরে বেড়া॥

উত্তর—ভেড়াই বটে।

শ্লোকের অর্থ শুনে পরী যথেষ্ট সন্তুষ্ট,—পাকাটীর মত সরু সরু এবং সাদা বাহুতে কাঁচ কলার মত অঙ্গুলি যুক্ত পদ্ম হস্তে আমার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ কল্লেন। আমি তখনি পূর্ব্বের ন্যায় শরীর পেয়ে একদিগে পালিয়ে গেলাম।

বীরশেখর বলিলেন এষে অতি উত্তম গল্প; এ গল্পে আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম, কিন্তু অধিক রাত্রি হইয়াছে এক্ষণে তোমরা বিশ্রাম কর। যুবরাজও শয়ন করিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঠগবৃত্তি।

এই রূপে কতিপয় দিবস গত হইলে একদা রাত্রি প্রভাতে যুবরাজ বীরশেখর অনুচরগণে বেষ্টিত হইয়া প্রকৃত পথে গমন করিতেছেন। অযোধ্যালাল আর রঙ্গলাল তাঁহার পার্শ্বেই আসিতেছিল। অযোধ্যালাল বিনীত ভাবে বলিল নরনাথ! যদি অধমের বাক্যে অশ্রদ্ধা না করেন তবে প্রার্থনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই, অর্থাৎ যাহাতে অল্প দিনেই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে গমন করিতে পারি এমন একটী সুপথ এই বাম ভাগের বন মধ্যে আছে, অনুমতি হইলে সেই পথেই গমন করা যায়।

বীরশেখর তখন উহাদিগকে বিশেষ বিশ্বাস পাত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন, অগত্যা অযোধ্যালালের প্রস্তাবে অণুমাত্র অনুচিন্তন ব্যতীত সর্ব্ব সমভিব্যাহারে তাহারই অনুবর্ত্তন করিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, ক্রমে ক্রমে নিবীড় বনে প্রবেশ করিয়াছেন; এই সময় রাজা বলিলেন "অযোধ্যা লাল! আর কত দূর গমন করিলে লোকালয় পাওয়া যাইবে।" অযোধ্যালাল বলিল মহারাজ এখনও ৪। ৫ ক্রোশ গমন করিলে চটীর নিকটবর্ত্তী হইবেন। যদি ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন এই স্থানেই অদ্য অবস্থান করুন। রাজা অবিচারিত চিত্তে সেই জন শূন্য ভয়ানক হিংস্র জন্তু সংকুল স্থানেই শিবির স্থাপন পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিলেন, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত ছিল তদ্দ্বা-

রাই সে দিবস সকলেই জীবন ধারণ করিল। পরদিন সেই পথেই গমন করেন, বেলা প্রহরেক না হইতেই সকলে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া উঠিল। পথিমধ্যে ভোজ্য দ্রব্য পাওয়া দূরে থাকুক, জলগণ্ডূষ পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন এমত কোন উপায় নাই। অশ্বগণ আর অগ্রসর হয় না, তখন অনুচরগণ অযোধ্যালালকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অযোধ্যালাল রাজসমীপে নির্দ্দোষিতা প্রকাশাশায় বলিল, মহারাজ! এ পথে আমি এক বার মাত্র আসিয়াছিলাম এক্ষণে বোধ হয় পথভ্রম হইয়া থাকিবে। অনুচরগণ ক্রমে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে একটী জলাশয় দেখিতে পাইল, সত্রস্তে তাহার তটে উপস্থিত হইয়া দেখিল পল্বলটী গলিত পত্রে আবরিত, যে অত্যল্প জল আছে তাহাও বিবর্ণ এবং তাহার এমনি দুর্গন্ধ যে, তাহা পান করা দূরে থাকুক্ স্পর্শ করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য কি? পশু পক্ষিতেও সেজল পান করিতে পারে না। দুস্তর প্রান্তরান্তর্ব্বর্ত্তী মরীচিকা দর্শনে তৃষিত কুরঙ্গকুল যেমন জীবন ভ্রমে তদনুসরণ দ্বারা অধিকতর ক্লান্ত এবং হর্ষোদ্যমে বিষাদিত হইয়া জীবনান্তক হস্তে পতিত হয়, বীরশেখরের সঙ্গীগণও তড়াগ তটস্থ হইয়া তদবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সকলেই হতাশ্বাস, বিকলাঙ্গ, সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, এই সময় অযোধ্যালাল এবং রঙ্গলাল উভয়ে যুবরাজের উভয় পার্শ্বে দৃঢ় বদ্ধ পরিকরে দাঁড়াইয়া তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত্র এবং অচল করিয়া একটী অশ্রুত পূর্ব্ব ধ্বনি করিয়া উঠিল। তন্মাত্রে সেই ভীষণ বনাভ্যন্তর হইতে কতিপয় মল্লবেশী পুরুষ, প্রত্যেকে হস্তদ্বয় পরিমিত দৃঢ় রজ্জু হস্তে নিঃশব্দে

নিষ্কাশিত হইয়া হস্তস্থিত রজ্জুকৌশলে মুহূর্ত্তেক মধ্যে রাজানু-সঙ্গী সকলকে ধরাশায়ী করত যথেচ্ছা দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিল। পাঠক! এই রজ্জু কৌশলই "ঠগ" বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ আছে। ঘাতকগণ পশ্চাৎ হইতে কৌশল ক্রমে এই রজ্জু এক বার বধ্য ব্যক্তির গললগ্ন করিতে পারিলে তৎ-ক্ষণাৎ তাহার প্রাণান্ত সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

এইরূপে মল্লগণ তত্রস্থ সকলকে শূন্যচেতা করিয়া অভীষ্ট সাধনানন্তর দৃষ্টি গোচরের অন্তরাল হইলে, অযোধ্যালাল এবং রঙ্গলাল ভূপতি বীরশেখরের দক্ষিণ হস্ত একটা বৃক্ষের নিম্ন শাখায় বন্ধন করত কতকগুলি বনফল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দিয়া বলিল "মহারাজ! আপনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন অতএব আমরা আপনার প্রাণনষ্ট করি-লাম না এবং আপনার আসন্ন বিপৎপাত নিবারণের নিমিত্ত যে উপদেশ দিতেছি ইহার অন্যথা করিবেন না। এই যে বন ফল দেখিতেছেন, এই রূপ ভিন্ন ফলান্তর ভোজন করিবেন না, ইহা প্রায়ই বিষাক্ত, এ অতি ভয়ানক বন, ইহাতে জন্তু ভয় সর্ব্বদা আছে। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণে এ বন অতিক্রম করিবেন, আমরা জীবিত থাকিতে আর আপনার দস্যুভয় নাই।"

অনন্তর তাহারাও দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। যুবরাজ যতক্ষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, পিঞ্জর বদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি কোপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। অদৃশ্য হইলে বহু যত্নে বন্ধন উন্মোচন করত হস্তীতে আরোহণ করি-লেন। হস্তী চালনার সঙ্কেত জানিতেন না অগত্যা তাহারই বশতাপন্ন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত

হইলে হস্তীটাকে কোন বৃহদ্‌বৃক্ষের মূল ভাগে বন্ধন করিয়া স্বয়ং সেই বৃক্ষের স্কন্ধ দেশ আশ্রয়ে রাত্র যাপন করেন। একদা অর্দ্ধরাত্রে যুবরাজের আশ্রয় স্থান পাদপ মূলে যূথ বদ্ধ বন্য-হস্তী উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার এক মাত্র জীবন রক্ষার উপায় সেই বাহনটী সবলে স্বীয় বন্ধন উন্মোচন করিয়া কোন্ দিগে পলায়ন করিল তিনি তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সেই ঘোরা তিমিরাবৃত রজনীতে কেবল কোন দিকে বৃহদাকার শ্বাপদগণ ভীষণ গর্জ্জন সহকারে নিরীহ পশু সমূহকে আক্রমণ করিতে লম্ফন দ্বারা গমন করিতেছে। কোন দিকে মদমত্ত দন্তিযূথ করেণু অনুরক্ত হইয়া বাত্যাবৎ গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কোন দিকে শিবাকুল আকুল হইয়া পলায়নপর হইতেছে। কোন দিকে প্রশান্ত মৃগগণ মৃগাদন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিভৃতস্থানে তিরোহিত হইতেছে। যুবরাজ এবম্বিধ ভীষণ দর্শন এবং অনাহারাদি ক্লেশ সহনে জীবনাশয়ে নিরাশ হইয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হয়েন নাই। রাত্র প্রভাতে হিংস্র জন্তুভয় খর্ব্বিতা প্রাপ্ত হইল, তিনি পদব্রজেই সেই ভয়ানক বন অতিক্রম স্পৃহায় একদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুনরুদ্ধার।

যষ্টিপ্রহারে দুঃখিনী মৃতপ্রায় মূর্চ্ছাগতা হইয়াছিলেন কিন্তু আঘাতিত যষ্টির বল বৃক্ষশাখায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার

মস্তকে পতিত হওয়াতে অধিক ব্যথিতা হয়েন নাই, কেবল আশঙ্কাই তাঁহার চেতনা হরণ করিয়াছিল। ঘাতক তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সে কূপে জলও অধিক ছিল না এবং তাহা স্তুপাকার গলিত পত্রে পরিপূর্ণ ছিল, পতনেও তাঁহার পক্ষে অধিক ক্লেশকর হয় নাই, তিনি চেতিত হইয়া বিষম সড়িত গন্ধ আঘ্রাত হইলেন। তৎপরে সেই অদীর্ঘায়ত কূপতলে বহুল মৃতদেহ নিপতিত দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তথাপি দস্যুভয়ে নীরব; আত্ম প্রকাশে অসমর্থা, ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিলেন। পরিশেষে করুণাময়কে স্মরণ করত যথাসাধ্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যামিনী প্রায়াবসন্না, তখন শুনিলেন যেন কূপের উপরিভাগ হইতে কেহ তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে "ভয় নাই শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইবে। গ্রামস্থ লোক সত্বরে আসিয়াই তোমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিবে।" এতৎশ্রবণে দুঃখিনী দৈববাণী জ্ঞানে পরম পিতার স্তুতিপাঠ করিতেছেন এমত সময়ে দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ একখানী লৌহ কটাহ তাঁহার নিকট দোদুল্যমান দেখিতে পাইলেন এবং উপরিভাগও জনরবে পরিপূর্ণ। কেহবা উপদেশ ছলে বলিতেছে "সাবধানে কটাহে উপবিষ্ট হও" অপর "তুমি কৃতোপবেশন হইয়া এই প্রলম্বিত রজ্জু আলোড়িত করিবামাত্র আমরা তদাকর্ষণ দ্বারা তোমাকে উপরিস্থ করিব।" এবম্বিধ অনুকূল বাক্য শ্রবণে দুঃখিনী সত্রস্তে স্বীয় পরিধেয় আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ব্বমত ছদ্মবেশ সম্পন্না কটাহোপবিষ্টা হইয়া সঙ্কেত করিলেন। ভদ্রগণ যত্নের সহিত তাঁহাকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া আন-

ন্দিত চিত্তে তাঁহার তাদৃশাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন, "আমি একাকী এই পথে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু কিরূপে কূপে পতিত হইলাম কিছুই বলিতে পারি না।" তৎপরে তিনি দূর যাত্রী অথচ পাথেয় সংস্থান বিহীন এই পরিচয়টী প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ সকলেই সন্তুষ্টমনে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন। তিনিও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন কালে কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন, "আমার অনুমান হয় এই কূপে অনেক গুলি মনুষ্যের মৃত দেহ পতিত আছে।" এ কথায় সমস্ত লোকে সন্দিহান হইল। পরম্পরায় দেশাধিকারের রাজপুরুষগণের নিকটেও তাদৃশ ব্যাপার প্রচারিত হইলে, তৎস্থানীয় শান্তিরক্ষকগণ তাহার সত্যাবধারণে ব্রতী হইলেন, এবং সেই কূপ হইতে স্তূপাকার অস্ত্রাহত নর দেহ ও অস্থিপুঞ্জ বাহির করিলেন। এই অসামান্য ঘটনা গোপন থাকিবার নহে, বিচারপতির গোচরে আবেদন অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাবধারণে শান্তিরক্ষকগণ সেই অবিদূরিত নগরবাসী কয়েকটী নিতান্ত নিরীহ লোককে কল্পিত প্রমাণ সহকারে এই নরহত্যাকারী অপরাধ জন্য অপবাদিত করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করিলেন। বন্দিগণ অকৃতাপরাধে শান্তিরক্ষক গণের চাতুর্য্য কৌশলে রাজ বিচারে দণ্ডাহ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পণ্যশালা।

দুঃখিনী পূর্ব্বমত পুরুষছদে কিয়দ্দিবসাবধি নিরবধি ভ্রমণানন্তর কদাচিৎ মধ্যাহ্নে শিবগ্রামের সন্নিহিত প্রান্তে একটী পণ্যশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় একমাত্র গতবয়স্কা স্ত্রীকে তত্রিস্থ কার্য্য সমুদায় পর্য্যালোচনায় নিযুক্তা দেখিতে পাইলেন। সেই বর্ষীয়সীই আপণাধিকারিণী, তিনি দুঃখিনীকে অধিকতর ক্লান্তা দর্শনে কৃতোপবেশন করিয়া সমধিক যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে দুঃখিনী বিগতক্লমা হইয়া আপন গৃহের পার্শ্বস্থ কুটীরে স্বহস্তে সিদ্ধ পক্ব প্রস্তুত এবং ভোজন করত বিশ্রামার্থ কুটীরান্তরে শয়ন করিলেন। তথায় গতাগত লোক প্রায় বিরল, গৃহমধ্যে অপর কেহই নাই। যিনি গৃহস্বামিনী তাঁহারও নিরপেক্ষ অমায়িকতা দর্শনে দুঃখিনী নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই স্থানে রাত্র যাপন সংকল্পে নিশ্চিন্ত শয়ন করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্রেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। বর্ষীয়সী স্বীয় আবশ্যক কর্ম্ম সমাপনান্তে যে গৃহে দুঃখিনী শয়ান আছেন সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দুঃখিনীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত, স্বেদ জলে বস্ত্র সকল আর্দ্র হইতেছে। তাঁহাকে প্রথম দর্শনেই যোষিৎ বাৎসল্য স্নেহরসে প্লাবিতা হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত সুষুপ্ত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণে বর্ষীয়সীর হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ততা সহকারে তালবৃন্ত আনয়ন করিয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং যত্নের

সহিত অননুভূত রূপে বক্ষস্থলাচ্ছাদিত বস্ত্র উদ্ঘাটন করিবার উপক্রম করিয়াই এককালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আস্তে ব্যস্তে আবরণের স্খলিতভাগ অবিকৃত ভাবে বিন্যাসিত করিয়া বহুক্ষণ ব্যজনী সঞ্চালনে দুঃখিনীর সর্ব্বাঙ্গীন স্বেদবিন্দু নিঃশেষ হইলে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

পাঠক! এতক্ষণের পর দুঃখিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। এখন সন্ধ্যাকাল, দুঃখিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্র প্রভাত বোধে যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করেন, এই কালে গৃহ-স্বামিনী সম্মুখে আসিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন "এ সন্ধ্যাকাল, ঊষা নহে"। এতৎ শ্রবণে দুঃখিনী সলজ্জবদনে পুনরায় সেই নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন। স্নেহময়ী আপণা-ধিকারিণী কৌতূহলাক্রান্তা, তাঁহার নিকটস্থা হইয়া সস্নেহে বিনীত ভাবে কহিলেন, "মা! তুমি কোন অভাগার কুললক্ষ্মী? কি দুঃসহ অভিমানেই বা গৃহসুখ পরিহার পূর্ব্বক এই তরুণ বয়সে অনাথার ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছ? ইহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া আমার মনস্তুষ্টি সাধন কর, অন্যথা আমি কোন ক্রমেই তোমাকে স্থানান্তর গমন করিতে দিব না, বরং তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়া দেশে দেশে এই ব্যাপার ঘোষণা দ্বারা ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিব। বিশেষতঃ তোমার অচঞ্চল প্রকৃতি, অমায়িকতা এবং অস্পষ্ট লজ্জাশীলতা প্রভৃতি স্বভাব-সিদ্ধ গুণ গুলি অলক্ষিত রূপে তোমার চিত্ত শুদ্ধির প্রণালী বিস্তার করিতেছে, নচেৎ দুর্ম্মনা বলিয়া মনোবেগ সম্বরণ করিতাম। শোকবিহ্বলতা ইহার একটী প্রধান হেতু কিন্তু তাহা উচিত কাল সাপেক্ষ, এমন কি শোচনীয় ব্যাপার আছে যে তৎ-

কর্ত্তৃক তোমার মত নবীনা কুলপালিকাগণ ইহ লোকের সম্যক সুখে বঞ্চিত হইয়া, কোমল হৃদয়ে সুকঠিন বিবেকীভাব সন্নিবেশ করিতে পারেন? বৎসে! কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কৌতুক বিনাশ কর।

বর্ষীয়সীর মুখ নির্গলিত এই আকস্মিক বাক্য গুলি শ্রবণে দুঃখিনী এককালে সিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার গুপ্তবেশ কিরূপে প্রকাশিত হইল, সবিস্ময়ে নম্র বদনে ইহাই ভাবিতেছিলেন এবং আপণাধিকারিণীর স্নেহময় প্রস্তাবনায় তাঁহার অন্তরস্থিত সুগভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া ধৈর্য্য সেতু উল্লঙ্ঘন করত নেত্র পথে বাস্পরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ নীরবে ছিলেন, পরিশেষে যোষিতার ভূয়সী প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানে অসমর্থা হইয়া বলিলেন, ভগবতী! এই বিশ্বসংসারে এ চিরদুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত হইবার বোধ করি কেহই নাই। এ দুঃশীলা আজন্ম কাহারও বাৎসল্যাদি রস সম্ভোগের পাত্রী হয় নাই, অতএব মাদৃশ অসহায়িনী হতভাগিনী কুলকামিনীর কুলধর্ম্ম অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা যে কত ক্লেশকর তাহা অন্তরাত্মাই বলিতে পারেন। লোকালয়ে প্রায় তাহার বিরুদ্ধাচার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এই নিমিত্ত কোন নির্জ্জন স্থানে বাস এবং করুণাময়কে একান্তমনে স্মরণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এক্ষণে ইহাই মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছি কিন্তু এমন নিভৃত স্থান কোথায় বা পাই, কিরূপেই বা আমার মনোভিলাষ চরিতার্থ হয়, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া এই ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আপনকার নিরপেক্ষ সৌজন্যের বশতাপন্ন হইয়া এক্ষণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি

আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন, আমি অদ্যাবধি আপনার নিকট চিরক্রীত হইয়া রহিলাম। পাঠক! ইহার পর ইঁহাদিগের পরস্পরে যে সমস্ত কথোপকথন হইল তদ্বিশেষ এবং তাহার পরিণাম অংশান্তরে বিন্যাস করিলাম।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

তপোবন।

যুবরাজ বীরশেখর কতিপয় দিবস নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করেন, একদা অপরাহ্নে এক উচ্চতর পর্ব্বতোপত্যকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পর্ব্বতোপরি নানাবিধ তরুনিকর ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় সাতিশয় কাতর, সত্বরেই তাহার অধিত্যকায় অধিরোহণ করিলেন। দূর হইতে ফলপূর্ণ পাদপ সকল অবলোকন করিয়া তদনুসরণে দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন অবিদূরিত লতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শীলাতলে পরম রূপসী ষোড়শী ফুলময় অলঙ্কৃতা অবনতবদনা অনতি-বিস্তৃত-কর-কমলদ্বয় জঙ্ঘোপরি স্থাপন করত অনন্যমনে পদযুগল দোলায়মান করিতেছেন। যুবরাজ সেই জগন্মোহিনী কামিনীকে একাকিনী নিবীড় বিজন বন মধ্যে দর্শন করিয়া চমকিত ভাবে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই নিরূপমা বামলোচনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একৈক দেশ পৃথক পৃথক রূপে দর্শনেচ্ছু হইয়া বীর-

শেখর একবার নয়ন মিথুন নিক্ষেপ করিলেন। রূপবতীর লাবণ্য-মদে মুগ্ধ নয়নদ্বয় আর প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তৎস্থানেই স্থির হইয়া রহিল।

পাঠক! এই রূপসী রত্নের সবিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, ইনিই যে আপনাদিগের নিকট চির পরিচিতা চির-দুঃখিনী দুঃখিনী ইহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? বরং ইনি এই জনশূন্য পর্ব্বতারণ্যে কিরূপে আগমন করিলেন ইহাই বক্তব্য এবং সকলেই শ্রবণস্পৃহ হইয়া থাকিবেন, সুতরাং তদনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই শিবগ্রামের পণ্যশালাধিকারিণীকে বোধহয় কেহই বিস্মৃত হয়েন নাই, এক্ষণে সেই স্থানে চলুন। এই সেই আপণ গৃহ, এই সেই পর্ণ কুটীর, এখন মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহাঁদিগের কথোপকথন শুনিতে হইবে। ঐযে আপনাদিগের সেই অনাথিনী ম্লানমুখে সজল নয়নে আপণাধিকারিণীর সম্মুখে বসিয়া আছেন, এখনও তাঁহার সাশ্রুনয়ন দেখিতেছি কেন? তবে কি বর্ষীয়সী ইহাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিবার আভাস প্রকাশ করিলেন? না, যোষিতাও সরলা, ইনি বিপরীতাচার করিবেন না, বোধ করি ইহাঁর সুনির্ম্মল স্নেহরস দুঃখিনীর বিমল হৃদয়কে অধিকার করিয়া চির শোচনা জনিত বাষ্পরাশি এককালেই দূরিত করিতেছে। এই অদূষিতা কুলপালিকার বিনয়ে এবং লোকাতীত বৈরাগ্য দর্শনে ইনি যে ইহাঁর প্রতি প্রতিকূলা নহেন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাঁর মুখের সুসঙ্গত অনুকূল বচন শুনিলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। এইবার যোষিৎ বাঙ্মুখী হইয়াছেন, অনন্যকর্ণে শ্রবণ করুন?

যোষিৎ সকাতরে বলিতেছেন "মা! তোমার কি বনবাসের সময়? এ বয়সে কি বনগমন তপশ্চরণ এবং ফল মূল ভক্ষণে কালযাপন ও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া কেহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়? তোমার প্রতিজ্ঞাটী যে কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে।" তদুত্তরে দুঃখিনী বলিলেন "ভগবতি! আমার আর কোন বিষয়েই লালসা নাই, কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষা করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য"। যোষিৎ উত্তর করিলেন "মাতঃ! যদি বনগমনই তোমার নিতান্ত সংকল্প হইয়া থাকে তবে একটী স্থানের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। বোধ করি সেই স্থলটীই তোমার মনোনীত হইবে। অধিক দূর নহে, প্রহরেক শ্রম করিলেই তোমার মত লোকে সে স্থলে পৌছিতে পারে। সেটী একটী পর্ব্বত, পর্ব্বতটীর নাম তিউর পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের অধিত্যকায় স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ তপোবন, তথায় মহাতপা তাপসগণ অবিচ্ছিন্ন তপঃকুশলতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিরাপদে বিরাজ করিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রথম আশ্রমটী অতীব মনোহর। এই আশ্রমের নিদর্শন একমাত্র হরীতকী বৃক্ষ ইহার কুটীরবাসিদিগের ছায়া সম্পাদন করে। চতুর্দ্দিকে পিয়ারা, লোণা, আতা, আম্র, কাঁঠাল এবং শ্রীফল প্রভৃতি সুফলবৃক্ষবীথিকা বিন্যাসিত। বৎসে! এবম্প্রকার বৃক্ষ সকল পর্ব্বতান্তরে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিউরাচল নিবাসী তপস্বীগণের তপোবনে তথা হইতে হিংস্র জন্তুভয় এক কালেই তিরোহিত হইয়াছে। সেই মঙ্গলময় সানুদেশে গমন করিলে বোধ হয় জীবন্মুক্তি লাভ করিলাম। সদানন্দ যেন সেই

স্থানেই দেদীপ্যমান। যে নির্দ্দিষ্ট আশ্রমটীর কথা উল্লেখ করিলাম তথায় একটী শোক-বিহ্বলা বিবেকিনী কুলকামিনী তপস্বীবেশে অবস্থিতি করিতেছেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-প্রতিবিম্ব সেই মহামনাই আমার এই সমস্ত আধিপত্যের কারণ। ভগবতী স্বজন-সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে উপনীত হইলে আমি তাঁহার পরিচারিণী রূপে নিযুক্ত হইয়া কায়মনে তাঁহার সেবা করিতাম। তিনি সমুচিত যত্নের সহিত আমাকে পালন করিতে ক্রটী করেন নাই। বন গমন কালে আমার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা আমি এই পণ্যশালা স্থাপন করিয়া ইহারই উপস্বত্ব হইতে দিনপাত এবং সময়ে সময়ে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করত স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি। বৎসে! তাঁহার বদান্যতা এবং সৌজন্যের কথা আমি একমুখে বর্ণন করিতে পারি না। তুমি এক বার তাঁহার নয়ন পথের পথবর্ত্তিনী হইলে তোমাকে যে তিনি চিরপরিচিতের ন্যায় স্নেহ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, অতএব তুমি সেই স্থানেই গমন কর।"

দুঃখিনী তপস্বিনীর গুণকীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত সমধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গন্তব্য পথের নিদর্শন সকল বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন এবং নিশাবসানে আপণাধিকারিণীর নিকট বিদায় লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা এক প্রহর অতীত হইলে তিউরাচলের অধিত্যকায় উপনীতা হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অদূরেই তপোবন দেখিতে পাইলেন;

তখন তিনি সাতিশয় ক্লান্তা, স্খলিত পদে অল্পে অল্পে আশ্রম সন্নিহিতা হইয়া হিতৈষিণী পথপ্রদর্শিনীর নির্দ্দেশানুরূপ নিদর্শন সকল সন্দর্শন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রম বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটী কুটীর, কুটীরের সম্মুখভাগ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গোময়লিপ্ত। সেই হরীতকী বৃক্ষের মূলদেশে একটী জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলস এবং তাহারই নিকটে পাত্রবিশেষে বহ্নিধ্বজ উড্ডীন হইতেছে। দুঃখিনী সেই বৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করিয়া আশ্রমাধিকারিণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এই সময়ে অপরিস্ফুট স্তুতিপাঠ করিতে করিতে সেই তপস্বীবেশা তাপসী তথায় অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ঊর্দ্ধসংখ্যায় চল্লিশ বৎসর, তাপসোচিত গৈরিক বসন পরিধান, সমবর্ণের আজানুলম্বিত অঙ্গাবরণীতে গ্রীবাভাগ পর্য্যন্ত আবৃত। দীর্ঘকেশপাশ জটাভার রূপে শোভমান এবং কৃত্রিম শ্মশ্রু আদিতে সমন্বিত হইয়া মুখমণ্ডলের অসীম সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে। তপশ্চারিণী পুরুষভাবেই পরিণত হইয়াছেন বটে কিন্তু আভ্যন্তরিক মহিলোচিত ভাব ভঙ্গি এক কালে অন্তর্হিত হওয়া কোন ক্রমে সম্ভব নহে। দুঃখিনী দর্শন মাত্রেই নিঃসংশিত মনা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণে একটী অনির্ব্বচনীয় দৃঢ় ভক্তিভাব সঞ্চারিত হওয়াতে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইলেন। তাপসী আশীর্ব্বচনানন্তর মধুর সম্ভাষণে স্বাগত পৃচ্ছিকা হইলে দুঃখিনী ম্লানবদনে দীনভাবে বলিতে লাগিলেন "জননি! আমি চিরদুঃখিনী, আমার মত হতভাগিনী এ অবনী মধ্যে কেহই নাই। মাতঃ! আমি পুরুষ নহি, কেবল পশ্চাচার-

পরায়ণ নরাধম স্ত্রীধর্ষণকারিগণের হস্ত হইতে স্ত্রীধর্ম্ম নিবন্ধন সদাচার সম্বন্ধীয় আপৎপাত নিরাকরণ নিমিত্তই এই বিকৃত বেশ ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমার একান্ত প্রার্থনা আপনার অনুকম্প্যা হইয়া জীবন যাত্রা অতিপাত করি। দেবি! এই কাঙ্গালিনীর প্রতি প্রসন্না হউন, এই প্রকৃত দুঃখিনী দুঃখিনীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিবেন না, দুর্ব্বিনীতাকে অনুকূল বাক্যে আশ্বস্ত করুন, তাহা হইলেই এ অনাথিনীর চিরাভিলাষ পূর্ণ হইল।" এই কথা বলিতে বলিতে দুঃখিনী স্বীয় মস্তক হইতে উষ্ণীশ উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। ললনা-সম্ভব প্রলম্বিত সুচিকণ চিকুরদাম তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাপসীর পাদপদ্মে নেত্রার্পণ করিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মানা; সুনয়নীর নয়ন জলে তৎস্থান আর্দ্র হইতে লাগিল।

তাপসী এতক্ষণ নীরবে অনিমেষ নয়নে দুঃখিনীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক মনেই তাঁহার স্তুতিপ্রণালী শ্রবণ করিতেছিলেন, তদবসানে দুঃখিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! মৎসম্বন্ধীয় এই গুঢ় তত্ত্বোদ্ভেদের নিমিত্ত কে তোমার উপদেষ্টা হইয়াছিল? অথবা তোমার প্রখর বুদ্ধিকৌশলেই জানিতে পারিলে?" দুঃখিনী বলিলেন "জননি! আমি গত রাত্রে শিবগ্রামের পণ্যশালায় ছিলাম, আমাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়া, সেই আপণাধিকারিণীই এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।" তাপসী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কহিলেন "বৎসে! যদি বিজন বনবাস তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বোধ করিয়া থাক তবে আমার কুটীরেই থাকিতে

পার, আমার সে বিষয়ে অনুমাত্র ভিন্নমত নাই। আমিও দুর্ব্বিসহ শোকে জর্জ্জরিতা বরং তোমাকেই অপত্যনির্বিশেষে লালন পালন করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট মনে কালযাপন করিতে পারিব। কিন্তু উভয়েই শোকসন্তপ্ত, আমাদিগের আদি বৃত্তান্ত স্মরণ হইলে অবশ্যই বিমনা হইব, অতএব এই মাত্র বলিলাম যে পরস্পরে কখনই পূর্ব্ব কথার অনুসূচনা করিব না।" দুঃখিনী বলিলেন "মাতঃ! চিরকালের নিমিত্ত আমি আপনার দাসী হইলাম। আমার শারীরিক এবং আন্তরিক সুখ দুঃখ আপনার সেবা কার্য্যে নিহিত করিলাম, আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেই রূপেই জীবন যাপন করিব।"

অনন্তর তাপসীর আদেশানুসারে দুঃখিনী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনে বাস করিলেন। কদাচিৎ অপরাহ্নে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে কয়েকটী সুদৃশ্য বনপুষ্প চয়ন করত গলদেশে, কর্ণমূলে, এবং কবরীতে পরিধান করিয়া তাপসীর সম্মুখে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাপসী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ফুটরূপে বলিলেন হা হত বিধে! অবলা জাতিকে এমন অলঙ্কার প্রিয়া করিয়াছেন যে মা আমার সর্ব্বত্যাগিনী বনবাসিনী হইয়াও অদ্যাপি ভূষণ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তৎপরে হাস্যমুখে দুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "বটে মা! তুমি কি ফুল ভাল বাস? আমি কল্যই তোমাকে স্বহস্তে ভাল করিয়া সাজাইয়া দিব?"

পাঠক! এই সেই তিউরাচল। অদ্য স্নেহময়ী তাপসী এই তরুণবয়সী রূপসীকে বনজাত পুষ্প বিশেষে রচিত সর্ব্বাঙ্গীণ

অলঙ্কারে প্রযত্ন সহকারে সুসজ্জিত করিয়া দিয়া অকৃত্রিম বাৎসল্যের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাপসীর অনুজ্ঞানুসারেই ইনি এই লতা বিতান শীলাতলে উপবেশন করিয়া সহর্ষিত মনে পঠিত পুস্তকের কবিতাবলী মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে অনন্যমনা হইয়াছিলেন। গাঢ় অভিনিবেশ জন্য শারীরিক ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ করেন নাই, তাঁহার পদদ্বয়ও অবিকৃত ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল।

এই অপ্সরা-গঞ্জিত অনবস্থার অলৌকিক নিরীহ ভাবমাধুরী সন্দর্শনে যুবরাজ বীর শেখরের ক্ষুৎপিপাসা এককালেই বিদূরিত হইল, সকৌতুকে অলক্ষিত রূপে লতামণ্ডপের নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসাই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন "দেবি! আপনি কোন্ পবিত্র কুলের কুলরত্ন, এই বিজন বিপিনাভ্যন্তরেই বা আপনার শুভাগমনের কারণ কি? প্রসন্নতার সহিত প্রশ্নের উত্তর রূপ তৎকীর্ত্তনে আমার এই কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণের স্থিরতা সম্পাদন করুন। আপনি যদি কোন তাপসীকন্যা হয়েন স্পষ্ট বলুন, নচেত অচিরাৎ আপনাকে সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে গমন করিব।"

তপস্বী বেশিনী তপস্বিনী সেই লতামণ্ডপের অন্তরালবর্ত্তী আশ্রম কুটীরেই ছিলেন, আকস্মিক পুরুষান্তরের রব বিশেষ তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র সত্রস্তে দুঃখিনীর অনুসরণে বহির্গমন করিয়া লতামণ্ডপের নিকটেই উপনীত হইলেন। দুঃখিনী অপরিচিত পুরুষবরকে তদবস্থা-সম্পন্ন অকস্মাৎ সেই নিভৃত স্থানে সমাগত দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরমতপা সদানন্দ ব্রহ্মচারী

তৎপশ্চাৎ রাম সতৃষ্ণ নয়নে সমস্ত বনভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অদূরেই গমন করিতেছেন। দর্শনমাত্র নির্ভয়ে গাত্রোত্থান করত আকুলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “পিতঃ! এই চির-দুঃখিনীকে রক্ষা করুন? পাপাচার সংসাররূপ মদমত্ত আত্মসাধন তৎপর নর পিশাচগণের পুনঃ পুনঃ তাড়না অসহমানা হইয়া এই হিংসা-শূন্য শৈল-শিখরের বিজন প্রস্থে আগমন করিয়া বিগতোৎপাত হইয়াছি এবং কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলাম, ক্ষণমাত্র এই অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবাবর সম্মুখীন হইয়া আমার শান্তি বিঘাতক বচন প্রয়োগ করিতেছেন।” তপোমণি, মহিলোচিত আর্ত্তস্বর শ্রবণ মাত্র সেই দিকে দৃষ্টিপাত এবং তাঁহার ঐকান্তিক উদ্দেশ্য দুঃখিনীকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দ বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি দ্রুতপদ বিক্ষেপে দুঃখিনীর নিকটে আসিয়া স্বীয় পদতল হইতে পবিত্র রেণু স্বহস্তে গ্রহণ করত ভূমিষ্ঠা নত-শীর্ষা দুঃখিনীর মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মস্তকাঘ্রাণ করিতে করিতে বলিলেন “বৎসে! কোন্ মহাত্মার উপদেশে তুমি আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করিলে?” দুঃখিনী কহিলেন “পিতঃ! দুর্দ্দান্ত পুলিন হস্ত হইতে নিষ্কৃতিই আমার একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম, অতএব আপনিই এই হতভাগিনীর জনয়িতা ভিন্ন নহেন।” এতচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারীর নয়নদ্বয় হইতে পূর্ব্বজনিত শোকমিশ্র আনন্দাশ্রু দরদরিত ধারে বিগলিত হইতে লাগিল। বাষ্পাকুল বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, “মা! এই নিষ্ঠুর হতভাগ্যই তোমার যথার্থ জন্মদাতা; এই সরল-হৃদয় রামের মুখে তোমার আজন্ম সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি।” বলিতে বলিতে তপশ্চারী অধীর হইয়া উঠিলেন। পাঠক!

এবম্বিধ শোকবিহ্বলতার কি কোন নিগূঢ় কারণ আছে? তাহা না থাকিলেই বা অভিলষিত উপলব্ধির পর এতাধিক বিকলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? এই শোকটী সদানন্দ ব্রহ্মচারীর কলত্র শোক। তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী এই অদূষিতা দুঃখিনীর জনয়িত্রী। দুঃখিনীর জন্মের পর স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। প্রাণাধিকা দুহিতা প্রাপ্তে ব্রহ্মচারীর অন্তরাগ্নি কথঞ্চিত নির্ব্বাসিত হইল বটে কিন্তু দুর্ব্বিসহ স্ত্রীবিয়োগ শোকাগ্নি পুনরুদ্দিপ্ত হইল। তিনি ব্যাকুলিত ভাবে কহিলেন "বৎসে! তোমার প্রসূতি যিনি, তুমি ভূমিষ্ঠা হইলে আমার অনুজ রমণ"—এই কথা বলিবামাত্র সেই আশ্রমবাসিনী তপস্বীবেশী তপস্বিনী গললগ্নবাসা হইয়া উন্মাদিনীর প্রায় লতামণ্ডপে প্রবিষ্টা ও তম্মাত্র কল্পিত শ্মশ্রু আদি উন্মোচন করিয়া ব্রহ্মচারীর পাদবন্দন পূর্ব্বক "স্বামিন্! আপনার দুর্ব্বিনীতা বনিতার কোন অন্যথা হয় নাই" বলিয়াই শশব্যস্তে দুঃখিনীকে এককালে বক্ষে ধারণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের পর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল, এবং দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি"। পুনরায় তাঁহার মুখ উত্তোলন করিয়া সস্নেহে চুম্বনের পর বলিতে লাগিলেন "উঃ!! এই জন্যই কি তোমাকে দেখিয়াই আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল! হা অনবদ্যে! তুমিই কি এই পিশাচিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? তুমিই কি আমার অঙ্করত্ন? হায়!! আমি কি নৃশংসা! আমি স্বহস্তে তোমাহেন অমূল্য ধন বিসর্জ্জন দিয়াও

জীবিত ছিলাম? মা! তোমার বিমল মুখকমল আর যে কখন দেখিতে পাইব ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না! আজ আমার কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল? আমি এত দিন আমাকে অভাগিনী বলিয়া জানিতাম, আজ আমার মত ভাগ্যধরী আর জগতে কে আছে? আহা! সুশীলে! তুমি জন্মদুঃখিনী বলিয়াই বুঝি লোকে তোমাকে দুঃখিনী নাম দিয়া থাকিবে? বৎসে! পাষাণহৃদয়ার উদরে জন্মিয়া না জানি কত ক্লেশই তোমাকে সহ্য করিতে হইয়াছে? প্রাণাধিকে! আমার গলাটী ভাল রূপে ধর, আর আমি তোমাকে আমার বক্ষঃস্থলের অন্তরিত করিতে পারিব না? দুঃখিনী তুমি রোদন সম্বরণ কর, তোমার চক্ষের জলে আমার বক্ষঃস্থলের বস্ত্র সকল ভিজিয়া গেল। এখন দুঃখিনী মাতৃ-অঙ্কে, মুখে কথাটী মাত্র নাই,—সর্ব্বাঙ্গ শিথিলিত, জননীর স্কন্ধে মস্তক অবনত করিয়া কেবলই নয়ন জলে প্লাবিতা হইতেছেন। তপস্বিনী বেলাবসান দেখিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনানন্তর দুঃখিনীকে অবিকৃত ভাবেই ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন।

এই অভাবনীয় ঘটনায় যুবরাজ বীরশেখর এবং রাম উভয়েই চিত্রিতের ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্রহ্মচারী উভয়কেই সঙ্গে লইয়া সেই কুটীরে গমন করিলেন। আহারাদি সমাপনান্তে দুঃখিনীর প্রার্থনা মতে স্বীয় অবস্থান্তরের কারণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সদানন্দ ব্রহ্মচারী বলিতেছেন "বৎসে! আমি বঙ্গবিভাগের হস্তাগড়াধিপতি, আমার নাম শিবপ্রকাশ, যবনাধিকার হইতে পুরুষানুক্রমে

আমরা রাজাখ্যা প্রাপ্ত, কিন্তু এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে বহুপুত্র স্থলে জ্যেষ্ঠই সম্যকাধিকারী হইয়া রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবেন, অপরাপর সকলেই সেই সংসার ভুক্ত এবং কর্ম্ম বিশেষে নিয়োজিত থাকিয়া আখ্যান্তরে প্রতিপন্ন হইবেন। কাল ক্রমে পিতা পিতৃলোকত্ব প্রাপ্ত হইলে আমিই রাজপদে অভিষিক্ত হইলাম। আমার অনুজ রমণ বাবু ঈর্ষ্যা বশতঃ একটী অলিক হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিয়া আমাকে বিচারালয়ে দণ্ডার্হ করিলেন। রাজাজ্ঞায় আমি অকৃতাপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলাম, রমণ বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু আমি জীবিত বলিয়া রাজাখ্যা পাইলেন না। ঘটনাক্রমে সামুদ্রিক উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আরোহীগণ কে কোথায় গেল বলিতে পারি না। আমি এক খানি কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া ছদ্মবেশে যোগীগণের নিকট যোগাভ্যাসেই কাল যাপন করিতেছিলাম। কিয়ৎকাল পরে শুনিলাম উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডের অসত্যতা প্রমাণ হওয়ায় রাজপুরুষেরা আমার নির্দ্দোষিতা সর্ব্বত্রেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। এই কথার সত্যাবধারণ মানসে আমি স্বদেশে আগমন করিলাম। মাতঃ! আমি যখন দ্বীপান্তরিত হইয়াছিলাম তখন তোমার এই গর্ভধারিণী অজ্ঞাত গর্ব্বিনী ছিলেন। এই শুভ সম্বাদ অণুমাত্র পৌরগণেও জানিত না, কেবল রমণের স্ত্রীই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুমান করিয়াছিলেন। আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে প্রতিগমন কালে নগর প্রান্তেই শুনিলাম যথাকালে তোমার জননী একটী কন্যা প্রসবিনী

হইয়াছিলেন, নৃশংস রমণ চক্রান্তরে সেই সদ্যঃপ্রসূতা ভ্রাতৃ-দুহিতাকে বিনষ্ট করত আর্য্যা ভ্রাতৃভার্য্যাকে মিথ্যা ব্যভি-চারাপবাদ প্রদান করিয়া সর্ব্বদা প্রপীড়িত করিলে তিনি অর্থাৎ তোমার এই জননী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনা শ্রবণে আমি এক কালেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘটনা ক্রমে এই পরমোপকারী রামের সহিত প্রথম মিলনে রাম ভ্রাতৃভাবে তোমার উপর পুলিনের দৌরাত্ম্যের বিশেষ পরিচয় দিয়া তোমার উদ্ধার কামনা করে। আমি তদনু-সারে তোমাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া শিব-গ্রামের পণ্যশালায় রামের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া পণ্য-শালাবস্থিতা যোষিতার মুখে যখন তোমার বন গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিলাম তখন রাম তোমাকে রমণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী উদ্দেশে তোমার আজন্মের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে ইনিই তোমাকে স্বহস্তে অরহর বনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ফলত রাম আমাকে চিনি-তেন না, আমিও মনোবেদনা গোপন করিয়া রাম সঙ্গে রাত্রি-ন্দিব অরণ্যানী ভ্রমণানন্তর অদ্য চিরাভিলাষ চরিতার্থ করিলাম। হা! হত বিধে!! আমরা কি জন্মান্তরে এতই পাপী ছিলাম যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত রূপ এই অসহ্য ক্লেশে আমাদিগকে যাবজ্জীবন নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে?"

এই সদানন্দ ব্রহ্মচারী রূপ দ্বিজরাজ শিবপ্রকাশ স্বীয় অনু-কীর্ত্তন সমাপন করিলে, তাঁহার তাপসীবেশিনী সীমন্তিনী দুঃখিনী জননী সকাতরে অশ্রু সম্বরণ করিতে করিতে তাঁহার

বনবাসের কারণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন X যথা "সুশীলে! তোমার জনয়িতার বিপক্ষে এই বিষম বিপদ্‌পাত উপস্থিত হইলে আমি জীবন্মৃত প্রায় দিনপাত করিতে লাগিলাম; আত্মঘাতীর নিষ্কৃতি নাই, কিম্বা গর্ব্বিনী হইয়াছি যদি শুভক্ষণে একটী সুসন্তান প্রসব করিতে পারি তবে শ্বশুর কুলের জল গণ্ডুষের প্রত্যাশা হইল বলিয়াই হউক কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিলাম। দিন দিন আমার গর্ব্ভ লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে উহা দেবরের কর্ণগোচর হইল। সেই সর্ব্বভক্ষী নর-রাক্ষস তৎকাল-লব্ধ সাকল্য আধিপত্যের ভাবী বিঘ্ন নিরাকরণাভিপ্রায়ে আমার গর্ব্ভস্থ সন্তানের বিঘ্ন সাধন তৎপর হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি তাড়না করিতে লাগিল। যদিও তাঁহার স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী আমার পক্ষপাতিনী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিতান্ত শান্তশীলা, অগ্নিশর্ম্মার মনোবেগ কিছুতেই অন্যথা করিতে পারিলেন না। অগত্যা আমাকে লুকাইয়া রাখিলেন। কালে তোমাকে প্রসব করিলাম। তুমি ভূমিষ্ঠা হইতেই অনঙ্গমোহিনী তোমাকে এই রাম হস্তে সমর্পণ করেন এবং এই কথা তাঁহার স্বামী গোচরে প্রকাশ করেন। আমি একে স্বামী বিয়োগ শোকেই মরণাপন্না, তাহার উপর অসহ্য অপত্য শোক প্রাপ্ত হইলাম। নরাধম এই সময়ে আমাকে মুহুর্মুহুঃ পীড়ন করিতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনমণ্ডলীতে আমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া কলঙ্কিতা করিল। আমি সর্ব্বত্রেই অপদস্থা হইয়া উঠিলাম। আমার শোক সন্তপ্ত শরীরে এই দুর্নিবার অপকলঙ্ক ভার বহন করিতে না পারিয়া গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। পরে কতিপয়

দিবসানন্তর শিবগ্রামের সেই সরলা মহিলার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিছু দিন সেই স্থানেই ছিলাম, তৎপরে এই পর্ব্বত বাসী তপস্বীগণের মুখে তপোবনের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে এই জনহীন বন মধ্যে একাকিনীই কাল যাপন করিতেছি। মা! তোমার মুখপদ্ম দর্শনাবধি আমার সন্তপ্ত হৃদয় প্রায় শীতল হইয়াছিল, আজ আমি আনন্দ প্রবাহ ধারণ করিতে পারিতেছি না। আজ আমার সকল সন্তাপ দূর হইল, আজ অবধি তোমাকে আর এক পলকের নিমিত্তও নয়নান্তরাল করিব না, দিন যামিনীই তোমাকে অঙ্কারূঢ়া করিয়া রাখিব। উপর্য্যুপরি তোমার নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। লোচনদ্বয় সমধিক বিস্ফারিত, তাহার রক্তিমচ্ছদে প্রতিবিম্বিত হইয়া মুক্তা ফলের ন্যায় বারিবিন্দু নাসাগ্রে দোদুল্যমান, তিনি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া এক দৃষ্টে দুঃখিনীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

পরস্পরের এবম্প্রকার কথোপকথনেই রাত্রি প্রভাত হইল। পর্ব্বতোপত্যকায় কোলাহল শ্রবণ করিয়া সকলেই সচকিত। যুবাবর ইহার তত্ত্বাবধারণ করিতে রামকে আদেশ করিলেন। রাম সত্বরেই তথায় গমন করিয়া দেখিল বহুসংখ্যক পদাতি অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ একত্রিত, তন্মধ্যে জনৈক পুরুষবর হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, অনন্যমনে যেন কোন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহারই নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রশ্নোত্তরে জানিল যে যুবরাজ বীর শেখরের অনুসন্ধানে তাঁহারা বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। তদুত্তরে রাম কহিল বীরবর! আমি আপনাদিগের যুবরাজকে

কখনই দেখি নাই কিন্তু একটী যুবাপুরুষ আমাদিগের আশ্রমে আছেন, তাঁহার মস্তকে একটী স্ুবর্ণজড়িত তাজ আছে, কিংখাপের চাপকানের উপর বিচিত্র কটিবন্ধ, তাহাতে একখানি তরবারী। এই কথা শুনিয়াই পুরুষবর সত্বরে ভূমিষ্ঠ হইয়া কতিপয় পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই তপোবন মধ্যে গমন করিলেন। যুবরাজ সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। সেনাপতি রাজসমীপে আসিয়া সস্ত্রীক রাজর্ষি এবং যুবরাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। দ্বিজ-রাজ শিবপ্রকাশও বীর শেখরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমাগমে কৃতার্থম্মন্য হইলেন। তৎপরে যুবরাজের প্রস্তাবমতে সেনাপতি কহিলেন "যুবরাজ! রাজ্যের সমস্তই কুশল, যে সকল লোক আপনার প্রত্যক্ষে দস্যু কর্ত্তৃক নিহত-প্রায় হইয়াছিল, তাহারা একে একে সকলে প্রত্যাগমন করি-য়াছে, দস্যুদলও সমস্ত ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি অযোধ্যালাল আর রঙ্গলাল নামে আপনার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছিল, এ নাম তাহাদিগের প্রকৃত নাম নহে। অযোধ্যালালের যথার্থ নাম বিশ্বনাথ এবং রঙ্গলালের নাম শ্যাম। উহাদিগের দস্যুবৃত্তিই উপজীবিকা। ইতি পূর্ব্বে ইহারা সকলে যে কোন স্থানে যত কুক্রিয়া করিয়াছে সমুদয় রাজপুরুষগণের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করাতে দলস্থ দস্যু-গণকে যাবজ্জীবন কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিয়া তত্তৎ স্থানস্থ বিচারপতি সমূহকে তাবদীয় ঘটনার সত্যাবধারণ করত অকৃতাপরাধগণকে নিষ্কৃতি প্রদান যোগ্য আদেশ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ইহারাই দুঃখিনী নাম্নী একটী যুবতী স্ত্রীকে হত্যা করিয়া লোনপুরের কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ঘাতক দুঃখিনীকে চিনিতে পারে নাই, শ্যামই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদক। এই দুঃখিনীই বিশ্বনাথের চিরপালিতা। বিশ্বনাথ এবং শ্যাম উভয়েই এক্ষণে কারাবদ্ধ আছে, যুবরাজ নিরাপদে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলে তাহারা অনুসন্ধায়ী দূতরূপে প্রতিপন্ন হইবে।"

সেনাপতি নীরব হইলে রাম যোড়হস্তে বলিল "যুবরাজ! এই সেই দুঃখিনী! আমিই সেই বিশ্বনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্যাম আমার সহোদর। বালক কালে আমি সুস্বরে গান করিতে পারিতাম, এবং ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা ছিল, আমি দেশস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেরই একপ্রকার স্নেহভাজন ছিলাম, স্ত্রীগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার গান শুনিয়া আমাকে প্রচুর ভিক্ষা প্রদান করিতেন, বিশেষত এই মহারাণী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কদাচিৎ রাত্রশেষে রাজবাটীর এক পরিচারিণীর আদেশানুসারে আমি রাজান্তঃপুর গমন করিলাম, তথায় একটা অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে কে একটী স্ত্রীলোক সদ্যজাতা এই দুঃখিনীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন, 'যেন এই নিরপরাধী জীবের অপমৃত্যু না হয় ইহাই করিবে অথচ এই গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ করিবে না।' প্রভো এক্ষণে বুঝিলাম যে সেই সরলাই রমণ বাবুর স্ত্রী বটেন, আমি তাঁহার প্রকৃত প্রতিমা এই ঘটনার পূর্ব্বে কখনই স্পষ্ট রূপে দেখি নাই। আমি দুঃখিনীকে ক্রোড়ে লইয়া এক নির্জ্জন অরহর বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর আমার খুড়া সেই বিশ্বনাথ আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, যথা নিয়মে পালন

করিলেন, দুঃখিনী তথা হইতে পলায়ন করিলে আমি ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সেই রমণবাবুর বাটীতে দাসত্ব স্বীকার করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় তথায় কিয়দ্দিন যাপন করিয়াছিলাম। আমার বুদ্ধিহীনতা প্রকাশের কারণ এই যে আমাকে বর্ব্বর দেখিয়া কেহই আমার সাক্ষাতে কোন কথা গোপন করিবে না, ইহা ভিন্ন আমার জীবনী সমস্তই ব্যক্ত আছে। রামের কথায় সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাহার সৌজন্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

দুঃখিনী অনূঢ়া শুনিয়া সেনাপতি যুবরাজ বীর শেখরের সহিতই তাঁহার পরিণয়সূচক প্রস্তাবনা শিবপ্রকাশের নিকট প্রকাশ করিবামাত্র, শিবপ্রকাশ তাহাতে সমধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন। সর্ব্বসমবেত বীরশেখরের স্বীয় রাজ্যে গমন করত মহোৎসবাঙ্গীভূত কুটম্বকবৃন্দ আমন্ত্রিত করিয়া মহানন্দে শুভোদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন করিলেন। এই বিবাহে রমণ বাবুও আহূত হইয়া ছিলেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া শিবপ্রকাশ ও শিবপ্রকাশ মহিলার চরণবন্দন পূর্ব্বক তাঁহার কৃতকর্ম্মজন্য পাপপুঞ্জের প্রায়শ্চিত্ত রূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় শিবপ্রকাশ সস্নেহে কহিলেন, ভ্রাতঃ! যদি নিবৃত্তকাম হইতে পার, আমার একদিনের আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তোমার দুরদৃষ্ট নষ্ট করিবে, এক্ষণে গৃহে চল ; আমি তোমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত স্বল্প কাল সংসারে থাকিয়াই আশ্রমান্তর অবলম্বন করিব।

পাঠক! আমার দুই বৎসরের আকিঞ্চন অদ্য সম্পূর্ণ হইল, এক্ষণে সাধারণে প্রতিপন্ন হওয়াই ইহার ফলভোগ।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক।	পংক্ত্যঙ্ক।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	২১	নৃশংশ	নৃশংস
৭	১৩	কিয়ংদ্দূর	কিয়দ্দূর
৮	১০	কৌতকাবিষ্ট	কৌতুকাবিষ্ট
১১	৯	করণান্তর	করণানন্তর
১৮	১৪	প্রতিফল তায়	প্রতিকূলতায়
২২	৬	শঙ্গা	সংজ্ঞা
২৯	১৭	মহোদয়	সহোদর
৩৪	৯	সুবতরঙ্গিনী	স্মরতরঙ্গিনী
৪২	১	রাথা	রাকা
৫১	১৪	হস্তাঘর্ষণ	হস্তাবর্ত্তন
৫৬	১৭	সর্ব্বাঙ্গিণ	সর্ব্বাঙ্গীণ
৬৩	১০	স্নেহমতী	স্নেহবতী
৭৫	২১	তুমিত	তুমিও
৮[illegible]	৭	ভয়ত	ভয়ও
৮৮	২	শো[illegible]	শোক
৮৮	২১	আবারই	আবার এই
৯১	১১ ১২।১৩	ধুমুর	ধুস্বর
১০২	১৪	আরীজ্ঞ	আঙ্গির
১০৩	৬	কিস্তি	কিষ্টি
১০৩	২১	এই ফল	ইহ কাল
১০৫	২৯	অসৌজন্যতা	অস্বজনতা
১১১	২৪	ছয় ছয়	ছয়
১১২	১৫	বরকন্দাজের	বরকন্দাজানের
১১৩	১৮	প্রকাণ্ড	প্রশান্ত
১১৮	৩	অপ্সরাঙ্গণ	অপ্সরাঙ্গনা
১১৯	৮	ভৌতিক, অমোঘ	অমোঘ ভৌতিক
১১৯	১৩	এখন	এমন
১২১	২১	করিয়া	বলিয়া
১২৩	২২	এক	একে
১২৪	২৪	তাই	•

পত্রাঙ্ক।	পংক্ত্যঙ্ক।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২৮	২১	তখন	সেই
১৩১	১১	নিঃসহায়	নিঃসহায়া
১৩৩	২০	আমার	আবার
১৩৬	৯	বল্‌তে বল্‌তে	বল্‌তে বল্‌চে
১৩৭	৪	ছোট মেয়ে তাই	ছোট মেয়ে যে যা দেয় তাই
১৪০	১২	এই আমরা	আমরা
১৪৮	১৩	শিরস্পার্শ	শিরস্পৃষ্ট
ঐ	১৮	বিগলিত হইতে লাগিল,	বিগলিত হয়
ঐ	২১	আবিস্ফুরিত	অবিস্ফুরিত
১৫১	২৪	গতবিপদা	গতবিপন্না
১৫৮	১১	চমৎকারিনী	চমৎকারজনক
১৬১	১৫	শ্রোত	স্রোত
১৬৫	৫	সুভদিন	শুভদিন
ঐ	২০	শ্রোতমুখে	স্রোতমুখে
১৬৬	১৪	শীত	সিত
১৭২	২৪	চৃর্ণ	চূর্ণ
১৭৫	১৪	চক্ষুঃস্রবা	চক্ষুঃশ্রবা
১৭৬	২১	এখন	এমন
১৭৮	৯	ইচ্ছাচারী	স্বেচ্ছাচারিণী
১৭৮	২১	শঙ্কুচিত	সঙ্কুচিত
১৭৯	১৬	অনুশরণ	অনুসরণ
১৮০	১৫	সমতিন্ব	সমন্বিত
১৮৬	১৭	বিফলিত	বিকলিত
১৯১	৮	বৃহচ্চক্র সবিশেষ	বৃহচ্চক্র সর্প সন্নিবেশ
১৯১	১৯	ভর্ৎসনা	ভর্ৎসনা
১৯৪	২১	বারীতে	বারিতে
১৯৬	৫	সংঙ্কোপনে	সঙ্গোপনে
১৯৬	৭	গণ্ডুশ	গণ্ডূষ
১৯৭	৮	সুসুপ্ত	সুষুপ্ত
২০০	১০	বিস্তিৃত	বিস্তৃত
২০১	১	রক্তাগনি	রক্তাগ্নি